বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

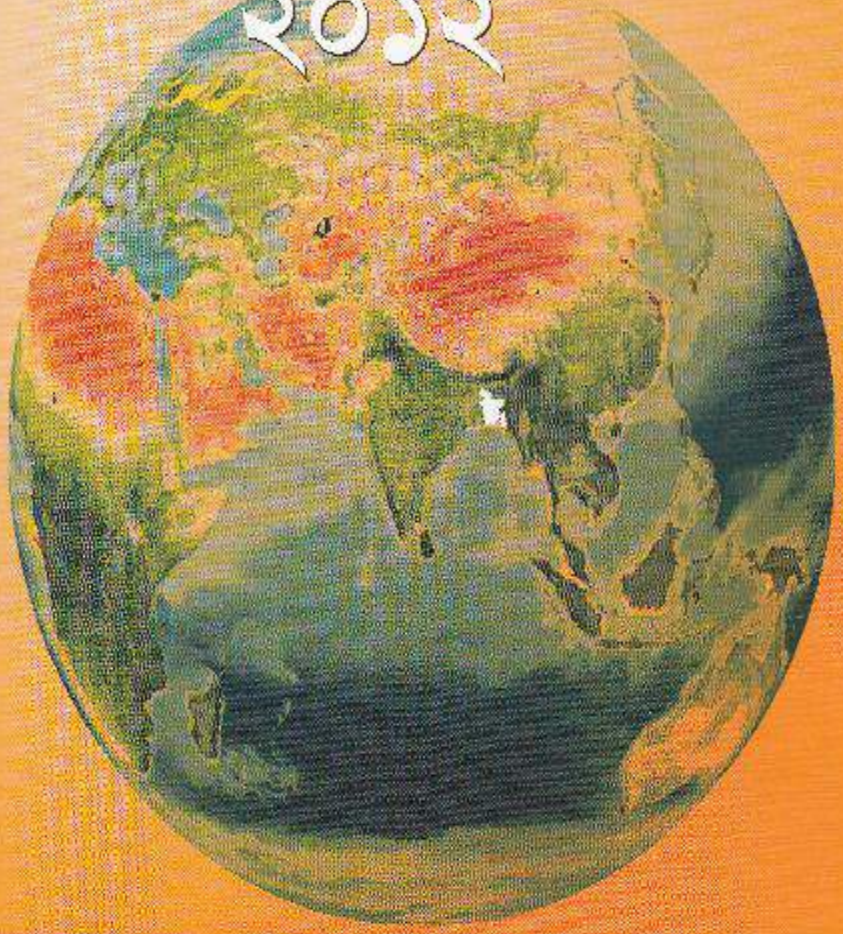

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

বার্ষিক
প্রতিবেদন
২০১২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

প্রকাশক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

e-mail : dgdncbd@gmail.com, website : www.dnc.gov.bd

প্রকাশকাল

জুন, ২০১৩

মুদ্রণ

ডি.ডি. অফসেট প্রেস

৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন

নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৮০২৪৪২

সূচীপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	অধ্যায় ১	একনজরে বাংলাদেশে মাদক পরিস্থিতি	১০
০২	অধ্যায় ২	ভিশন, মিশন, সিটিজেন চার্টার ও সাংগঠনিক কাঠামো	১২
০৩	অধ্যায় ৩	প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও অর্থ	১৪
০৪	অধ্যায় ৪	অপারেশন'স অধিশাখার কার্যক্রম	২২
০৫	অধ্যায় ৫	নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম	২৭
০৬	অধ্যায় ৬	চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৩১
০৭	অধ্যায় ৭	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	৪৪
০৮	অধ্যায় ৮	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের কৌশল	৫১

পরিশিষ্ট

ক্রমিক	**পরিশিষ্ট**	**বিষয়**	**পৃষ্ঠা**
০১	পরিশিষ্ট - ১	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা **(সিটিজেন চার্টার)**	৬১
০২	পরিশিষ্ট - ২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৩
০৩	পরিশিষ্ট - ৩	জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন	৬৯
০৪	পরিশিষ্ট -৪	জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর ২০১২ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৭০
০৫	পরিশিষ্ট-৫	অপারেশনস এর অধিক্ষেত্র	৭১
০৬	পরিশিষ্ট-৬	দেশে ২০১২ সালে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৭৬
০৭	পরিশিষ্ট-৭	বিদেশে ২০১২ সনে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সম্মেলন	৭৯
০৮	পরিশিষ্ট-৮	২০১২ সনে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী	৮০
০৯	পরিশিষ্ট-৯	২০১০-২০১১ থেকে ২০১২-১৩ রাজস্ব আয়	৮০
১০	পরিশিষ্ট-১০	বাজেট বরাদ্দ	৮১
১১	পরিশিষ্ট-১১	খরচের বিবরণ	৮১

ক্রমিক	পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২	পরিশিষ্ট-১২	২০১২ সালে ক্রয়কৃত সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতির পরিসংখ্যান	৮২
১৩	পরিশিষ্ট-১৩	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ ধারা ১১ এর অধীনে লাইসেন্সের পরিসংখ্যান	৮২
১৪	পরিশিষ্ট-১৪	দেশী মদ ও বিলাতী মদ পান পারমিট এর অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান	৮৩
১৫	পরিশিষ্ট-১৫	গোয়েন্দা ও অপারেশন কাজে নিয়োজিত জনবল	৮৪
১৬	পরিশিষ্ট-১৬	২০১২ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকদ্রব্য ভিত্তিক মামলা, আসামী ও আটক মাদকের বিবরণ	৮৬
১৭	পরিশিষ্ট-১৭	২০১২ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মাদক বিরোধী অভিযান, আসামী ও মামলার বিবরণ	৮৮
১৮	পরিশিষ্ট-১৮	২০১২ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের উপ-অঞ্চল ও জেলাভিত্তিক বিবরণ	৯৩
১৯	পরিশিষ্ট-১৯	বেসরকারি পর্যায়ে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত নিবন্ধিত পার্টনার এনজিওসমূহ	৯৮
২০	পরিশিষ্ট-২০	মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের পরিসংখ্যান	১০১
২১	পরিশিষ্ট-২১	৬৪ জেলায় ২০১২ সালের মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মুল্যায়ন	১০১
২২	পরিশিষ্ট-২২	২৫টি উপ-অঞ্চলের ২০১২ সালের মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মুল্যায়ন	১০৫
২৩	পরিশিষ্ট-২৩	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা এর জনবল	১০৬
২৪	পরিশিষ্ট-২৪	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এর জনবল	১০৭
২৫	পরিশিষ্ট-২৫	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী এর জনবল	১০৭
২৬	পরিশিষ্ট-২৬	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা এর জনবল	১০৭
২৭	পরিশিষ্ট-২৭	অধিদপ্তরের আওতাধীন (খুলনা কেন্দ্র ব্যতীত) সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২০১২ সনে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের সংখ্যা	১০৮
২৮	পরিশিষ্ট-২৮	বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র , মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রাপ্তদের তালিকা	১০৮
২৯	পরিশিষ্ট-২৯	একনজরে ৬৪ জেলায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অবস্থা	১১২

ক্রমিক	পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০	পরিশিষ্ট-৩০	লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা	১১৫
৩১	পরিশিষ্ট-৩১	২০১২ সনে বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের প্রতিবেদন	১১৬
৩২	পরিশিষ্ট-৩২	২০১২ সনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রম	১১৭
৩৩	পরিশিষ্ট-৩৩	বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পেশাজীবীদের বেসিক লেভেল প্রশিক্ষনের জন্য কলম্বো প্লানের সহায়তা কর্মপরিকল্পনা	১২৩

সারণী

ক্রমিক	সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	সারণী-১	বাংলাদেশে মাদকের প্রচলন ও ব্যবহার	১০
০২	সারণী-২	এ্যালকোহলের পরিসংখ্যান	১৬
০৩	সারণী-৩	বিয়ারের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান	১৭
০৪	সারণী-৪	প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানীর পরিসংখ্যান	১৮
০৫	সারণী-৫	নারকোটিক্স ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবসটেন্সেস এর আমদানী পরিসংখ্যান	১৯
০৬	সারণী-৬	রিসোর্স সেন্টার	২০
০৭	সারণী-৭	অভিযোগ দাখিলের সদর কার্যালয়ের ঠিকানা	২০
০৮	সারণী-৮	অভিযোগ দাখিলের মাঠ পর্যায়ের ঠিকানা	২১
০৯	সারণী-৯	মহাপরিচালক/অতি: মহাপরিচালক এর ঠিকানা	২১
১০	সারণী-১০	২০০৯-২০১২ সনের মাদক মামলার পরিসংখ্যান	২৩
১১	সারণী-১১	২০০৯-২০১২ পর্যন্ত আটক উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য	২৪
১২	সারণী-১২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ	২৪
১৩	সারণী-১৩	২০১০-২০১২ সময়ের মাদক অপরাধ সংক্রান্ত অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান	২৪
১৪	সারণী-১৪	অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সম্পাদিত রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান	২৫

ক্রমিক	সারণী	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫	সারণী-১৫	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য	২৮
১৬	সারণী-১৬:	চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পদের বিবরণ	৩২
১৭	সারণী-১৭:	চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ঠিকানা	৩৩
১৮	সারণী-১৮	বয়সের শ্রেণীবিভাগ ভিত্তিক রোগীদের পরিসংখ্যান	৩৬
১৯	সারণী-১৯	শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে রোগীদের বিভাজন	৩৭
২০	সারণী-২০	নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে রোগীদের পরিসংখ্যান	৩৮
২১	সারণী-২১	মাদক ব্যবহারের কারণসমূহ	৩৯
২২	সারণী-২২	আসক্ত প্রধান ড্রাগের ভিত্তিতে রোগীদের পরিসংখ্যান	৪০
২৩	সারণী-২৩	মাদক গ্রহণের প্রধান পদ্ধতিসমূহ	৪১
২৪	সারণী-২৪	একই ব্যক্তি এক বা একাধিক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে	৪১
২৫	সারণী-২৫	ভিসিটি কর্মপরিকল্পনা	৪২
২৬	সারণী-২৬	ওএসটি কর্মপরিকল্পনা	৪২
২৭	সারণী-২৭	পথ শিশুদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কর্মপরিকল্পনা	৪৩
২৮	সারণী-২৮	২০১১-১২সনে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নির্বাচিত দেশে আটককৃত ৫টি মাদকদ্রব্য/প্রিকারসর কেমিক্যালস	৪৮

গ্রাফ

ক্রমিক	গ্রাফ	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	গ্রাফ-১	২১-৩০ বৎসর এবং ৩১-৪০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যার বছর ভিত্তিক লেখচিত্র	৩৬
০২	গ্রাফ-২	মাদকাসক্ত রোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার লেখচিত্র	৩৭
০৩	গ্রাফ-৩	পেশার ভিত্তিতে মাদকাসক্ত রোগীদের লেখচিত্র	৩৮
০৪	গ্রাফ-৪	প্রথম মাদক গ্রহণের প্রধান ২টি কারণের তুলনামূলক চিত্র	৩৯
০৫	গ্রাফ-৫	প্রধান তিনটি মাদকের লেখচিত্র	৪০
০৬	গ্রাফ-৬	মাদক গ্রহণের পদ্ধতির লেখচিত্র	৪১

প্রারম্ভিক

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী কর্মকান্ডসমূহকে বাৎসরিক ফ্রেমে বাঁধাই করে প্রকাশ করার নিরলস প্রচেষ্টায় আজকের সম্পাদনাটি তৃতীয় সাফল্য। এর আগে ২০১০ ও ২০১১ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুটি প্রতিবেদন ইংরেজী ভাষায় প্রণীত হয়েছিল যা দেশের অধিকাংশ নাগরিকের জন্য accessible ছিল না। এবার প্রথম বাংলা ভাষায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে এ প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী ভার্সন প্রকাশ করা হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২ প্রকাশিত হওয়ায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে এ অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাসে বাংলাদেশে সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে এবং বাংলাদেশের মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালনকারী অন্যান্য সংস্থা-বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর এর সাথে সুসমন্বয় করে আসছে। নোডাল এজেন্সী হিসেবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, মায়ানমার এর সাথে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক সভা আয়োজন-অংশগ্রহণ করে আসছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা-সার্ক, ইউএনওডিসি-রোসা, কলম্বো প্লান, হনলিয়া, আইএনসিবি এর সাথে নিয়মিত তথ্য বিনিময় ও এর নিয়মিত সভাসমূহে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল বিষয়ের উপর বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ ও একটি গ্রহণযোগ্য স্মারক তুলে দেয়ার প্রেরণা থেকেই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পটভূমি রচিত হয়েছে।

২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের মূল বৈশিষ্ট হলো এখানে বিগত প্রতিবেদন গুলোর তুলনায় এর গুনগত মান ও কলেবর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে। মোট আটটি অধ্যায়, ৩৩টি পরিশিষ্ট ও ২৮টি সারণীতে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিধৃত করা হয়েছে।

একটি নির্ভুল, প্রাঞ্জল ও গ্রহণযোগ্য বার্ষিক প্রতিবেদন সকলের হাতে তুলে দেয়ার যে প্রচেষ্টা আমরা গ্রহণ করেছি তার সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করছে আপনার মতামত, গঠনমূলক পরামর্শের উপর। ভবিষ্যতে আপনার মতামত ও পরামর্শই আমাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা পাঠক সমাদৃত হবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২ রেফারেন্স হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য মর্যাদার আসন লাভ করবে।

মোহাম্মদ ইকবাল
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

Abbreviation

AIDS	Acquired Immune Deficiency and Syndrome
AIIMS	All-India Institute of Medical Sciences
CBT	Computer Based Training
CMS	Client Monitoring System
CP	Colombo Plan
CPDAP	Colombo Plan Drug Advisory Programme
CRCL	Coalition to Restore Coastal Louisiana
CSPB	Child Sensitive Protection of Bangladesh
CTC	Central Treatment Centre
DAP	Drug Advisory Programme
DIC	Drop in Centre
DNC	Department of Narcotics Control
FHI	Family Health International
HIV	Human Immuno Deficiency Virus
ICDDR'B	International Central for Diarrhoeal Diseases Research Bangladesh
INCB	International Narcotics Control Board
MMT	Methadone Maintenance Treatment
MOU	Memorandum of Understanding
NACEN	National Academy of Customs, Excise and Narcotics
NASP	National AIDS and STD Programme
NDDTC	National Drug Dependence Treatment Centre
NESS	National E- Services System
ODIC	Outreach Drop in Centre
ODS	Oral Drugs Substitution
OST	Oral Substitute Therapy
PBS	Performance Based Evaluation System
PPDM	Project Planning Development and Management
PPNB	Pre-Pottery Neolithic B
ROSA	Regional Office for South-Asia
SAARC	South Asian Association of Regional Co-operation
SDOMD	SAARC Drug Offence Monitoring Desk
STD	Sexually transmitted diseases
STOMD	SAARC Terrorist Offence Monitoring Desk
UNESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
VCT	Voluntary Counselling & Testing

অধ্যায় - ১: একনজরে বাংলাদেশে মাদক পরিস্থিতি

১। মাদকের চাহিদার প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাদক ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মাদক উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক বলয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট-পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান; দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত গোল্ডেন ট্রায়াংগেল-থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওস যেখানে আফিম(পপি গাছ) উৎপাদিত হয়। এই বৃহৎ দুই মাদক বলয়ের কারণে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে এখানে মাদক ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মাদক সমস্যা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ তিন দিক দিয়ে ভারতের সাথে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিয়ানমারের সাথে প্রায় আড়াই শ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থল সীমান্ত আরও একটি ভৌগোলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ইন্টারনেট ও আইটি এর ব্যাপক উন্নতি ও ব্যবহার, সামাজিক সচেতনতার অভাব ইত্যাদিকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মাদক সমস্যাকে মোকাবেলা করতে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসারসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।

২। বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারের গতি প্রকৃতি

বাংলাদেশে সময় ও ক্ষেত্রভেদে মাদকের চাহিদা ও সরবরাহ পরিবর্তিত হয়। চাহিদা বাড়ার ফলে সরবরাহ বেড়ে যায়। মাদক ব্যবহারের ধরনও অনেক সময় পরিবর্তন হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ দেশে গাঁজা, অপিয়াম, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হতো। ১৯৮৪ পরবর্তী সময়ে মৃতসঞ্জীবনী সূরা যোগ হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে হেরোইন, ফেনসিডিল, ২০০০ সালে ইনজেকটিং ড্রাগ, ২০০৫ সালে ইয়াবা এবং ২০০৮ পরবর্তী সময়ে গ্লু-স্নিফিং এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

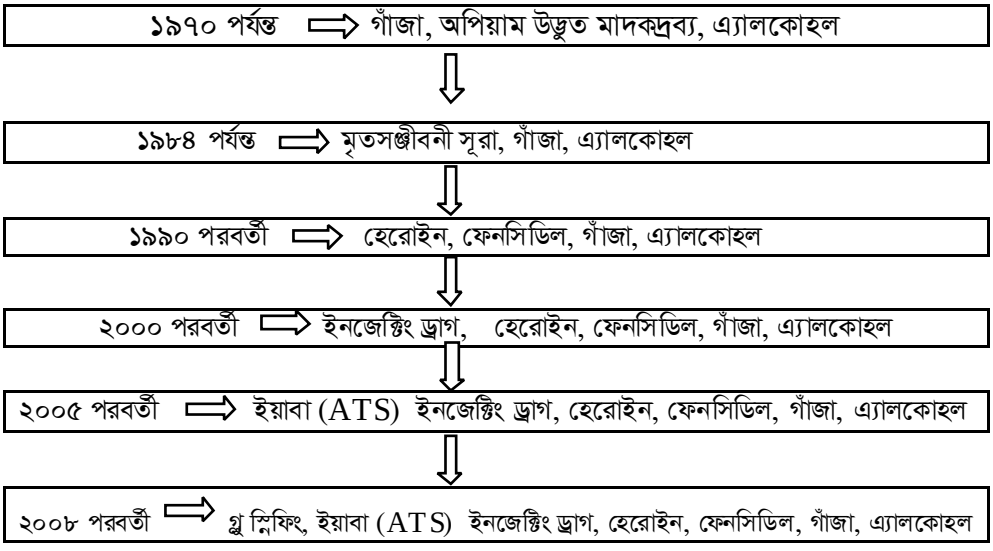

সারণী ১: বাংলাদেশে মাদকের প্রচলন ও ব্যবহার

৩। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সার্বজনীন কৌশল

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে দেশে দেশে অনুসৃত তিনটি সার্বজনীন কৌশল, যথাঃ সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস ও ক্ষতি হ্রাস। বাংলাদেশেও কৌশলগুলো বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

৪। মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে আইনগত ভিত্তি

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ নং আর্টিকেল যেখানে রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে চিকিৎসা ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ভেষজ ও মাদক পানীয় এর ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(২) জাতিসংঘের ১৯৬১ সালের সিঙ্গেল কনভেনশনের ১৭ নং আর্টিকেলের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তর্জাতিক কনভেনশনের এই মূলনীতি অনুসারে এ অধিদপ্তরের সার্বিক দায়িত্বে সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় মাদকের চাহিদা হ্রাস তথা মাদক নিরোধ শিক্ষা, মাদক বিরোধী প্রচারণা, সামাজিক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ, সরবরাহ হ্রাস তথা মাদকের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ ও যাবতীয় দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতি হ্রাস তথা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ মাদক বিরোধী যাবতীয় কাজ এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাদকের বৈধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) জাতিসংঘের ১৯৭১ সালের সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস বিষয়ক কনভেনশনের ৬ নং আর্টিকেল অনুসারে যাবতীয় ঔষধ জাতীয় মাদকের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশাসন হিসেবে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এ কনভেনশনের যাবতীয় মূলনীতি দেশে বাস্তবায়ন করছে।

(৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা, নির্দেশাবলী, পদ্ধতি এবং এ আইনের ধারা ৫৬(ঘ) অনুসারে সংরক্ষিত আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল ও নির্বাহী আদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ আইনের ধারা ৮ এর বিধান অনুসারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রশাসক সংস্থা এবং জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে।

অধ্যায় - ২: ভিশন, মিশন, সিটিজেন চার্টার ও সাংগঠনিক কাঠামো

১। **ভিশন:** মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

২। **মিশন:** দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ, ঔষধ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য বৈধ মাদকের শুল্ক আদায় সাপেক্ষে আমদানি, পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৩। **সিটিজেন চার্টার:** জনগণকে দেয় সেবা **পরিশিষ্ট - ১** এ দেখা যেতে পারে।

৪। **সাংগঠনিক কাঠামো: জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর**

মাদক বিষয়ক ৩টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন, সার্ক কনভেনশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর মূলনীতি অনুসারে দেশে মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ কাজে সরকারের ১১টি মন্ত্রণালয় জড়িত। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা এবং এর সকল সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার বাস্তবায়নের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উক্ত বোর্ডের সচিবলায় হিসেবে কাজ করে। অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ডের সদস্য সচিব। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য **পরিশিষ্ট - ২** এ দেখা যেতে পারে।

৫। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

১১টি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও দুজন সচিব এবং সমাজের ৫ নেতৃস্থানীয় অংশের ৫জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কমিটি **পরিশিষ্ট - ৩** এ দেখা যেতে পারে। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

(ক) মাদকদ্রব্যের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

(খ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন;

(গ) মাদকদ্রব্য সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হ্রাস;

(ঘ) মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস তথা নিরোধ শিক্ষা, গণসচেতনতা, প্রচারণা এবং মাদকবিরোধী সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রমের মূল্যায়ণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

৬। দ্বাদশ বোর্ড সভা

০১/০১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর দ্বাদশ সভায় উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে:

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো তৎপরতা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে সমন্বিত মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা; (২) মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম জোরদারকরণ; (৩) বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ; (৪) মাদকপ্রবণ এলাকাসমূহে বিশেষ ব্যবস্থায় অভিযোগ বক্স স্থাপন; (৫) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে মাদকবিরোধী প্রচারণা জোরদারকরণ; (৬) নতুন ধরণের মাদক হিসেবে পরিচিতি পাওয়া শিশার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বোর্ডের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ এবং (৭) প্রতিটি জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন।

৭। বোর্ড তহবিলের হিসাব

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর আওতায় মাদক বিরোধী প্রচার প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পূনর্বাসন কার্যক্রমের সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ২০০১ সালে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থ ব্যয়) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালার আওতায় জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে সরকারি অনুদান, বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুদান, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, মাদক অপরাধ দমন অভিযানকালে উদ্ধারকৃত মাদকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই বোর্ড তহবিলে জমা হতে পারে। ২০১২ সালের শুরুতে বোর্ড তহবিলের স্থিতি ছিল ১৯,১২,৮৮৯.৬৯ টাকা। সারা বছরে অর্জন ৭,৬৪,৫৪৩/- টাকা এবং সারা বছরের খরচ ২,৩৬,২৬৮.২৫ টাকা বাদ দিয়ে বছরের শেষে স্থিতি ২৪,৪০,১৬৪.৪৪ টাকা। বিস্তারিত বিবরণী **পরিশিষ্ট - ৪** এ উপস্থাপিত হল।

অধ্যায় - ৩: প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও অর্থ

১। অধিদপ্তরের জনবল

প্রশাসনিকভাবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অঙ্গসংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ১২৭৪ জন জনবল নিয়ে এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ০৯ টি পদ বৃদ্ধি করে অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ১২৮৩। প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, অর্থ ও হিসাব, অপারেশনস, ট্রাফিকিং ও ইন্টেলিজেন্স, নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশণা ও বৈদেশিক বিষয় এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন মিলিয়ে ০৪টি অধিশাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অধিদপ্তরের ০৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ০৪টি গোয়েন্দা অঞ্চল, ২৫টি উপ-আঞ্চলিক অফিস এবং ১০৮টি সার্কেলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে (**পরিশিষ্ট-৫**)। মাদকের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ঢাকাতে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার অবস্থিত। আদালতের মামলা পরিচালনার জন্য ২৫টি উপ-অঞ্চলে মোট ২৫টি প্রসিকিউশন ইউনিট বিদ্যমান। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ৩টি আঞ্চলিক নিরাময়ের কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিদপ্তরের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়া ০৫টি ডিষ্টিলারী, ০১টি ব্রিউয়ারী ও ১৩টি পণ্যাগারের মাধ্যমে অধিদপ্তর এ্যালকোহল, বিয়ার প্রভৃতি মাদকদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন, ব্যবহার ও এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিগত ২৩ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এ অধিদপ্তর সব সময় গড়পড়তা তিন ভাগের দুই অংশ জনবল নিয়ে কার্যক্রম নির্বাহ করে আসছে। ২০১২ সালে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ০৬ জন সহকারী পরিচালক নতুন নিয়োগ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ২২৫ জন কর্মচারীর নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন[১]। এই সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত পরিচালক পদে ০১ জন, উপ পরিচালক পদে ১৮ জন এবং প্রোগ্রামার পদে ০১ জনসহ মোট ২০ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ

অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ ও দেশে বিদেশে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাদক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে ইন-হাউজ ও অন-দি-জব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। অভ্যন্তরীণ এ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জাতিসংঘের UNODC দক্ষিণ এশিয়া কার্যালয়, UNESCAP প্রভৃতি সংস্থা, দেশে বিদেশে আয়োজিত মাদক বিষয়ক কর্মসূচিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বিগত কয়েক বছর ধরে নিকটতম বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র ভারতও (NACEN, AIIMS) এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১২ সালে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী যথাক্রমে **পরিশিষ্ট-৬** ও **পরিশিষ্ট-৭** এ দেখা যেতে পারে।

৩। অবসর গ্রহণ

অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ২ বছর বাড়িয়ে ৫৯ করাতে ২০১২ সালে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের সংখ্যা কম। এ বছর একজন সহকারী পরিচালক ও দুই জন তত্ত্বাবধায়কসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন (**পরিশিষ্ট-৮**)।

[১] এ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় ১৮৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪। রাজস্ব আয়

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৫,৩৯,২৫,০০০/- টাকা হলেও প্রকৃত আয় হয়েছে ৬৫,৮০,২২,৫৮৩/- টাকা (**পরিশিষ্ট-৯**), যা সম্ভাব্য রাজস্বের ১০০.৬৩% ।

৫। বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণী

জনসংখ্যা ও কর্মপরিসরের অনুপাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল। অধিদপ্তর একটি রাজস্ব আয়কারী সংস্থা না হলেও অপরাধ দমন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রমে এখানে যে আয় হয় তার তুলনায় বাজেট বরাদ্দ কমবেশী এক তৃতীয়াংশ। বর্তমান বছরসহ বিগত বছরগুলিতে অধিদপ্তরের বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণী **পরিশিষ্ট-১০ ও পরিশিষ্ট-১১** এ দেখা যেতে পারে। বিবরণীগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ অধিদপ্তরের বাজেটের সিংহ ভাগই খরচ হয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আনুসাংগিক কাজে যে, বরাদ্দ দেয়া হয় তা জাতীয় বাজেটের ০.০০২৩ ভাগ মাত্র।

৬। অডিট আপত্তি

প্রাক্তন নারকোটিক্স এন্ড লিকার পরিদপ্তরের ৪৬৮টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিয়ে এ অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে বিগত ২৩ বছরে মোট ১৪৭২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২০১২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ৯০৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ২০১২ সালে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা ১১৬ টি। যার আর্থিক সংশ্লেষ মোট ৩৫,২৬,২৬,৪৮০.৬৭ টাকা।

৭। যানবাহন , সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

অধিদপ্তরের অপরাধ দমন, নিরোধ শিক্ষা, মাদক বিরোধী প্রচার প্রচারণা, সামাজিক সচেতনতার বিকাশ এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে যানবাহনের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অধিদপ্তর যানবাহন সংকটে ভুগছে। মঞ্জুরীকৃত মোট ৫০ টি যানবাহন মূলতঃ প্রধান কার্যালয়, অঞ্চল এবং উপ-অঞ্চলের কাজে বরাদ্দ করা আছে। উপ-অঞ্চলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত যানবাহন মোট ২৪টি জীপ ও পিকআপ সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ১০৮টি সার্কেল অফিসে অপরাধ দমন কাজে ব্যবহৃত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত নগন্য। বর্তমানে সচল ৪১টি যানবাহনের মধ্যে বিগত ০৫ বছরে ক্রয়কৃত ০৭ টি জীপ এবং ০৫টি পিকআপ ছাড়া অধিকাংশই ২২ বছরের পুরাতন। মাদক বিরোধী কার্যক্রমে সাধারণভাবে চার ধরনের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যথাঃ-

(১) অফিসের প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য;

(২) মাদক অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম;

(৩) নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রচার ও প্রচারণামূলক সাজসরঞ্জাম;

(৪) চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজে ব্যবহার্য সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি।

২০১২ সালে ক্রয়কৃত সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতির পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-১২** এ দেখা যেতে পারে।

৮। লাইসেন্স ও পারমিট

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক চাহিদা হ্রাস কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম উপযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান। এর আওতায় ঔষধ প্রস্তুত, চিকিৎসা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লাইসেন্স, পারমিটের মাধ্যমে চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানী, রফতানি, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ,গুদামজাতকরণ, বহন, পরিবহন, ব্যবহার, প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর আওতায় মাদক সংক্রান্ত কার্যক্রম কোথায়, কে, কিভাবে, কখন, কি পরিমাণ, নির্বাহ করবে তা সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান ও শর্তাবলীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা হয়। বিগত তিন বছরে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্সের পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-১৩** এ দেখা যেতে পারে।

পরিসংখ্যানটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১২ পর্যন্ত ১০৯টি বিদেশী/বিলাতী মদের ক্লাব ও বার লাইসেন্স, ৩৮টি বিদেশী/বিলাতী মদের পাইকারী ও খুচরা লাইসেন্স, ২৪৯টি রেকটিফাইট স্পিরিট লাইসেন্স, ৩৩৯৮টি ডিনেচার্ড স্পিরিট লাইসেন্স, ৭৬৩টি নারকটিক ড্রাগস লাইসেন্স, ১৬৪টি সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স লাইসেন্স এবং ২৯১টি প্রিকারসর কেমিক্যালস লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যু করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশী মদ ও বিদেশী/বিলাতী মদ পান করার জন্য পারমিট (**পরিশিষ্ট-১৪**) ইস্যু করা হয়ে থাকে।

৯। ডিস্টিলারী, ব্রিউয়ারী ও ওয়ার হাউজ

বাংলাদেশে মদ্য পান সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রচলিত আইন ও কোন কোন জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য/নিয়ম অনুযায়ী স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক, বিদেশী পর্যটক, কূটনীতিক এবং কার্যসূত্রে এ দেশে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকদের চাহিদা পূরণের জন্য দেশী বিদেশী মদের প্রচলন রয়েছে। আভ্যন্তরীণ মদের চাহিদা পূরণের জন্য কেরু এন্ড কোং দেশী ও বিলাতী মদ প্রস্তুত করে থাকে এবং ক্রাউন বেভারেজ বিয়ার উৎপাদন করে থাকে। চুয়াডাংগা জেলায় অবস্থিত কেরু এন্ড কোং এর উৎপাদিত দেশী মদ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীমংগল, কুমিল্লা, খুলনা, যশোর, বরিশাল, দর্শনা, পাবনা, শান্তাহার, ও পার্বতীপুরে অবস্থিত দেশী মদের পণ্যাগারসমূহের মাধ্যমে দেশের ২১৬ টি দেশী মদের ভেন্ডারকে সরবরাহ করা হয় এবং সেখান থেকে দেশী মদের পারমিটধারীগণ তাদের পারমিটের বিপরীতে সেবনের জন্য তা ক্রয় করে থাকে। একইভাবে বিলাতী মদের অফ ও অন লাইসেন্স এবং বার, রেস্টুরেন্ট ও ক্লাবের লাইসেন্স এর মাধ্যমে পারমিটধারী ব্যক্তিদের সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ সুবিধাভোগী কাস্টম পাস বইধারী, বিদেশী নাগরিকগণ শুল্কমুক্ত বন্ডেড পণ্যাগার থেকে তাদের পানযোগ্য মদের সরবরাহ নিয়ে থাকেন। কেরু এন্ড কোং ছাড়াও আরও ০৪টি বেসরকারি ডিস্টিলারী বাংলাদেশে ঔষধ উৎপাদন, চিকিৎসা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে ব্যবহার্য এ্যালকোহল, রেকটিফাইট স্পিরিট ও ডিনেচার্ড স্পিরিট উৎপাদন করে থাকেন। নিম্নে ০২টি সারণীতে কেরু এন্ড কোং এর ১৩টি পণ্যাগার, বিভিন্ন ডিস্টিলারী, ব্রিউয়ারী, বন্ডেড পণ্যাগার এবং বিগত ২০০৯ সন থেকে দেশী মদ, বিলাতী মদ, এ্যাবসলিউট এ্যালকোহল, রেকটিফাইট স্পিরিট ও ডিনেচার্ড স্পিরিট এর লাইসেন্সের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করা হলো:

লিটার (লি:)/প্রুফ লিটার (প্রু: লি:)

সন	এ্যাবসলিউট এ্যালঃ (প্রু:লি:)	আর/এস (প্রু:লি:)	ডি/এস (লি:)	সি/এস (প্রু:লি:)	এফ/এল (প্রু:লি:)
২০০৯-১০	১১৫৩.৭১	২২৫৬৬০.৪৮	১৪৯৪৫৩১.৯৪	৩২৮০১৮২.৭৫	৬৫১৬৬০.২৩
২০১০-১১ (মে/১১)	১৪৮৮.২৩	১৮২৭৫৩.৩৬	১২১৬১৪৬.৩৯	২৭৯৬৭৯৪.১২	৫৩১৫২০.৬৪

সারণী ২: এ্যালকোহলের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	উৎপাদন(ক্যান)	বিক্রয়(ক্যান)	রাজস্বের পরিমাণ
২০১০-১১ সেপ্টেম্বর-জুন/১০	২২,৪০,০৪০	১১,৫৩,৫৩৬	১,১০,১৬,২৬৮.০০
জুলাই/১০-জুন/১১	১৫,৬০,৯৬০	১৩,৯৭,৭৬০	১,৪৯,০৭,১৬৮.০০
জুলাই/১১-মে/১২	১৪,৮২,১৯২	১৪,৮২,১৯২	১,৪১,৫৪,৯৩৬.০০

সারণী ৩: বিয়ারের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

পরিসংখ্যানগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশে দেশী মদ ও বিদেশী/বিলাতী মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও ডিনেচার্ড স্পিরিট এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ডিনেচার্ড স্পিরিট এর উৎপাদন হ্রাস আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো এই যে, ডিনেচার্ড স্পিরিট ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র কাঠের আসবাবপত্রের পরিসর ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে। বাসগৃহ, অফিস, কলকারখানা ও বাণিজ্যিক ভবনে জানালা, দরজা ও আসবাবপত্র নির্মাণে আজকাল কাঠের বদলে কাঁচ, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক ও স্টিলের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সব ক্ষেত্রে পালিশ বা বার্নিশ এর কোন প্রয়োজন না থাকায় ডিনেচার্ড স্পিরিট এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমছে।

১০। ২০১২ সনের বার লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১১ ধারা এবং একই আইনের ৫৬ ধারা মোতাবেক দেশে বার লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ১১২টি বার রয়েছে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ১৯৯৭ সন থেকে দেশী মদের দোকান ও ফরেন লিকারের অফ লাইসেন্স প্রদান বন্ধ আছে। কিন্তু হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্লাবকে বার লাইসেন্স (বিলাতি মদের অন লাইসেন্স, বিমানবন্দর, সমুদ্র ও স্থলবন্দরের ডিউটি ফ্রি শপ এ অফ লাইসেন্স) প্রদান অব্যাহত আছে। বিয়ার উৎপাদনের জন্য ব্রিউয়ারী লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও পর্যটকদের সুবিধা বিবেচনায় এ ধরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে।

১১। প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানী বিপণন ও ব্যবহার

১৯৮৮ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আওতাভূক্ত ২৩টি প্রিকারসর কেমিক্যালস এর মধ্যে ২২টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতাভূক্ত। এর মধ্যে ০৯টি প্রিকারসর কেমিক্যালস(যথাঃ টলুইন, এফিড্রিন, সিউডোএফিড্রিন, এসিটিক এ্যানহাইড্রাইড, এসিটোন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, মিথাইল ইথাইল কিটোন, পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট) বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রিকারসর কেমিক্যালস ব্যবহারকারী বড় বড় শিল্প কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রদত্ত লাইসেন্স এর আওতায় সরাসরি বিদেশ থেকে প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানী করে থাকে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে প্রিকারসর কেমিক্যালস ক্রয় করে থাকে। এর জন্য প্রিকারসর কেমিক্যালস ব্যবহারকারী শিল্প-কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে পাইকারীভাবে স্থানীয় বাজারে এবং ব্যবহারকারীদের কাছে সরবরাহের জন্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ যেহেতু মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয় এবং এখানে এখন পর্যন্ত মাদক উৎপাদনের জন্য কোন গোপন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেহেতু বাংলাদেশে প্রিকারসর কেমিক্যালস এর অপব্যবহার বা ডাইভারশান নেই বললেই চলে। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার অবাধ প্রবাহের কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবেশী দেশসমূহে প্রিকারসর কেমিক্যালস এর চোরাচালান সম্ভবনাকে একবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিগত সময়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সিউডো এফিড্রিন খোয়া

যাওয়া এবং বিদেশে পাচারকালে বিপুল পরিমান কিটামিন এর চালান আটক হওয়া এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিতবাহী। তবে আশার কথা এই যে, গত ৩/৪ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রিকারসরের (সিউডো এফিড্রিন) দুই একটি চালান বিদেশে ধরা পড়লেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এর কোন অপব্যবহার নজরে পড়ে না। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশে বিগত ০৩ বছর ধরে প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

কেমিক্যালস এর নাম	২০১০	২০১১	২০১২
এসিটিক এনহাইড্রাইড	৬০৫.৯৭০ মেঃটন	৯৫৮.৭৭০ মেঃটন	৮৮৯.১৪০ মেঃ টন
এসিটোন	৭৯৭.২৬০ মেঃটন	৮৭৬.৭২০ মেঃ টন	৯৫৪.৫০০ মেঃ টন
এফিড্রিন	.....	.....	...
ইথাইল ইথার	১৫০ লিটার	....	...
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩৭৩.২৯৭ মেঃটন, ১২৭০১০ লিটার	৫৭০.৪৯০ মেঃটন	৩৯১.৫৭৩ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারমাংগানেট	২৭৬.৫০০ মেঃটন	৩০০.০০ মেঃ টন	২৩৩.৫০০ মেঃ টন
সিউডো এফ্রিডিন	১৪,৯৫৫ কেজি	১৬,৬৮৫ কেজি	৬৫২০.০০ কেজি
টলুইন	২৪১৯.২৯৭ মেঃটন	১৯৮২.৮৭০ মেঃটন	২০৪৬.৫০০ মেঃ টন

সারণী ৪: প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানীর পরিসংখ্যান

১২। নারকটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সের এর বরাদ্দ ও ব্যবহার

বাংলাদেশে ২২ প্রকার নারকটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স এর আমদানী, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও ব্যবহার প্রচলিত আছে। এসব নারকটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স এর ব্যবহার মূলত ঔষধ শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অতীতে নারকটিক ড্রাগস এর মধ্যে নেশার ক্ষেত্রে পেথিডিন এর সীমিত পরিমান অপব্যবহার থাকলেও বর্তমানে তা প্রায় শূণ্যের কোঠায়। পেথিডিন এর অপব্যবহারের জায়গাটি বুপ্রেনরফিন এবং ন্যালবুফিন দখল করে নিয়েছে। বুপ্রেনরফিন মুলতঃ বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে একটি নিয়ন্ত্রিত ঔষধ হিসেবে ভারতে তৈরী হলেও বাংলাদেশের নেশার জগতে এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে দেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত পথে চোরাচালানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে। ফেনটানিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নারকটিক জাতীয় মাদক হলেও এর ব্যবহার এখনও ক্যান্সার বা এ জাতীয় রোগের তীব্র ব্যাথানাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। নেশার জগতে এর কোন অপব্যবহারের কথা এখন পর্যন্ত শোনা যায় না।

ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত সাইকোট্রপিক সাবসটেন্সগুলির মধ্যে প্রধান হল ফেনোবারবিটাল, ডায়াজিপাম, ক্লোবাজাম ,ব্রোমাজিপাম, নাইট্রাজিপাম ইত্যাদি। বিগত ০৫ বছর ধরে INCB কর্তৃক বাংলাদেশের অনুকূলে বরাদ্দকৃত এবং আমদানীকৃত সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স এর একটি পরিসংখ্যান নিম্ন সারণীতে উপস্থাপন করা হলো:

মাদকদ্রব্যের নাম	বাৎসরিক বরাদ্দ (গ্রাম)	২০১০	২০১১	২০১২
ডেক্সট্রোপ্রোপ্রক্সিফেন	৪৫০ ০০০	২০০১	...	...
ফেন্টানিল	৮০০	১২৫.০৫	৫০২.৯০	২৫.০০

মাদকদ্রব্যের নাম	বাৎসরিক বরাদ্দ (গ্রাম)	২০১০	২০১১	২০১২
মেথাডন	১৫০০০০০	৪৬০০	...	...
মরফিন	১০০০০০	৫০০০	...	১০০০০
পেথিডিন	৪২০০০০	৩০ ০০০	১০০ ০০০	১৪৫ ০০০
ফলকোডিন	৩০০০০০	...	...	...
এফিড্রিন	৩৬৮০০০	...	১০ ০০০	...
সিউডোএফিড্রিন	৪৯০২১০০০	১৪৯৫৫ ০০০	১৬৬৮৫ ০০০	৬৫২০ ০০০
আলপ্রাজোলাম	৩০০ ০০০	২৫ ০০০	৩৯ ০০০	৫ ০০০
বারবিটাল	২০০ ০০০	...	...	...
ব্রোমাজিপাম	১২০০ ০০০	৪১০ ০০০	৩৫২ ০০০	৫৪৪ ০০০
ক্লোবাজাম	১৫০০ ০০০	২৮৭ ০০০	৪৫২ ০০০	৩১০ ০০০
ক্লোনাজিপাম	৮০০ ০০০	১৪০ ০০০	২৯৯ ০০০	২২৫ ৮০০
ডায়াজিপাম	৩০০০ ০০০	১২১০ ০০০	৫৮৫ ০০০	১৬৪৮ ৬৬০
ফ্লুরাজিপাম	৩০০ ০০০	৩০ ০০০	৬৬ ০০০	১৬০ ০০০
লোরাজিপাম	৬০০ ০০০	...	৫ ০০০	...
মিডাজোলাম	১০০০ ০০০	১১৫ ৩৭৭	১৪৭ ০০০	২১৪ ৮০০
নাইট্রাজিপাম	১০০০ ০০০	১৫০ ০০০	৩৬০ ০০০	২৭০ ০০০
অক্সাজিপাম	১০০ ০০০	২০ ০০০	...	...
ফেনোবারবিটাল	৫০০০ ০০০	১৩৯০ ০০০	৫৬০ ০০০	৯৭ ০০০
পেনটোবারবিটাল	১ ০০০	...	...	...
জলপিডেম	১০০ ০০০	১৫ ০০০	১৫ ০০০	...
জেপিক্লোন	...	...	...	৫ ০০০

সারণী ৫: নারকোটিক্স ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস এর আমদানির পরিসংখ্যান

উক্ত সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে অধিক পরিমান বরাদ্দকৃত সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স ফেনোবারবিটাল এবং সব চেয়ে কম পেনটোবারবিটাল। বিগত প্রায় দুই দশক ধরে ধীরে ধীরে দেশের ঔষধ শিল্পে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ইউরোপ,আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার বহু দেশে বাংলাদেশের তৈরী ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে এবং এরূপ রপ্তানির হার ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্স এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুযোগের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং নানাবিধ পরিবেশ দূষণ হেতু রোগব্যাধির ক্রমবিস্তার ঔষধ শিল্পের বিকাশ এবং তৎসূত্রে সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্স এর চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

১৩। রিসোর্স সেন্টার

অধিদপ্তরের একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এতে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রায় ৪০০০ প্রকাশনা রয়েছে। তাছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাদক সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা গবেষণার কাজে এ রিসোর্স সেন্টার ব্যবহার করতে পারেন। রিসোর্স সেন্টারের ঠিকানা ঃ

রিসোর্স সেন্টার	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	যে সময় ব্যবহার করা যাবে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮।	লাইব্রেরিয়ান	অফিস চলাকালীন যে কোন সময়

সারণী ৬ঃ রিসোর্স সেন্টার

১৪। অভিযোগ

১) লাইসেন্স, পারমিট, চিকিৎসা সেবা ও রিসোর্স সেন্টার ব্যবহার সংক্রান্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে বা কোন প্রকার তথ্য জানার প্রয়োজন হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/অফিসে যোগাযোগ করা যাবে-

ক) উপ-আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়

খ) উল্লিখিত অফিস বা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিকার পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/অফিসে যোগাযোগ করা যাবে বা প্রতিকার চাওয়া যাবে-

কর্মকর্তা/অফিস	ফোন নম্বর	বিষয়
পরিচালক (অপারেশনস্) ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	৮৮৭০০১২ ৮৮৭০০১৩	মাদক বিরোধী অভিযান, কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা
পরিচালক (প্রশাসন) ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	৮৮৭০০১৬	লাইসেন্স, পারমিট প্রদান, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশাসন সংক্রান্ত
পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	৮৮৭০০৪০	মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র সংক্রান্ত
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	৮৮৭০০১৪	মাদক সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা, মাদক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত এনজিও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।

সারণী ৭ঃ অভিযোগ দাখিলের সদর কার্যালয়ের ঠিকানা

২) মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার, পাচার, পরিবহন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সকল গোপনীয় তথ্য নিম্নবর্ণিত অফিস/কর্মকর্তা বরাবরে প্রদান করে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনগণ সহযোগিতা করতে পারবেন-

কর্মকর্তা/অফিস	ঠিকানা	ফোন নম্বর
অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)	৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।	৮৩১৯২১৮
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।	৮৩৯১৭৪৪/৮৩৯১৭৪৩
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	কর্ণফুলি মার্কেট, রিয়াজ বিল্ডিং, ৪ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম।	০৩১-৭১৮২০০
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৪০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।	০৪১-৭৩৩২০৮
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	২২৩/২, উপ-শহর, রাজশাহী	০৭২১-৭৬১৯৬০

সারণী ৮: অভিযোগ দাখিলের মাঠপর্যায়ের ঠিকানা

৩) বর্ণিত সকল বিষয়ে যে কোন তথ্য জানার জন্য বা অভিযোগ দাখিলের/প্রতিকারের জন্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও মহাপরিচালক বরাবরে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে-

কর্মকর্তা/অফিস	ফোন/মোবাইল/ফ্যাক্স/ই-মেইল নম্বর
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	ফোন- ৮৮৭০০১১; মোবাইল-০১৭১৪-১৩১৪১৬; ফ্যাক্স-৮৮০২-৮৮৭০০১০; ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	ফোন- ৮৮৭০০১৫

সারণী ৯: মহাপরিচালক/অতিঃ মহাপরিচালক এর ঠিকানা

অধ্যায় ৪: অপারেশনস অধিশাখার কার্যক্রম

১। সূচনা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূলত: তিনটি দৃষ্টিকোণ[২] থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাদকের সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction), যা অপারেশনস অধিশাখার সকল কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। মাদক সম্পর্কিত অপরাধ দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ, তথ্যানুসন্ধান, গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিদর্শন, তদন্ত প্রভৃতি কর্মে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ এ অধিশাখা গ্রহণ করে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের অন্যান্য সংস্থা/বাহিনী যথাঃ বাংলাদেশ পুলিশ (www.police.gov.bd), র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (www.rab.gov.bd), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (www.bgb.gov.bd), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড (www.coastguard.gov.bd), বাংলাদেশ কাস্টমস (www.nbr.gov.bd) এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ এর সাথে যৌথভাবে মাদক অপরাধ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এর অন্যতম কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

ক. মাদক অপরাধ দমন, তথ্যানুসন্ধান, গোয়েন্দা কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ;

খ. আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের সকল সংস্থা ও সংগঠন সমূহের সহযোগিতায় দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা;

গ. অধিদপ্তর কর্তৃক রুজুকৃত মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় ফৌজদারী মামলার তদন্ত, বিচার, আপীল, রিভিশন পরিচালনা;

ঘ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;

ঙ. মাদক মামলায় জব্দকৃত মালামালের নিস্পত্তি;

চ. মাদক উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ;

ছ. মাদক অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান;

জ. অপরাধ দমন, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, অপরাধীর সাজা প্রদান ইত্যাদির ব্যাপারে উপযুক্ত পরিসংখ্যান তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণ;

ঝ. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল মাদক পাচার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা।

২। অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযোজ্য আইন-বিধি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা ঃ

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০
২. দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০
৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৪. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৫. মানিলন্ডারিং আইন, ২০০২

[২] ১.চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction), ২.সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) ও ৩.ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)।

৬. পুলিশ রেগুলেশনস, পিআরবি, ১৯৪৩
৭. বিজিবি আইন, ২০১০
৮. কোস্টগার্ড আইন, ১৯৯৫
৯. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯
১০. প্রহিবিশন রুলস, ১৯৫০
১১. ১৯৪৭ এর পূর্বে প্রণীত এক্সাইজ, ডেনজারাস ড্রাগস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রুলস ও ম্যানুয়াল (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে)

৩। সাংগঠনিক কাঠামো/অধিক্ষেত্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অঞ্চল, উপ-অঞ্চল এবং সার্কেল কার্যালয় মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল কার্যালয়ে মাদক বিরোধী অপারেশনস ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য অধিদপ্তরের জনবল **পরিশিষ্ট ১৫** এ দেখা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৫০৬ জন নিরস্ত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা-কর্মচারী মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত আছেন। প্রায় প্রতি ৩,১৬,৫০০ জন মানুষের বিপরীতে ১ জন নিরস্ত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। উল্লেখ্য, এই রিপোর্ট প্রকাশের সময় জুন ২০১৩ সনে উক্ত মাঠ পর্যায়ে ৩৬৬ টি শুন্য পদের মধ্যে ৫ জন সহকারী পরিচালককে প্রশিক্ষণ শেষে এবং নবনিযুক্ত ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদের ১৩৮ টি, ৪র্থ শ্রেণীর ১৩ টি সহ সর্বমোট ১৫৬ জন কে বিভিন্ন উপ-অঞ্চলে পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে শুন্য পদের সংখ্যা (৩৬৬-১৫৬) ২১০টি।

৪। মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রম

২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত মেয়াদে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক মামলা, ধৃত আসামী, আটককৃত উল্লেখযোগ্য ৬টি মাদকদ্রব্যের বিবরণ এবং মোবাইল কোর্টের বিবরণ নিম্নের সারণী-১০ থেকে সারণী-১৪ এ দেখানো হলো:

বছর	সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা		মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী
১	২	৩	৪	৫
২০০৯	২৭৪৪১	৩৪৩১৫	৭৭৬৪	৭৯৬৬
২০১০	২৯৬৬২	৩৭৫০৮	৮০১৯	৮২৮৩
২০১১	৩৭৩৯৫	৪৭৪০৩	৮৭৪৯	৯৩৩৬
২০১২	৪৩৭১৭	৫৪১০০	১০০১৪	১১০৪০

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

সারণী-১০: ২০০৯-২০১২ সনের মাদক মামলার পরিসংখ্যান

বছর	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)		হেরোইন (কেজি)		বিদেশী মদ (বোতল)		গাঁজা(কেজি)/ গাঁজা গাছ (টি)		ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল		মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি	
	সকল সংস্থা	মানিঅ	সকল সংস্থা	মানিঅ	সকল সংস্থা	মানিঅ	সকল সংস্থা	মানিঅ	সকল সংস্থা	মানিঅ	সকল সংস্থা	মানিঅ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০০৯	১১১৭৩৫৪	৬০০৩৯	১৫৯.৭৮৩	২১.১৮৯	৩২৯৭০	৪৭৪৭	৩২৯৫৫ ৭৯১	২১০১	৮৯৪৬৯	১৮৬০০	১২৯৬৪৪	৪০৫১
২০১০	৯৬১২৬০	৪৭৩০১	১৮৮.১৮৬	১৯	১৬৫২৭	৩১৫২	৪৮৭৪৯ ১৭৬০	৩৬৭৩	৬৯১৫৮	২৩৪৫৭	৮১২৭১৬	১৪৪৫৮
২০১১	৯৩৪০১৩	৩০৪২২	১০৭.৪৪৯	৮.০৯২	১৮৩০১৫	৬০৭৭	৫৪২৪৪ ৭৫৮	৪৫১৮	১৪৩০৩৭	১২৭৬২	১০৭৬১২৫	৭৫৮৫৭
২০১২	১২৯১০৭৮	৫০২৬৮	১২৪.৯২	১১.০৩৪	১৪৯০৪৯	৩৪২৮	৩৮৭০২ ৪৮৫	২২৩৭	১৫৭৯৯৫	১৯০৭৩	১৯৫১৩৯২	১২৪৩২০
মোট:	৪৩০৩৭০৫	১৮৮০৩০	৫৮০.৩৩৮	৫৯.৩২	৩৮১৫৬১	১৭৪০৪	১৭৪৬৫০ ৩৭৯৪	১২৫২৯	৪৫৯৬৫৯	৭৩৮৯২	৩৯৬৯৮৭৭	২১৮৬৮৬

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

সারণী-১১: ২০০৯-২০১২ পর্যন্ত আটক উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামী		মোট	পেন্ডিং মামলা
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯	৮৬৯ (৫৬%)	৬৮৩ (৪৪%)	১৫৫২	৯৩২ (৫৫%)	৭৬০	১৬৯২	৪৭২৩৫
২০১০	১৪৮০ (৬১%)	৯৩৪ (৩৯%)	২৪১৪	১৩১৭ (৫৭%)	১০১৮	২৩৩৫	
২০১১	১৪৪৪ (৬২%)	৮৯১ (৩৮%)	২৩৩৫	১৫০১ (৬১%)	৯৪৯	২৪৫০	
২০১২	১৮৪৬ (৫৩%)	১৬৪৮ (৪৭%)	৩৪৯৪	১৮৬০ (৫৩%)	১৬৫৩	৩৫১৩	

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

সারণী-১২: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ

বছর	অভিযান	মামলা	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
১	২	৩	৪
আগষ্ট-ডিসেম্বর/১০	১৮৫৯	১৫১৭	১৬৯১
২০১১	৬৯৩৯	৩৭২৪	৩৯৯৪
২০১২	৯৩৪০	৪৮৭১	৫১৬২

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

সারণী-১৩: ২০১০-২০১২ সময়ের মাদক অপরাধ সংক্রান্ত অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান

বছর	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
১	২	৩	৪
২০০৯	২৩,৮৬৫	৭৬	২৩,৯৪১
২০১০	২৯,৪৪৮	৫৯	২৯,৫০৭
২০১১	২৯,৫৭০	৫৯	২৯,৬২৯
২০১২	৩৩,০০৫	২৬	৩৩,০৩১

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

সারণী-১৪: অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সম্পাদিত রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

২০১২ সনে অধিদপ্তর পরিচালিত দেশব্যাপী অভিযানে আটককৃত মাদকদ্রব্য **পরিশিষ্ট-১৬** ও তার অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলভিত্তিক ফলাফল যথাক্রমে **পরিশিষ্ট-১৭ ও পরিশিষ্ট-১৮** এ দেখা যেতে পারে।

৫। অপারেশনস অধিশাখার কার্যক্রম বিশ্লেষণ

বিগত ০৪(চার) বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাদক অপরাধ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফেন্সিডিল, ইয়াবা, বিলেতি মদ ও ইনজেক্টিং ড্রাগের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাদক অপরাধ দমনে তথা দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ক) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের আরো অধিক তৎপরতা এবং নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খ) ইয়াবা, হেরোইন, ফেন্সিডিলসহ আটক অথবা দন্ডিত আসামীরা যাতে জামিন পেতে না পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তাদের সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন- অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার বেইজড ট্রেনিং এবং এনএসআই ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।।

ঘ) বাজারে প্রচলিত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এনার্জি ড্রিংকস এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের উদ্যোগে এনার্জি ড্রিংকসসমূহ প্রস্তুতে আন্তর্জাতিক মান ও আন্তর্জাতিক মাত্রার উপাদান ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অত্র অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে বিএসটিআই কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৬। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা

আগস্ট/২০১০ মাস হতে মাদক বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মাদক অপরাধীকে তাৎক্ষনিকভাবে দন্ড আরোপ করা হচ্ছে। আগস্ট/২০১০ মাস হতে ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত সময়ে ২১০৯ জন মাদক অপরাধীকে অর্থদন্ড (৮২,৫৯,৯৩৪/-) এবং ৮৭৩৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

৭। মাদক মামলা বিচার কার্যক্রম

বর্তমানে বিচার নিষ্পন্ন মামলাসমূহের মধ্যে ৫৬% মামলায় সাজা হয়। এর মূলকারণ হচ্ছে মামলা বিচারার্থে গ্রহণে বিলম্ব যার ফলে সাক্ষী, আলামত মামলা প্রমাণের জন্য আদালতে উপস্থাপনে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। ফলে একদিকে যেমন সাজার হার হ্রাস পাচ্ছে অন্য দিকে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিদপ্তরের বর্তমানে সাতচল্লিশ হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো মাদক অপরাধ মামলাসমূহের বিচার করার জন্য প্রতি জেলায় একটি পৃথক আদালত স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

অধ্যায় - ৫: নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম

১। সূচনা

মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগরণ এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদকের চাহিদা হ্রাস করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরোধ শিক্ষা এবং গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার মাধ্যমে কাজ করছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালানের ব্যাপক প্রসার আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারকারীদের শতকরা ৮০ ভাগ যুবক, শতকরা ৩৪ ভাগ বেকার, ৪০ ভাগ অশিক্ষিত, ৯৪ ভাগ ধূমপায়ী এবং ৫.৩ ভাগ ইনজেকটিং ড্রাগ ব্যবহারকারী HIV আক্রান্ত।[৩]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ৫ ধারার উপধারা 'ঙ' এ মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। একইসাথে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ধারা ৭ এর ১ উপধারায় বোর্ড তহবিল নামে একটি স্বতন্ত্র তহবিল গঠনের সুযোগ রয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন পরিচালক। পরিচালকের সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য রয়েছে উপ-পরিচালক নিরোধ শিক্ষা এবং উপ-পরিচালক গবেষণা ও প্রকাশনা। অধিশাখায় দুই জন সহকারী পরিচালক, একজন অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার, দুইজন আর্টিস্ট, একজন ক্যামেরাম্যান, দুইজন ষ্টেনো টাইপিস্ট, একজন স্টেনোগ্রাফার, দুইজন অফিস সহকারী, দুইজন ইনভেস্টিগেটর, একজন টেবুলেটর, একজন লাইব্রেরী সহকারী এবং তিন জন এম এল এস এস এর পদ রয়েছে। উল্লিখিত জনবল ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ৪টি অঞ্চল, ২৫টি উপ-অঞ্চল ও ১০৮ টি সার্কেলের জনবলের মাধ্যমে এ অধিশাখার গৃহীত নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এজন্য আলোচনা সভা, সেমিনার, শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা, কর্মশালা, মাইকিং, মতবিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কাজে অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত ৬৮ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ একযোগে কাজ করছে (**পরিশিষ্ট - ১৯**)।

২। সরেজমিন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেটে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদক বিরোধী পোস্টার, স্টিকার, ব্রসিউর, লিফলেট, বুলেটিন, স্যুভেনির, পুস্তিকা, গবেষণাপত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত, প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-২০**)। সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, স্হানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদ প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, স্হানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা/সেমিনার ও কনফারেন্সসহ অন্যান্য মাদক বিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল উপ-আঞ্চলিক অফিসে টার্গেট প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে (**পরিশিষ্ট ২১-২২**)।

[৩] এ পর্যন্ত মাদকের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ জরিপ দেশে পরিচালিত হয়নি।

মাদক বিরোধী প্রচার কাজে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপসহ গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত ও ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১২ সনে বিটিভিসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিনা খরচে প্রচারের জন্য "আপনার সন্তানকে সময় দিন" শিরোনামে ১.৩০ মিনিটের একটি মাদক বিরোধী টিভি স্পট তৈরী করে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অধিদপ্তরের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ২০১১ সনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন যা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (http://www.dnc.gov.bd/report_dnc.html) এ প্রতিবেদনটি আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিতভাবে মাসিক বুলেটিন কাগজে ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (http://www.dnc.gov.bd/bulletin.html) প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশে যে কোন বড় মাদকদ্রব্য আটকের তথ্য ও ছবি তাৎক্ষণিকভাবে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (http://www.dnc.gov.bd; Latest news) আপলোড করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়মিত ওয়েবসাইট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করেন।

৩। দেশে উল্লেখযোগ্য গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বিবরণী

চাহিদা হ্রাসে শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক কর্মসূচী

দ্বাদশ বোর্ড সভা অভিজাত এলাকাসমূহের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ব্যবস্হা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যে সকল স্কুল-কলেজে দশম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনো মাদক বিরোধী কমিটি গঠিত হয়নি তা অবিলম্বে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধূমপানের আওতামুক্ত করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	সর্বমোট
৫৯৭৯ টি	**৫৫৪৯টি**	**৮২৮ টি**	১৯২২ টি	১৪,২৭৮টি

সারণী ১৫: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস, ২০১২

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গত ২৬ জুন ২০১২ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "GIobaI Action for Healthy Communities Without Drugs (মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন)"। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম.পি, প্রধান অতিথি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ এম.পি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু এম.পি, ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (১) মৌলভী বাজার জেলার তেতইগাও

গ্রামের জনাব সৌদামিনী শর্মা ও (২) যশোর জেলার গ্রামের কাগজ পত্রিকার সাংবাদিক মরহুম জামাল উদ্দিনের স্ত্রী সোনালী বেগমকে ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই সাথে মাদক বিরোধী অভিযানে দুঃসাহসিক ভূমিকা রাখার জন্য অধিদপ্তরের ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সর্বজনাব (১) আজম শাহ্ আলমগীর (২) মোঃ সুমনুর রহমান (৩) মোঃ আব্দুল মতিন এবং (৪) মোঃ আজাদ হোসেনকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরও সনদ প্রদান করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অবদানের জন্য ০৮(আট) টি এনজিও ও একটি প্রতিষ্ঠানকে (১) পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ (২) ঢাকা আহছানিয়া মিশন (৩) আপন (৪) কেয়ার বাংলাদেশ (৫) টিএমএসএস (৬) ক্রিয়া (৭) বারাকা (৮) দিশারী এবং (৯) সূর্যকমলকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের বাণী সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ৯টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র এবং একটি তথ্য বহুল স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকা শহরের সড়ক, সড়ক দ্বীপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ৩০ টি স্পটে মাদক বিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন, প্লেকার্ড দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। বাংলাদেশ বেতারে মাদক বিরোধী কথিকা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টক শো প্রচারিত হয়। অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত মাদক বিরোধী শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট বিতরণ করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সুসজ্জিত ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ মাদক বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/বাউল সঙ্গীত পরিবেশনা করা হয়। মাদক বিরোধী বিভিন্ন পোস্টার/লিখনী সম্বলিত সুসজ্জিত ভ্যান ঢাকা শহরের বড় বড় সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ দিবস উপলক্ষে পক্ষ কালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়।

ডি.এম.পি-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মতবিনিময় সভা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে চলমান জনসংযোগ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৯/৭/২০১২ তারিখ রাজারবাগের পুলিশ টেলিকম অডিটরিয়ামে ডি.এম.পি কমিশনার এর আমন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইকবাল এতে অধিদপ্তরের ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। অপরদিকে ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশের কমিশনার জনাব বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার) পুলিশের ৩০ (ত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। আলোচনা সভায় মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে উভয় সংস্থার মধ্যে কি ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহোযোগিতা করা যায় সে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়।

Strategic Plan and Project Identification, Preparation and Approval of PPNB কর্মশালা

গত ৩০/৭/২০১২ তারিখ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও পরিকল্পনা) ডঃ শওকত মোস্তফার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার ০৩ জন কর্মকর্তা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার/কর্মচারীর সমন্বয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের (১) মিশন, (২) ভিশন, (৩) Goal & (৪) Activities এর আলোকে ২০৩০ সন পর্যন্ত Strategic Plan প্রণয়ণের বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তঃহল মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিষয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে অধিদপ্তরের প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ কায়কোবাদ হোসেন এবং বেগম ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস এর ওয়ার্ডেন/প্রভোস্ট অধ্যাপক ডঃ সাবিতা রেজওয়ানা রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যায় ৬: চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

১. ভূমিকা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ এর ধারা-১৬ এর মতে মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসা গ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বাধ্যতামূলক। এভাবে মাদকাসক্ত নাগরিকদের চিকিৎসা সেবাদানের কার্যক্রম সরকারের একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচী হিসেবে পরিগনিত। ০৭/০২/১৯৯০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় হতে জারীকৃত এক সরকারি আদেশে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (সিটিসি) এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয়[৪]।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ এর ধারা ১৫, ১৬ ও ৪৮ এবং ঐ আইনের আওতায় প্রণীত "**বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা ২০০৫**" এর অধীন বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পরামর্শ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯০ সনের আইনের ধারা ১৬ এর বিধান উল্লেখযোগ্য ও তা হচ্ছে:

ধারা ১৬ ঃ মাদকাসক্তের চিকিৎসা ঃ

১) *যদি মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জানিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হওয়ার কারনে প্রায়শঃ অপ্রকৃতিস্থ এবং তাহাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনতিবিলম্বে তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে মহা-পরিচালক বা উক্ত কর্মকর্তা লিখিত নোটিশ দ্বারা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে চিকিৎসার্থ কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিজকে সমর্পন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।*

২) *যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লেখিত ব্যক্তি উহার মর্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে নোটিশটি তাহার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের উপর জারী করিতে হইবে এবং যাহার উপর নোটিশটি জারী করা হইবে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থ কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে হাজির করিবেন।*

৩) *উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ মান্য করা না হইলে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তা, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিমের নিকট মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।*

৪) *উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম লিখিত নোটিশ দ্বারা কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কেন বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসার জন্য কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসক বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হইবে না, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইয়া, নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবককে নির্দেশ দিবেন।*

৫) *উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্দেশ পাওয়ার পর যথাসময়ে কারণ দর্শানো হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম, অনধিক পনের দিনের মধ্যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত, তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধি এবং উপ-ধারা (৩)-এ উল্লেখিত আবেদনকারীকে শুনানী দেওয়ার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে বাধ্যতামূলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন বা তাহার চিকিৎসার জন্য দাখিলকৃত আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন।*

[৪] সরকারী উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র" (সিটিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এটি ডিটক্সিফিকেশন ভিত্তিক চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল।

৬) *উপ-ধারা (৪) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি যথাসময়ে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন।*

৭) *উপ-ধারা (৫) বা (৬) এর অধীন চিকিৎসার জন্য আদেশ জারীর সাত দিনের মধ্যে যদি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার্থ উপস্থিত না হন বা তাহাকে উপস্থিত করানো না হয় তাহা হইলে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আবেদনকারী কর্মকর্তা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থ উক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করিয়া, হাজির করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।*

৭ক) *কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যদি তাহার পিতা, মাতা, পরিবার প্রধান বা উক্ত ব্যক্তি যাহার উপর নির্ভরশীল তিনি কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার্থে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৭) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।*

৮) *এই ধারার অধীন বাধ্যতামূলক চিকিৎসার যাবতীয় খরচ ও ব্যয় সরকার বহন করিবেন।*

৯) *এই ধারার অধীন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সমর্পিত ব্যক্তি ধারা ৯, ১০, বা ২২ এর অধীন মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে এই জন্য কোন আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হইবে না।*

২. চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার সাংগঠনিক কাঠামো

প্রধান কার্যালয়ের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার জনবল

ক্রঃ	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য
১।	পরিচালক	১	১	০
২।	সহকারী পরিচালক	১	১	০
৩।	সাটলিপিকার	১	০	১
৪।	উচ্চমান সহকারী	১	১	০
৫।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৬।	এম এল এস এস	২	১	১
	মোট	৭	৫	২

সারণী ১৬: চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পদের বিবরণ

৩. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান

অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকাস্থ ৪০ শয্যার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং প্রতিটি ৫ শয্যার চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। নিরাময় কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগের ঠিকানা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক্রঃ	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মন্তব্য
১।	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	চীফ কনস্যালটেন্ট	নিজস্ব জায়গা
২।	চট্টগ্রাম মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১১৫, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক	পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে
৩।	রাজশাহী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২৪/২, উপ-শহর, রাজশাহী।	তত্ত্বাবধায়ক	ভাড়া করা জায়গায়

ক্র:	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মন্তব্য
৪।	খুলনা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	২, কেডিএ, এভিনিউ, ময়লাপোতা রোড, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক	

নোট: *চিকিৎসকের অভাবে ২০০৯ সন থেকে খুলনা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ।*

সারণী ১৭: চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ঠিকানা

উল্লিখিত চারটি কেন্দ্রের অনুমোদিত জনবল ও কর্মরতদের বিবরণ **পরিশিষ্ট - ২৩ থেকে পরিশিষ্ট - ২৬** এ দেখা যেতে পারে। মাদকাসক্ত যে কোন ব্যক্তি সরকারি এ নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। দরিদ্র মাদকাসক্তগণ বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্প মূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। এতদভিন্ন অধিদপ্তরের অনুমোদিত বেসরকারি চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহ হতেও চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। এ সকল কেন্দ্রে **২০১২ সনে গৃহীত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিশিষ্ট -২৭ এ দেখা যেতে পারে।**

৪. লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সরকারি তত্ত্বাবধানে চালু উল্লিখিত ৪টি কেন্দ্রের পাশাপাশি অধিদপ্তর ২০০৫ সনের বিধিমালার আওতায় সারাদেশে ব্যক্তি বা বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করছে। ২০১২ সালে সারাদেশে মোট ৬৮টি (**পরিশিষ্ট-২৮**) বেসরকারি পর্যায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্র কর্তৃক মোট ৪৪৮৫ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলে বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলায় চিকিৎসা কার্যক্রম চালু আছে (**পরিশিষ্ট-২৯**)। উক্ত কেন্দ্রসমূহের মাসভিত্তিক চিকিৎসা সেবার কার্যক্রম **পরিশিষ্ট-৩১** এ দেখা যেতে পারে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ও শীর্ষস্থানীয় মাদকাসক্ত নিরাময়কেন্দ্রের বিবরণ **পরিশিষ্ট-৩২** এ দেখা যেতে পারে। ৩১/১২/১২ তারিখ অধিদপ্তরের নিকট ২১টি দরখাস্ত বিবেচনাধীন ছিল (**পরিশিষ্ট-৩০**)।

৫. মাদকাসক্তদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসনক্ষেত্রে ২০১২ সনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনেসথেসিয়া, এনালজেসিয়া ও ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের সেন্টার ফর পেলিয়েটিভ কেয়ার এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নারকোটিকস ড্রাগস ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে অধিদপ্তরের ৬০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ. বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে "নিয়ন্ত্রিত ঔষধ" (পেথিডিন, মরফিন, ফেনটানিল ও অক্সিকোডন ইত্যাদি) সমূহের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, রোগীর কাছে সহজে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে *Seminar on availability & accessibility of opoid to the end-users* শীর্ষক একটি

সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সরকারের শীর্ষ নীতি প্রণেতাগণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও পরামর্শের আলোকে এতদসংক্রান্ত একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ. মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ৪টি কেন্দ্রে ৫৫টি শয্যায় এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২১টি জেলায় ৬৮টি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৮৮৫ শয্যায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৪৩ টি জেলায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কোন নিরাময় কেন্দ্র নেই। প্রতিটি জেলায় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সরকার বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই লাইসেন্স ফিস সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার স্থলে ৪,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন লাইসেন্স ফিস ১০,০০০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকায় হ্রাসকরণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ঘ. <u>মাদকাসক্তি চিকিৎসায় দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন</u>

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ২-৪ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত কলম্বো প্লানের সম্মেলনে যোগদান করেন। মাদকাসক্তি চিকিৎসায় দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র সমুহের ৮-১০ জনকে মাষ্টার ট্রেনার হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ন্যাশনাল সাটিফিকেশন বোর্ড সনদ প্রদানের লক্ষ্যে কারিকুলাম ও প্রশ্নপত্র তৈরী এবং পরীক্ষা গ্রহণসহ কাজ সম্পাদন করবেন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বোর্ডের সদস্য হবেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৫/১০/২০১২ তারিখ ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। আইনগত ভিত্তি তৈরী ও আর্থিক সংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। কলম্বো প্লানের আওতায় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎক ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের একজন ডাক্তার ১৩ - ২২শে জুন,২০১১ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত বেসিক লেভেল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আহসানিয়া মিশনের আমিক এর জনাব ইকবাল মাসুদ "এশিয়ান সেন্টার ফর সার্টিফিকেশন এ্যান্ড এডুকেশন অফ এডিকশন প্রোফেশনাল" এ মাষ্টার ট্রেনার হিসাবে প্রশিক্ষণ শুরু করেন ২রা জানুয়ারী, ২০১২ এবং জুন, ২০১৩ তা সমাপ্ত হবে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পেশাজীবীদের বেসিক লেভেল প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরীর জন্য কলম্বো প্লানের সহায়তা কর্মপকিল্পনা **<u>পরিশিষ্ট -৩৩</u>** এ দেখা যেতে পারে।

জ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ উদ্যেগে Physician knowledge and attitude of opiod availability, accessibility and its use in pain management in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের প্রধান ইনভেস্টিগেটর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোহাম্মদ ইকবাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অধ্যাপক জনাব ডাঃ নিজাম উদ্দিন।

৬। <u>কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ২০১২ সালের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা</u>

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) **প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর ক্যাপাসিটি উন্নয়নঃ** দীর্ঘদিন যাবৎ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসলেও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে মাদকদ্রব্য সনাক্তকরনের কোন সুযোগ ছিল না। রোগীদের স্বীকারোক্তিমুলক বক্তব্যের উপর নির্ভর করতে হতো। ২০১২ সালের কর্মপরিকল্পনায় ডোপটেস্টিং চালু করার সিদ্ধান্ত হয়; যার মাধ্যমে অপিয়েট, ক্যানাবিনয়েড, মেথামফিটামিন, বিউপ্রেনরফিন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সনাক্ত (কোয়ালিটেটিভ) করা সম্ভব হবে। যা চিকিৎসা সেবা উন্নয়নের বিশেষ করে ফলোআপ চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে।

খ) **হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সনাক্তকরণঃ** ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। তাই হেপাটাইটিস-বি সনাক্ত করণের জন্য কিট মেথোডের ব্যবহার শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

গ) **ওরাল সাবস্টিটিউশন থেরাপী (ওএসটি)ঃ** ঢাকা শহরে বর্তমানে সিটিসিতে আইসিডিডিআরবি সহযোগিতায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেশা সেবনকারীদের ক্ষতি হ্রাস (এইচআইভি সংক্রমন) এবং জীবন-মান উন্নয়নে ওরাল সাবস্টিটিউশন থেরাপী (ওএসটি) বা মেথাডোন মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। রোগীদের সংখ্যা ও যোগাযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে পুরনো ঢাকার মৌলভীবাজার ড্রপ ইন সেন্টারে ওএসটি চালু করা হয়েছে।

ঘ) **শিশু ওয়ার্ড :** সমাজের অন্যান্য বয়সের মানুষের মতোই বর্তমানে স্বল্পবয়সী কিশোর ও শিশুদের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসার সুযোগ না থাকার কারণে ২০১২ সালে ১০ শয্যার একটি শিশু ওয়ার্ড মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ১০ শয্যার জন্য যাবতীয় খরচের মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হলে স্থায়ী ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চার ব্যাচে ৪০জন পথ শিশুকে ইতোমধ্যেই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া না থাকার কারণে উক্ত প্রয়াসের সার্বিক ফলাফল আশাপ্রদ নহে।। আফটার কেয়ার এবং পুনর্বাসন কর্মসূচী অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

ঙ) **কেইস ম্যানেজমেন্টঃ** কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কেইস ম্যানেজমেন্ট এর উপর ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল (এফ এইচ আই) এর সহযোগিতায় ৮জন নার্স, অকুপেশন থেরাপিস্ট, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও সিপাইদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কেইস ম্যানেজমেন্ট সার্বিক ভাবে চালু হলে চিকিৎসার মান উন্নয়ন হবে।

চ) **মানব সম্পদ উন্নয়ন–প্রশিক্ষণঃ** ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকার ২জন চিকিৎসক, ১জন নার্স ও ১জন অকুপেশন থেরাপিস্ট সহ মোট ১০জন আসক্তি নিবারণ পেশাজীবিদের জন্য 'অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সাইন্স' এর 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ড্রাগ এডিকশন ট্রিটমেন্ট' এ ২৪/৯/২০১২ হতে ৫/১০/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী 'ট্রেইনিং অন ম্যানেজমেন্ট অব ড্রাগ এডিকশন' অনুষ্ঠিত হয়।

৭। বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসাঃ ২০১০-১২ সনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকায় আগত নতুন রোগীদের ক্লায়েন্ট মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএস) ফরম পূরণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এক পঞ্জিকা বছরে একজন রোগী একবারের জন্য

এই সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়। ২০১০ হতে ২০১২ পর্যন্ত যথাক্রমে ৭৮৩, ৭৯৩ ও ৭১৯ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সিএমএস তথ্য অনুযায়ী বছর ভিত্তিক চিকিৎসার জন্য আগত মাদকাসক্ত রোগীদের নির্বাচিত তথ্য উপাত্ত নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্র:	বয়সের শ্রেণী বিভাগ	রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
১.	১৫ বৎসর পর্যন্ত	১০(১.২৮%)	০৮(১.০১%)	৩১(৪.৩১%)
২.	১৬-২০ বৎসর পর্যন্ত	৬৩(৮.০৫%)	৭৫(৯,৪৭%)	৬১(৮.৪৮%)
৩.	২১-২৫ বৎসর পর্যন্ত	১৫১(১৯.২৮%)	১৩৬(১৭.১৭%)	৯৯(১৩.৭৭%)
৪.	২৬-৩০ বৎসর পর্যন্ত	২৬৭(৩৪.১০%)	২৩৯(৩০.১৮%)	২২১(৩০.৪৫%)
৫.	৩১-৩৫ বৎসর পর্যন্ত	১৩০(১৬.৬০%)	১৭৮(২২.৪৭%)	১৪১(১৯.৬১%)
৬.	৩৬-৪০ বৎসর পর্যন্ত	৯২(১১.৭৫%)	৮১(১০.২৩%)	১০৭(১৪.৮৮%)
৭.	৪১-৪৫ বৎসর পর্যন্ত	৪৪(৫.৬২%)	৪২(৫.৩০%)	৪০(৫.৫৬%)
৮.	৪৬-৫০ বৎসর পর্যন্ত	১৬(২.০৪%)	২৪(৩.০৩%)	১৪(১.৯৫%)
৯.	৫১> বৎসর পর্যন্ত	১০(১.২৮%)	০৯(১.১৪%)	০৫(০.৭০%)
	মোট	**৭৮৩(১০০%)**	**৭৯৩(১০০%)**	**৭১৯(১০০%)**

সারণী - ১৮: বয়সের শ্রেণীবিভাগ ভিত্তিক রোগীদের পরিসংখ্যান

টেবিলে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২১-৩০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ সালে যথাক্রমে ৫৩.৩৮%, ৪৭.৩৫% এবং ৪৪.৫১% ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে ৩১-৪০ বৎসর বয়সের রোগীর সংখ্যা ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ সালে যথাক্রমে ২৮.৩৫%, ৩২.৭০% এবং ৩৪.৪৯% যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রায় ৮১.৩৭% রোগীর বয়স ২০-৪০ এর মধ্যে; যা মানুষের জীবনের সবচেয়ে (অর্থনৈতিক দিক থেকে) উৎপাদনশীল কাল বলে বিবেচিত হয়।

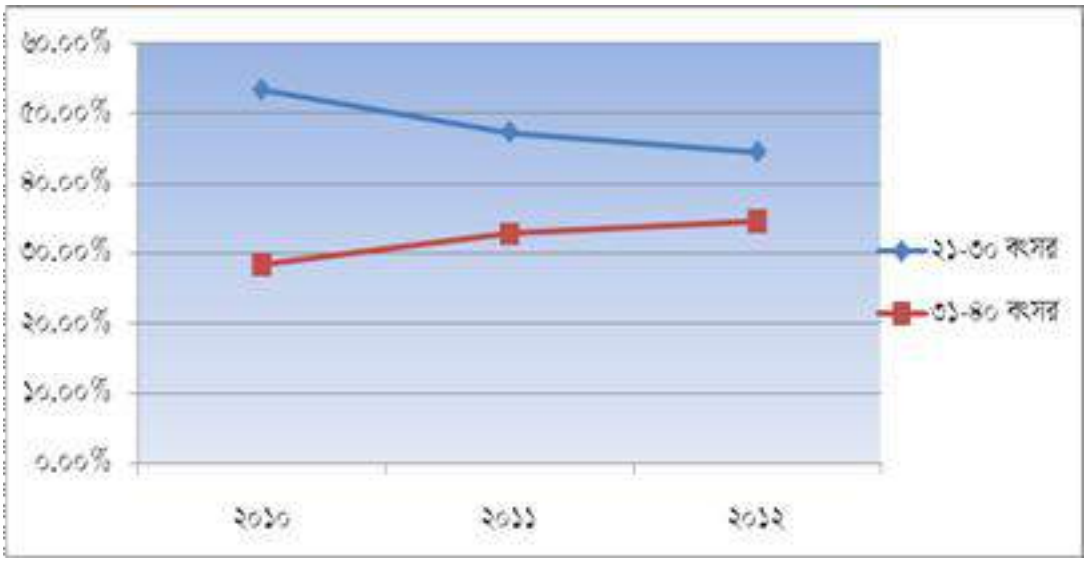

গ্রাফ-১ ঃ ২১-৩০ বৎসর এবং ৩১-৪০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যার বছর ভিত্তিক লেখচিত্র।

		২০১০	২০১১	২০১২
১.	অশিক্ষিত	১৮৯(২৪.১৪%)	২০৯(২৬.৩৬%)	১৭১(২৩.৭৮%)
২.	০১ - ০৫ বৎসর (প্রাথমিক স্কুল)	১৪৬(১৮.৬৫%)	১৪৯(১৮.৭৯%)	১৪৮(২০.৫৮%)
৩.	০৬ - ১০ বৎসর (মাধ্যমিক স্কুল)	৩১১(৩৯.৭২%)	৩১৯(৪০.২৩%)	২৮৯(৪০.২০ %)
৪.	১১ - ১২ বৎসর (উচ্চ মাধ্যমিক)	৬০(৭.৬৬%)	৬১(৭.৬৯%)	৫২(৭.২৩%)
৫.	১৩ - ১৪ বৎসর(স্নাতক)	৪১(৫.২৪%)	৩১(৩.৯১%)	৩৮(৫.২৯%)
৬.	১৫ বৎসর বা তদুর্দ্ধ(স্নাতকোত্তর)	৩৬(৪.৬০%)	২৪(৩.০৩%)	২১(২.৯২%)
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)

সারণী - ১৯: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে রোগীদের বিভাজন

গ্রাফ ২ ঃ মাদকাসক্ত রোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার লেখচিত্র

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে এমন ব্যক্তিরাই (৬০.৭৮%, ২০১২ সাল) বেশী মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। সরকারি এবং বিনামূল্যের চিকিৎসা কেন্দ্র বলে স্বল্প শিক্ষিত ও স্বল্প আয়ের পরিবারের লোকেরা এখানে বেশী আসে। দাখিল ও কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন রোগীও পাওয়া যায়।

		রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
১.	বেকার	৩৯১(৪৯.৯৪%)	৩৫১(৪৪.২৬%)	৩৮৩(৫৩.২৭%)
২.	ব্যবসা	১২৮(১৬.৩৫%)	৯৬(১২.১১%)	৮০(১১.১৩%)
৩.	চাকুরী	৬৩(৮.০৫%)	৬৪(৮.০৭%)	৫০(৬.৯৫%)
৪.	শ্রমিক	৭৮(৯.৯৬%)	৮৩(১০.৪৭%)	৬৯(৯.৬০%)
৫.	গাড়ীচালক	২৮(৩.৫৮%)	৫৫(৬.৯৪%)	৩২(৪.৪৫%)

		রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
৬.	ছাত্র	৪৬(৫.৮৭%)	৩০(৩.৭৮%)	২৯(৪.০৩%)
৭.	কৃষিকাজ	৪(০.৫১%)	১০(১.২৬%)	০৭(০.৯৭%)
৮.	অন্যান্য	৪৫(৫.৭৫%)	১০৪(১৩.১১%)	৬৯(৯.৬০%)
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)

সারণী -২০ নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে রোগীদের পরিসংখ্যান

বেকারত্ব মাদকাসক্তির একটি অন্যতম কারণ এবং ফলাফল (৫৩.২৭%,২০১২)। যদি ছাত্রদের এর সাথে যোগ করা হয় তা হলে বলা যায় যে ৫৭.৩০% মাদকাসক্ত ব্যক্তি কর্মের সাথে জড়িত না।

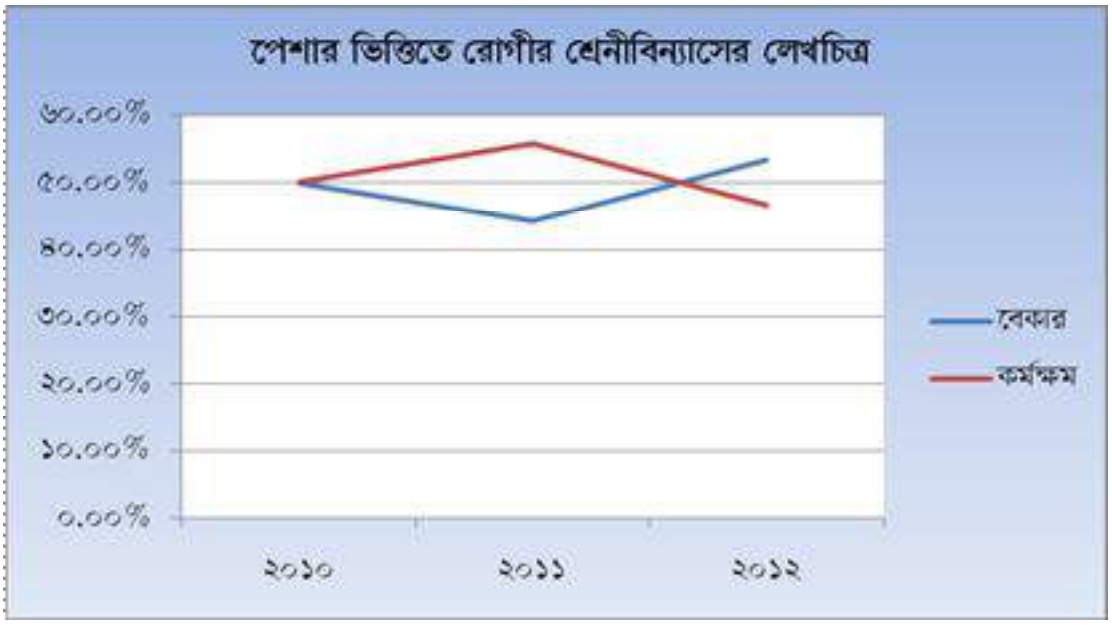

গ্রাফ ৩ ঃ পেশার ভিত্তিতে মাদকাসক্ত রোগীদের লেখচিত্র

		রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
১.	কৌতুহল	২৩১(২৯.৪৬%)	২৫৯(৩২.৬৬%)	২৩৫(৩২.৬৮%)
২.	বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব	৪৬৫(৫৯.৩১%)	৪৩৮(৫৫.২৩%)	৪৪২(৬১.৪৭%)
৩.	সহজ আনন্দ লাভের আকাঙ্খা	১৪(১.৭৯%)	১১(১.৩৯%)	০২(০.২৮%)
৪.	মানসিক ভারসাম্যহীনতা	০৭(০.৮৯%)	০৫(০.৬৩%)	০৪(০.৫৬%)
৫.	পরিবারিক বিরূপ পরিবেশ	২১(২.৬৮%)	৩৩(৪.১৬%)	০৯(১.২৫%)
৬.	পরিবারের মধ্যে ড্রাগের অপব্যবহার	০৩(০.৩৮%)	০০(%)	০২(০.২৮%)
৭.	ড্রাগের সহজলভ্যতা	০২(০.২৬%)	০১(০.১৩%)	০০(%)
৮.	বেকারত্ব	০১(০.১৩%)	০১(০.১৩%)	০০(%)

		রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
৯.	হতাশা	৩০(৩.৮৩%)	৩৬(৪.৫৪%)	১৭(২.৩৬%)
১০.	মাদক সম্পর্কে অজ্ঞতা	০২(০.২৬%)	০৩(০.৩৮%)	০১(০.১৪%)
১১.	চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতা	০৩(০.৩৮%)	০১(০.১৩%)	০১(০.১৪%)
১২.	অন্যান্য	০৫(০.৬৪%)	০৫(০.৬৩%)	০৬(০.৮৩%)
১৩.	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)

সারণী - ২১: মাদক ব্যবহারের কারণসমূহ

প্রথম মাদক ব্যবহারের কারণসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবের কারণে ৬১.৪৭% এর অধিক রোগী মাদক সেবন শুরু করে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হচ্ছে কৌতূহল(৩২.৬৮)। মনে রাখা প্রয়োজন প্রথমবারের জন্য সেবন আর মাদকাসক্তি হওয়া এক কথা নয়। মাদকাসক্ত হওয়ার জন্য আরো কিছু মানসিক ও পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে।

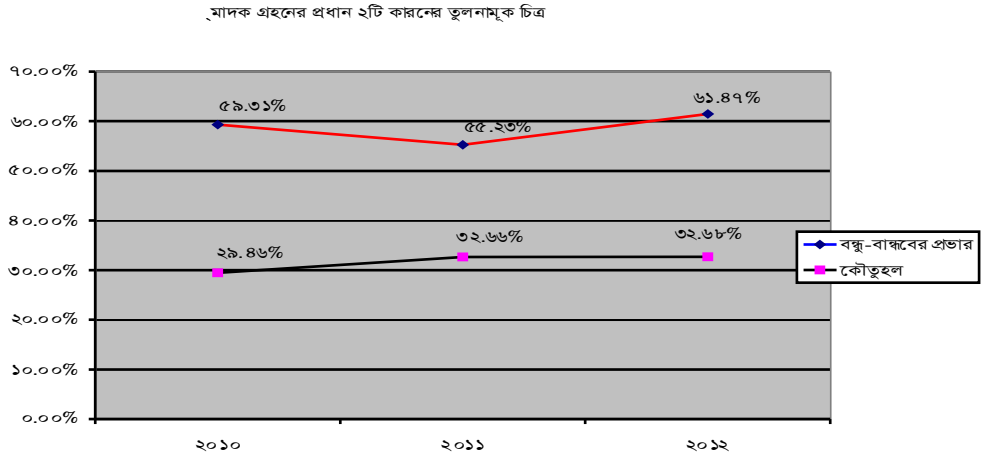

গ্রাফ-৪ঃ প্রথম মাদক গ্রহণের প্রধান ২টি কারণের তুলনামূলক চিত্র

	বর্তমানে আসক্ত ড্রাগের নাম		২০১০	২০১১	২০১২
১.	অপিয়েড		৫৮৪(৭৪.৫৮%)	৫৮৯(৭৪.২৭%)	৫৩৯(৭২.৩৪%)
	ক)	হেরোইন	২৭৬(৪৭.২৬%)	৩৩৯(৫৭.৫৫%)	৩৪৪(৬৩.৮২%)
	খ)	মরফিন	০২(০.৩৪%)	০১(০.১৬%)	০১(০.১৮%)
	গ)	ফেনসিডিল	২৮(৪.৭৯%)	১৬(২.৭১%)	২২(৪.০৮%)
	ঘ)	পেথিডিন	৩১(৫.৩০%)	১৫(২.৫৪%)	২৪(৪.৪৫%)
	ঙ)	বুপ্রেনরফাইন	২৪৭(৪২.৩১%)	২১৮(৩৭.০১%)	১৪৮(২৭.৪৫%)
২.	গাঁজা		১৫২(১৯.৪১%)	১৩১(১৬.৫১%)	১১৯(১৫.৯৭%)

	বর্তমানে আসক্ত ড্রাগের নাম	২০১০	২০১১	২০১২
৩.	মদ	১২(১.৫৩%)	০৬(০.৭৫%)	০৭(০.৯৩%)
৪.	ইয়াবা	০৯(১.১৪%)	৩৫(৪.৪১%)	৪৩(৫.৭৭%)
৫.	ঘুমের ঔষধ	১০(১.২৭%)	১১(১.৩৮%)	১০(১.৩৪%)
৬.	ইনহেলেন্ট	০৪(০.৫১%)	০৮(১.০০%)	০৮(১.০৭%)
৭.	কফ সিরাপ	০৪(০.৫১%)	০৪(০.৫০%)	০৫(০.৬৭%)
৮.	অন্যান্য	০৮(১.০২%)	০৯(১.১৩%)	১৪(১.৮৭%)
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭৪৫(১০০%)

সারণী ২২ : আসক্ত প্রধান ড্রাগের ভিত্তিতে রোগীদের পরিসংখ্যান

আসক্ত প্রধান মাদক গ্রহণের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে দুই-তৃতীয়াংশ রোগী অপিয়ড (**হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল, পেথিডিন, বুপ্রেনরফাইন**) সেবন করে। তবে ইয়াবা সেবনের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, যারা বুপ্রেনরফাইন ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই এর সাথে ইঞ্জেকশন ডায়াজিপাম ও ফেনারগান বা এভিল মিশিয়ে ব্যবহার করে; যা তথ্য সংগ্রহের ত্রুটির কারণে পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয় না।

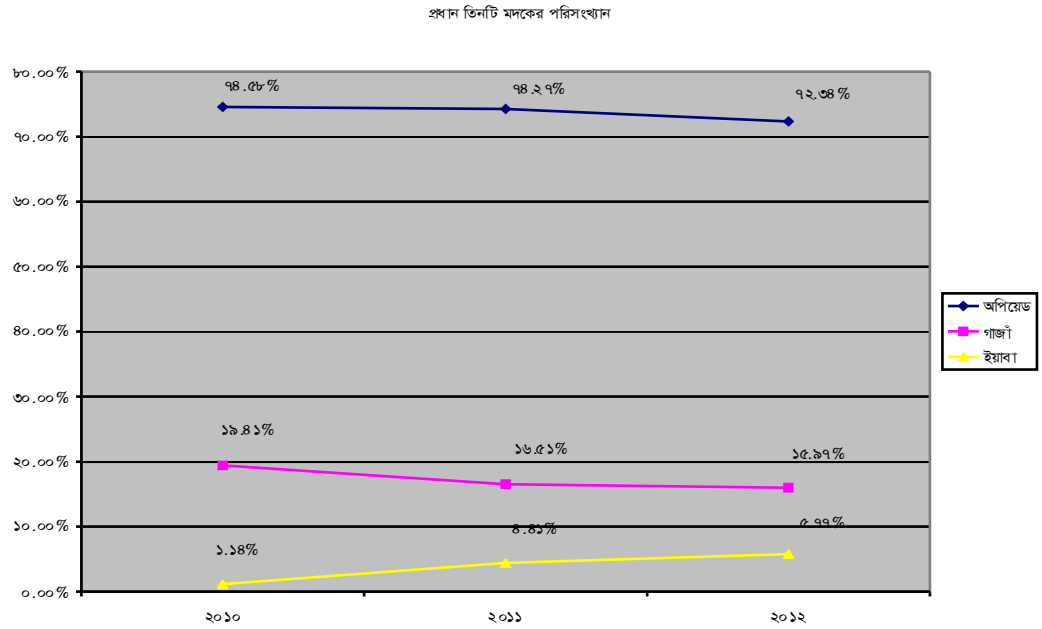

গ্রাফ - ৫ঃ প্রধান তিনটি মাদকের লেখচিত্র

	প্রধান ড্রাগ গ্রহনের পদ্ধতি	রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
১.	ধূমপানের মাধ্যমে	৪৭৩(৬০.৪০%)	৫০৫(৬৩.৬৮%)	৫০৬(৬৭.৯২%)
২.	গলধঃকরণের মাধ্যমে	২৮(৩.৫৭%)	৪৭(৫.৯২%)	৫৯(৭.৯২%)
৩.	ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে	২৭৮(৩৫.৫০%)	২৩৩(২৯.৩৮%)	১৭২(২৩.০৮%)

	প্রধান ড্রাগ গ্রহনের পদ্ধতি	রোগীর সংখ্যা		
		২০১০	২০১১	২০১২
৪.	নাকে টানার মাধ্যমে	০৪(০.৫৩%)	০৮(১.০২%)	০৮(১.০৮%)
৫.	অন্যান্য	০০	০০	০০
৬.	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭৪৫(১০০%)

সারণী ২৩ :মাদকগ্রহণের প্রধান পদ্ধতিসমূহ

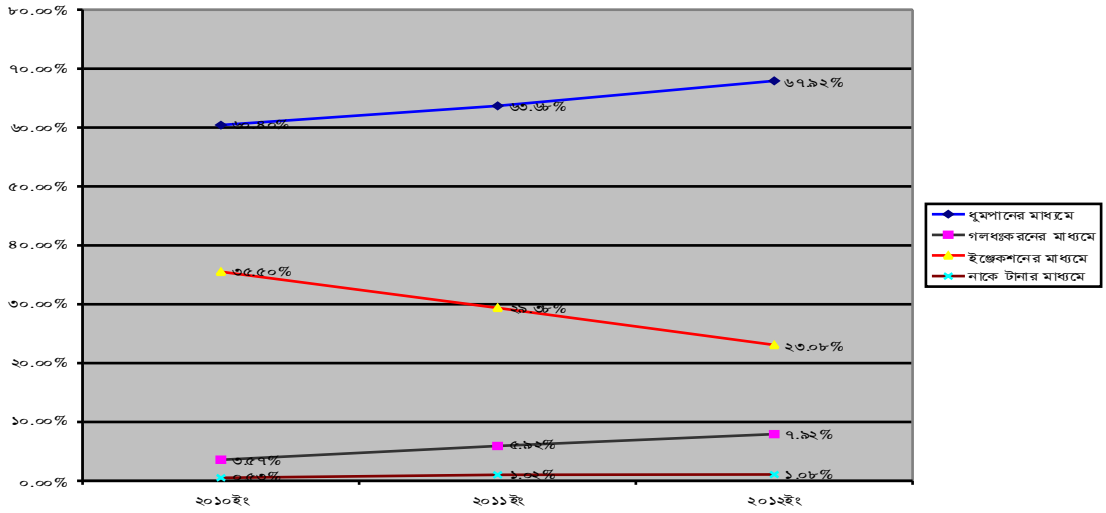

গ্রাফ-৬ ঃ মাদক গ্রহণের পদ্ধতির লেখচিত্র

আন্তঃ বিভাগে ২০১২ সালে ৪৬৪ জন মাদকাসক্ত রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পেয়েছেন। আন্তঃবিভাগে ভর্তিকৃত রোগীদের আসক্ত মাদকসেবনের উপর ভিত্তিতে পরিসংখ্যানঃ

ক্রমিক	মাদকের নাম	সংখ্যা (শতকরা হার)	মন্তব্য
১.	অপিয়ড	৪১৪ (৮৯.২২%)	
২.	গাজাঁ	১২৮ (২৭.৫৮%)	
৩.	ইয়াবা	৩২ (৬.৮৯%)	
৪.	অন্যান্য	৩১ (৬.৬৮%)	

সারণী - ২৪: একই ব্যক্তি এক বা একাধিক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে।

৮। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২০১৩ সালের কর্মপরিকল্পনা:

ক) ভলান্টারী কাউন্সিলিং টেস্টিং (ভিসিটি): আইডিইউ রোগীদের মধ্যে নিডিল, সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করে ব্যবহারের কারণে এইচ,আই,ভি সংক্রমনের হার বেশী এবং বর্তমানে আইডিইউ এ প্রবণতা উর্দ্ধমুখী। উক্ত ভাইরাস সনাক্তকরণ এর জন্য ভলান্টারী টেস্টিং কাউন্সিলিং চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রমিক	কর্মকান্ড	আরম্ভ	সমাপ্তি
১	অর্থ সংস্থান		
২	প্রশিক্ষণ, ডাক্তার, ল্যাবোরেটরী টেকনিশিয়ান, কাউন্সিলর, নার্স	সেপ্টেম্বর,১৩	অক্টো,১৩
৩	অবকাঠামো	নভেম্বর,১৩	ডিসে,১৩
৪	ভিসিটি চালু	জানুয়ারী,১৪	চলমান

সারণী - ২৫: **ভিসিটি কর্মপরিকল্পনা**

খ) ওরাল সাবস্টিউশন থেরাপী (ওএসটি): ঢাকা শহরে বর্তমানে সিটিসি সহ ২টি কেন্দ্রে ওরাল সাবসটিউশন থেরাপী (ওএসটি) চালু রয়েছে। রাজশাহী বিভাগে আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে হার্ম রিডাকশন কর্মসূচীর আওতায় ওএসটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিষয়ে রাজশাহী নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত ডাঃ রবিউল ইসলাম একটি কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যেই অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছেন। বর্তমানে যে জনবল (ডাক্তার, নার্স, অফিস সহকারী) রয়েছে তাদেরকে OST তে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন করলে এবং দুইজন কাউন্সিলর নিয়োগ করলে রাজশাহী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে OST চালু করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক	কর্মকান্ড	আরম্ভ	সমাপ্তি
১	অর্থ সংস্থান	জুন,১৩	সেপ্টে,১৩
২	প্রশিক্ষণ, ডাক্তার, কাউন্সিলর, নার্সল্যাবোরেটরী টেকনিসিয়ান, অফিস সহকারী	জুলাই, ১৩	সেপ্টে,১৩
৩	অবকাঠামো	নভেম্বর,১৩	ডিসে,১৩
৪	মেথাডোন সংগ্রহ	জুলাই,১৩	ডিসে,১৩
	ওএসটি(মেথাডোন মেইটেন্যান্স) চালু	জানু,১৪	চলমান

সারণী - ২৬: ওএসটি কর্মপরিকল্পনা

গ) পথ শিশুদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবা প্রদান

পথ শিশুদের মধ্যে মাদকাসক্তি প্রবণতা লক্ষণীয় । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চার ব্যাচে ৪০জন পথ শিশুকে ইতোমধ্যেই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া না থাকার কারণে উক্ত প্রয়াসের সার্বিক ফলাফল আশাপ্রদ নহে। এই প্রেক্ষিতে মাদকাসক্ত পথ শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাইল্ড সেনসিটিভ প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন ঢাকা ও বরিশাল মহানগরে অবস্থিত নাইট শেল্টার চীফ কনসালটেন্ট ও আবাসিক মনোচিকিৎসক সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পথশিশুদের মধ্যে মাদকাসক্তি হার নির্ণয় করার জন্য ঢাকা ও বরিশাল শহরে জরিপ কাজ সম্পাদনের জন্য কোশ্চেনেয়ার ও প্রটোকল তৈরীর কাজ সমাপ্তির পথে। পথশিশুদের মধ্যে মাদকাসক্তির হার নির্নয় এবং মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষরিত হবে।

ক্র:	কর্মকান্ড	আরম্ভ	সমাপ্তি
১	অর্থ সংস্থান, ডিএনসিবি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী	মে,১৩	৩ সেপ্টে,১৩
২	কোশ্চেনেয়ার তৈরী ও পাইলটিং	এপ্রিল,১৩	৩মে,১৩

ক্র:	কর্মকান্ড	আরম্ভ	সমাপ্তি
৩	প্রটোকল প্রস্তুত	মে,১৩	জুন,১৩
৪	প্রশিক্ষণ, ডাটা সংগ্রহকারী, পিআর এডুকেটর কাউন্সিলর, নার্স	জুলাই,১৩	আগস্ট,১৩
৫	ডাটা সংগ্রহ	অক্টোবর,১৩	ডিসে,১৩
৬	ডাটা এন্ট্রি ও এনালাইসিস	জানু,১৪	ফেব্রু,১৪
৭	রিপোর্ট প্রস্তুত	মার্চ,১৪	এপ্রিল,১৪
৮	রিপোর্ট উপস্থাপন	মে,১৪	

সারণী - ২৭: পথ শিশুদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কর্মপরিকল্পনা

ঘ) মহিলাদের আবাসিক চিকিৎসা চালুকরণ

বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বহিঃ বিভাগে মহিলাদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে সরকারি হাসপাতালে মহিলাদের আবাসিক চিকিৎসা প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। সে প্রেক্ষিতে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য ১০ বেডের ওয়ার্ড চালু করার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে চালু করা হবে।

ঙ) রোগীদের মাথাপিছু দৈনিক পথ্যের হার বৃদ্ধিঃ

আবাসিক রোগীদের বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক পথ্যের হার ৭৫/-স্থলে ১৫০/-টাকায় উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টির সরকারি অনুমোদন অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তাহলে প্রদত্ত খাবারের মান যথেষ্ট উন্নয়ন করা যাবে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল সমূহে ইতোমধ্যেই দৈনিক মাথাপিছু পথ্যের হার ১২৫/- টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে চালু করা সম্ভব হবে।

চ) মাদকাসক্তির চিকিৎসা সেবার আউটরীচ প্রোগ্রাম

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক অফিসের সহযোগীতা ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সৌজন্যে বৃহত্তর ঢাকার মাদক প্রবণ এলাকায় প্রতিমাসে একটি করে আউটরীচ চিকিৎসা সেবা চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে চালু করা হবে।

ছ) চিকিৎসা নিতে অনিচ্ছুক রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

অনেক অভিভাবক অভিযোগ করে যে, তাদের মাদকাসক্ত সন্তান চিকিৎসা নিতে অনিচ্ছুক। টাকার চাহিদা যোগান দিতে গিয়ে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন আর পাশাপাশি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এ সকল অসহায় পরিবারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক অফিস সমুহের সহযোগীতায় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায় ৭: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১। তিনটি জাতিসংঘ কনভেনশন

বাংলাদেশ মাদক বিষয়ক তিনটি জাতিসংঘ সনদ যথা: (১) ১৯৬১ সনের Single Convention on Narcotic Drugs, (২) ১৯৭১ সনের Convention on Psychotropic Substances ও (৩) ১৯৮৮ সনের Convention against Illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances স্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশে এ সনদগুলো যথাক্রমে ৯ মে ১৯৮০ তারিখে ১৯৬১ সনের সনদ এবং ১৯৭১ ও ১৯৮৮ সনের সনদ দুটি ১১ অক্টোবর ১৯৯০ থেকে বলবৎ এবং সদস্য রাষ্ট্রের জন্য অনুসরণীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। প্রতি বছর INCB (International Narcotics Control Bureau), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) এর সাথে নির্ধারিত তথ্য, নিয়ন্ত্রিত মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও আমদানী-রফতানী, পাচার প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান করে। এ সকল সনদে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রের সাথে চাহিদা অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে তথ্যের আদান-প্রদান ও আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

২। ২০১২ সনে বিশ্ব মাদক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য প্রবণতা

২০১২ সনে বিশ্ব মাদক পরিস্থিতি বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হচ্ছে :

ক. পৃথিবীতে আফিম উৎপাদন বৃদ্ধি যার ২৫% আফগানিস্তানে[৫] ও মায়ানমারে ৩% (পৃথিবীর ১ম ও ২য়); (৩) মায়ানমারে অপিয়াম পপি চাষ বৃদ্ধি[৬]; (৪) হেরোইন পাচার বৃদ্ধি; (৫) মেথামফিটামিন ক্রিস্টাল ও নতুন সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স (যেমন ক্যানাবিনল ও কৃত্রিম আফিম) ছড়িয়ে পড়া ও (৬) নকল ঔষধ ও নকল মাদকের ব্যাপক উপস্থিতি;

খ. গত এক দশক যাবত পৃথিবীতে মাদকের ওপর নির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫% এবং সম্পূর্ণ মাদকাসক্ত ব্যক্তি ০.৫% এ স্থির। এ্যালকোহলজনিত আসক্তি বা ধূমপান থেকে মৃত্যুর সংখ্যা মাদকাসক্তিজনিত মৃত্যুর যথাক্রমে ১০ গুণ ও ৩০ গুণ বেশী।

গ. মেথাফিটামিন এর পাচার ও ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. ONE TEAM CONCEPT (Narcotics, Police, Customs, Intelligence & Immigration)

৩। ২০১২ আন্তর্জাতিক নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (INCB) বার্ষিক প্রতিবেদন

মার্চ ২০১৩ সনে আন্তর্জাতিক নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (INCB) প্রকাশিত ২০১২ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনে[৭] বাংলাদেশের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণসমূহ হচ্ছে:

ক. জানুয়ারী ২০১২ সনে আন্তর্জাতিক নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড (আইএনসিবি) এর **মূল্যায়ন মিশন**[৮]

---

[৫] চলতি বছর উৎপাদন ৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ইরান আশংকা করছে। চলতি বছরের ৬ মাসে ইরান ৬২৩৫ কেজি হেরোইন আটক করেছে। রাশিয়ার হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সনে আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদন ছিল ১০-২০ টন যা ২০০৭ সনে ৭৫০০ টন ও ২০১১ সনে ৫০০০ টন ছিল। ২০১২ সালে ৭০০০ টন আফিম উৎপাদিত হবার অনুমান (৩৬ **HONLEA** - হোনলিয়া সম্মেলনে প্রাপ্ত তথ্য)।

[৬] মায়ানমার অবৈধ পপি ক্ষেতগুলো ধ্বংসে চলতি সন থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করা হয় ৩০% পপি ক্ষেতগুলো সরকার ধ্বংস করেছে।

[৭] পৃ ১২-১৭, ৮৩-৮৮ এবং ৯৪: বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১২) আর্ন্তজাতিক নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড (আইএনসিবি) ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া থেকে ৫ই মার্চ ২০১৩ সনে প্রকাশিত। (www.incb.org; E/INCB/2012/1)

ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত কাঁচামালগুলোর লাইসেন্স, ব্যবহার ও বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং এগুলো অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধে জাতীয় জনমত গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দফতরে আরো বেশী ফার্মেসীতে ডিগ্রিধারী পেশাজীবীদের অন্তর্ভূক্ত করে এনফোর্সমেন্ট সক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। একই সাথে ঔষধ শিল্পের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করেছে। **এসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ বোর্ড প্রশংসা করেছে।** পাশাপাশি বোর্ড এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রিপারেশনস এর অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধে একযোগে কাজ করার সুপারিশ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে ঔষধ শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে মাদকবিরোধী জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তোলার ওপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পকে নিজ উদ্যোগে আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করতে সুপারিশ করেছে।

খ. বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত পথে ফেন্সিডিল ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও ইনজেকশন পাচারের পরিমান বৃদ্ধির তথ্য নথীভুক্ত হয়েছে। একই সাথে এ অঞ্চলের সরকারগুলোর - বিশেষ করে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের - গাঁজা ও পপি চাষ বন্ধে গৃহীত কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছে।

গ. ভারত ও মায়ানমার এর বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে হেরোইন পাচারের নতুন ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসকল হেরোইন পার্বত্য এলাকায় বন ও সমুদ্র পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং ঢাকার বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর পথে আবার দেশের বাইরে চলে যায়। ২০১০ সনের তুলনায় ২০১১ সনের হেরোইন আটকের পরিমান কমার কথাও নথীভুক্ত হয়েছে।

ঘ. বুপ্রেনরফাইন (২০১০ সনে আটক ৭০ হাজার এম্পুল যা ২০০৬ সনের তুলনায় ৪০গুন বেশী) ও বেনজোডায়াফিন প্রভৃতি সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স ভারত থেকে পাচার হয় মর্মে নথীভুক্ত হয়েছে। মায়ানমার থেকে পাচার হয়ে আসা এমফিটামিন টাইপ উত্তেজক ট্যাবলেট ইয়াবার বিস্তার নথীভুক্ত করা হয়েছে (২০০৬ সনে যেখানে মাত্র ২০০০ ট্যাবলেট আটক হয়ে তা ২০১১ সনে এসে ১৪ লক্ষে পৌছেছে। মায়ানমারের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ১৬টি অবৈধ ইয়াবা তৈরীর কারখানায় এগুলো উৎপাদিত হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ঙ. মধ্য আমেরিকার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত সিউডোএফিড্রিন এর চালান ইউরোপীয় বন্দরে আটক হয়েছে এবং এটিকে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশনস অবৈধ ব্যহারের জন্য চোরাচালানের চেষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ সনের আইএনসিবি বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে গুয়াতেমালায় সর্বাধিক বেশী এফিড্রিন ও সিউডোএফিড্রিন পাচারের উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি পাকিস্তানী কোম্পানী বাংলাদেশের নাম ব্যবহার করে গুয়াতেমালা ও পানামায় যথাক্রমে হল্যান্ড ও সিংগাপুরকে ব্যবহার করে সিউডোএফিড্রিন দ্বারা তৈরী ঔষধ পাচার করে। মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্র গুয়াতেমালা, বেলিজ, কলাম্বিয়া, এল সালভেদর, হুন্ডুরাস, মেক্সিকো ও

---

[৮] গ্রাম অঞ্চলে মাদকাসক্তি বৃদ্ধি বিশেষ করে মেথাএমফিটামিন দ্বারা তৈরী ট্যাবলেট, ফেন্সিডিলকে নেশার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার এবং পুরনো ঢাকার অলিগলিতে বুপ্রেনরফাইন জাতীয় ইনজেকশন দিয়ে নেশার বিষয়টিও মিশনের নজরে আসে। ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল ও প্রিকারসার কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে ব্যবস্থপনা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় সুপারিশ করে। আর্ন্তজাতিক মাদক চোরাচালান চক্র কর্তৃক বাংলাদেশে বৈধভাবে আমদানীকৃত ও উৎপাদনে ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল সিউডোএফিড্রিন এর অবৈধ ব্যবহার চেষ্টা প্রতিরোধে আরো নিবিড় তদারকীর ওপর মিশন গুরুত্ব আরোপ করে। মাদকাসক্তি নিরাময়ে সীমিত চিকিৎসাসেবার কথাও মিশন উল্লেখ করেছেন। বোর্ড বাংলাদেশের পাশাপাশি এশিয়াতে পাকিস্তান, সৌদী আরব, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়াসহ মোট ১৩টি দেশে এ ধরণের তদারকী মিশন প্রেরণ করে।

নিকারাগুয়ায় এফিড্রিন ও সিউডোএফিড্রিন রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রিকারসার কেমিক্যাল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কার্যকর করার জন্য বোর্ড বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে।

চ. দোহা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২০১১ সনে ৫৩৫ কেজি আফিম আটকের কথা বলা হয়েছে (পূর্ববর্তী বছরগুলোতে তা পাঁচ কেজির কম ছিল) এবং এগুলো বাংলাদেশ, মিশর ও ইরান থেকে আগত বিমানযাত্রীদের কাছ থেকে আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে চীনে ৬৪ কেজি এফিড্রিন (in the form of deteriorating pharmaceutical preparations) পাচার করার বিবরণ নথীভুক্ত হয়েছে।

ছ. দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যার ৩.৬% বছরে অন্ততঃ একবার গাঁজা সেবন করে। আফিম জাতীয় মাদক ব্যবহারকারী ০.৩%। ভারত ও বাংলাদেশে বেনজোডায়াপাইন ও কোডিন সিরাপ (ফেন্সিডিল) ব্যবহারকারী উল্লেখযোগ্য। হেরোইন এর বিকল্প হিসেবে নারকোটিক ড্রাগ ও সাইকোট্রোপিক সাবসটেন্স নেশায় ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে প্রতিবেদনাধীন সময় হেরোইন, ফেন্সিডিল ও ইয়াবাকে সবচেয়ে বেশী নেশার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পথশিশুদের মাদকাসক্তির কথা নথীভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সনে ২৫০০ জন মাদকাসক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন যা অপর্যাপ্ত।

উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে প্রতিকারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো আরো যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যমান আইনের আমূল পরিবর্তনের খসড়া বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই এটি মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সাংগঠনিক সংস্কারের প্রস্তাব সচিব কমিটিতে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন আছে। মধ্য আমেরিকায় মাদক নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল/ঔষধের বিষয়ে তদন্ত বাংলাদেশে চলমান আছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য বিনিময় করা হয়েছে।

৪। সার্ক

বাংলাদেশ ১৯৯০ সনের SAARC Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances বাস্তবায়ন করছে। ২০১২ সনে ভারত, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেছে।

SAARC Drug Offences Monitoring Desk (SDOMD)

১৯৯২ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সার্কের এক সভায় SDOMD গঠিত হয়। SDOMD মূলতঃ সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে নিয়মিত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ হতে SDOMD হতে সরবরাহকৃত Input Form, IR & DR Form এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মাদক অপরাধ নজরদারীতে সার্কভূক্ত দেশসমূহের ফোকাল পয়েন্ট এর সভা

- Meeting of the Focal points of SAARC Drug Offences Monitoring Desk(SDOMD) and SAARC Terrorist Offences Monitoring Desk (STOMD) এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের ১১/৫/২০০৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম সভাটি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ২০/১০/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

- SAARC Drug Offences Monitoring Desk(SDOMD) এর তৃতীয় (ইসলামাবাদ-২০১০) ও চতুর্থ সভা (কলম্বো-২০১১) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০-২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে সার্কভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে রূপসী বাংলা হোটেল, ঢাকায় Experience Sharing Meeting on the Best Practices Relating to Counter Narcotics Among the Narcotics and Drugs Related Officials of the Member States of SAARC বিষয়ে ০৩(তিন) দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকাসহ ৬টি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক মাদক পরিস্থিতির উপর পর্যালোচনা ও তথ্য বিনিময় করে।

৫। বাংলাদেশ পুলিশ

আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল এর মাদকবিরোধী কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। ইন্টারপোল তথ্য ভান্ডারে বাংলাদেশে সকল মাদকবিরোধী কার্যক্রমের তথ্য প্রেরণ করছে।

৬। বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সহযোগিতায় মাদকবিরোধী প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে।

৭। ৩৬ HONLEA - হোনলিয়া

৩০ অক্টোবর - ২ নভেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত থাইল্যান্ড এর রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে জাতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের প্রধানদের ৩৬তম সভায় (Head of National Drug Law Enforcement Agencies in Asia and the Pacific **HONLEA** - হোনলিয়া নামে সমধিক পরিচিত) বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করেন। এ সম্মলনে বাংলাদেশের জন্য লক্ষণীয় মাদক পাচার প্রবণতা, মামলার সংখ্যা ও আটককৃত আসামীর তথ্য নিম্নরূপ:

ক্র:	দেশের নাম	২০১১-১২সনে জব্দকৃত ৫টি মাদকদ্রব্য/প্রিকারসর কেমিক্যালস					মামলা (টি)	আসামী (জন)	মন্তব্য
		হেরোইন (কেজি)	এটিএস (কেজি/ ট্যাবলেট)	গাঁজা (কেজি)	কোডিন (কেজি/ বোতল)	এএমপি (কেজি/ ট্যাবলেট)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	বাংলাদেশ	৮৬.১০	১১.৮৭ লক্ষ ট্যাব	২৮৭০০	৮.৯৬ লক্ষ	০.৮১ লক্ষ ট্যাব	২৯০০০	৩৬০০০	-
২.	মায়ানমার	১৪৮	১.৬০ কোটি ট্যাব	৫৮৮০০০ কেজি	-	৩১.৩০ লক্ষ কেজি	২৪৫৭	৩৩৮০	৯টি সিনথেটিক প্রিপারেশন
৩.	থাইল্যান্ড	৭৩	৭.১ কোটি ট্যাব	১৫৩২০	-	১১৬৮ কেজি	১১০৯৬০	১১৮৭১৬	কোকেইন ১০ কেজি
৪.	চীন	৭০০৮	১৪০৩২ কেজি	-	-	৭২০ টন প্রিকারসার	১০১৭০০	১১২৪০০	-
৫.	অস্ট্রেলিয়া	৩০৯	৬০২ কেজি	১৬	-	২০০০	৬০১৭	-	কোকেইন ৫৭৩ কেজি
৬.	শ্রীলংকা	৩৯	১.৭৬ কেজি	৬৩৬৫৬	-	-	৪২৫০৩	-	-

ক্র:	দেশের নাম	২০১১-১২সনে জব্দকৃত ৫টি মাদকদ্রব্য/প্রিকারসর কেমিক্যালস					মামলা (টি)	আসামী (জন)	মন্তব্য
		হেরোইন (কেজি)	এটিএস (কেজি/ ট্যাবলেট)	গাঁজা (কেজি)	কোডিন (কেজি/ বোতল)	এএমপি (কেজি/ ট্যাবলেট)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭.	নিউজিল্যান্ড	৪	৬৪০০০ ট্যাব	৫০৭ কেজি	-	৩০০ কেজি	৪৪০০	-	কোকেইন ১৬ কেজি
৮.	জাপান	৩.৬	৩৫০ কেজি	১৭০ কেজি	-	২৮০০০ ট্যাব	-	১৪৫০০	-
৯.	ক্যাম্বোডিয়া	১	-	১.২০	-	১কেজি	৫২৪	১১০৪	২৯.৪০ কোকেইন

সারণী ২৮: ২০১১-১২সনে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নির্বাচিত দেশে আটককৃত ৫টি মাদকদ্রব্য/প্রিকারসর কেমিক্যালস

৮। বাংলাদেশ-ভারত মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ-ভারতে ৪১২৫ কিলোমিটারের স্থল সীমান্ত উভয়দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সীদ্বয়ের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। কোন প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা না থাকায় উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাদক পাচার প্রতিরোধে সদা তৎপর থাকতে হয়। এ কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিকভিত্তিতে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ-ভারত মার্চ ২০০৬ সনে Agreement for Mutual Cooperation for Preventing Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Related Matters স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী ২০০৯ সনের মার্চ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ভারতের নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো এর মহাপরিচালক পর্যায়ে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ দুদেশের নোডাল এজেন্সীর ৩য় মহাপরিচালক পর্যায়ের সভা ৪-৫ অক্টোবর, ২০১২ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদূত নয়াদিল্লী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড) অংশ গ্রহণ করেন। সভায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) মাদক পাচারের রুট ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বিষয়ে রিয়েল টাইমে অপারেশনাল ইন্টিলিজেন্স সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে (ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ফোন) ব্যবহার করে তথ্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) ফেনসিডিল পাচাররোধে অভিযান পরিচালনা, তথ্য বিনিময় এর পাশাপাশি ভারত আগামী ২০১৩-২০১৪ বছর থেকে কোডিন ফসফেট আমদানি কোটা ৫০ মেট্রিক টন থেকে নামিয়ে ২০ মেট্রিক টনে করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়।

(গ) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মাদক বিরোধী যৌথ পরিদর্শন এবং নতুন ধরনের মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। পাচারকৃত মাদকের ছবি ও লেবেল হস্তান্তর করা হয়।

(ঘ) মাদকের চাহিদা, সরবরাহ হ্রাসে ও চিকিৎসা ও পুনর্বাসন উভয় দেশে দক্ষ জনবল গঠনে প্রশিক্ষণ ও Best Practices এর অভিজ্ঞতা বিনিময় করার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহাপরিচালক পর্যায়ে পরবর্তী সম্মেলন আগামী ২০১৩ সনের আগস্ট মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৯। বাংলাদেশ- মায়ানমার মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মায়ানমার-বাংলাদেশ এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় উভয় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর,২০১১ ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় সভা আগামীতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:-

- নাফ নদীসহ উপকূলীয় এলাকায় নৌকাযোগে মাদক পাচারকারীদের উপর নজরদারী বৃদ্ধিসহ তাৎক্ষণিকভাবে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- উভয় দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় পপি চাষ এবং অবৈধ মাদকদ্রব্য উৎপাদন কারখানা বন্ধে তথ্য আদান প্রদান; এবং
- উভয় দেশ মাদক পাচারকারী এবং পলাতক মাদক অপরাধীদের বিষয়ে তথ্য বিনিময় এবং মাদক অপরাধ তদন্তে পারস্পারিক সহযোগিতা।

১০। কলম্বো প্লান (Colombo Plan - CP)

১৯৫০ সাল হতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি নিয়োজিত। বাংলাদেশসহ এর সদস্যভূক্ত দেশের সংখ্যা ২৭। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কলম্বো প্লানের সদস্য হয় ও নিয়মিত বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ করে আসছে। কলম্বো প্লানের ৪টি স্থায়ী প্রোগ্রামের মধ্যে একটি হলো DAP (Drug Advisory Programme)। ১৯৭৩ সালে কলম্বো প্লানের ২৩ তম বার্ষিক সভায় সদস্য দেশসমূহে মাদকের অপব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া ও তা উন্নয়নে বাধা হিসেবে বিবেচনা করে এ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। সদস্য দেশসমূহে মাদকের চাহিদা রোধে পারস্পরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে আয়োজিত সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত তথ্য আদান প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পেশাজীবিদের বেসিক লেভেল প্রশিক্ষণের জন্য কলম্বো প্লানের সহায়তা কর্ম পকিল্পনা এ প্রতিবেদনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

১১। মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় Oral Drug Substitution (ODS) কার্যক্রমের প্রবর্তন

- আইসিডিডিআর'বি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, NASP (National AIDS and STD Programe) এবং UNODC, ROSA এর সহায়তায় ODS পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের দুটি রুমে ২০১০ সালের ১০ জুলাই হতে রোগীদের মেথাডন দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়েছে।
- এ কেন্দ্র হতে রোগীরা যে সকল সেবা গ্রহণ করে সেগুলো হল- প্রতিদিনের মেথাডন ডোজ, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা-সেবা, মনো-সামাজিক সেবা এবং স্বেচ্ছায় এইচআইভি পরীক্ষা সেবা।
- এ প্রকল্পের আওতায় রোগীদের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর পাঁচ ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তা হলো ঃ আচরণগত, শারীরিক, মানসিক, মাদক নির্ভরশীলতা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত উপাত্ত।

- পাইলট প্রকল্পটির পরিধি বৃদ্ধি ও বর্তমান ১৫০ জন রোগী হতে বৃদ্ধি করে মোট ৬০০ জন রোগীকে নিয়মিত মেথাডন দিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরো দুটি ড্রপ ইন সেন্টার খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করে এবং সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠনে নীতিগত অনুমোদন করেছে। জুন ২০১২ সনে ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত UNODC এর উদ্যোগে **Expert Group Meeting** অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।

অধ্যায় - ৮: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের কৌশল

১। একটি মহৎ উদ্যোগ এবং বিশাল প্রেক্ষাপটের চিন্তাচেতনা নিয়ে ১৯৯০ সালে এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মুহূর্তে যে সব কঠিন চ্যালেঞ্জ অধিদপ্তর মোকাবেলা করছে সেগুলো হলো ঃ

(১) এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা নিরস্ত্র অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের অন্যতম দুর্ধর্ষ ও সশস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(২) প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মাদক অপরাধের মত মারাত্মক একটি অপরাধ মোকাবেলায় এ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্টের জন্য জনবল মাত্র প্রায় ৭০০ জনের মত। এতে প্রতি ২,২৮,৫০০ জনের বিপরীতে ১জন মাত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী। কাজেই এত স্বল্প জনবল নিয়ে মাদকের মত একটি বিশাল ও আন্তর্জাতিক সমস্যাকে মোকাবেলা করা এ অধিদপ্তরের জন্য সত্যি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

(৩) মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কালো টাকার প্রভাবে সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও কলুষিত করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের সখ্যতা গণমাধ্যমের একটি নিত্যনৈমিত্তিক সংবাদ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রভাব, প্রলোভন ও দুর্নীতির জাল থেকে আত্মরক্ষা করা একটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

(৪) মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাত্ত্বিক এবং পেশা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। এ অধিদপ্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে এসব জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

(৫) মাদক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লেষ রয়েছে। অধিদপ্তরের এত অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে একটি সংস্থার পক্ষে এত বিচিত্র বহুমুখী ও বহু মাত্রিক কাজ করা সত্যিই কঠিন।

(৬) জনবলের স্বল্পতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই দুর্বল এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পুলিশ, বিজিবি প্রভৃতি কর্মসঙ্গীদের সঙ্গে এর কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এদেরকে অবমূল্যায়ন ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। এমনি একটি অবস্থায় আন্তঃসংস্থা যোগাযোগ ও সমন্নয়ের ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর অন্যদের তুলনায় বহু পিছনে পড়ে আছে।

(৭) বৃটিশ আমলে এ অধিদপ্তরের পূর্বসূরী প্রাক্তন আবগারী বিভাগ মূলতঃ মাদকের বিপণন সহায়ক একটি রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা ছিল। ১৯৯০ সালে জনকল্যাণে অপরাধ দমন এবং চিকিৎসা পূনর্বাসনে নতুন চেতনায় উক্ত আবগারী বিভাগ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হিসাবে পূর্নগঠিত হলেও জনমন থেকে এখনো আবগারী বিভাগের ধারণা ও ইমেজ তিরোহিত হয়নি। ফলে অনেকে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাদক বান্ধব মনে করে এবং জনমনে এ অধিদপ্তরের মানুষদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি কম।

২। মাদক বিরোধী অপারেশন পরিচালনায় বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা উত্তরণের উপায়

(ক) **চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ**

(১) আইনগত দুর্বলতা;

(২) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান,

(৩) আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা এবং প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা,

(৪) বাংলাদেশের জনসাধারণের অসচেতনতা এবং মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে না পারা,

(৫) নতুন নতুন সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস্ (ইয়াবা, কেটামিন) এর আবির্ভাব,

(৬) ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, অপরাধীদের ব্যবহৃত মোবাইলসমূহ ট্রাকিং এবং অপরাধ দমন কাজে যানবাহনের অভাব,

(৭) বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের গোপন সংশ্লিষ্টতা এবং

(৮) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ (ভারত, মায়ানমার) থেকে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ করতে না পারা।

(খ) **উত্তরণের উপায় ঃ**

- বর্তমানে প্রচলিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুর্বল দিকসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করতে হবে।
- ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারত এবং মায়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্ক জোরদার করে পারস্পরিকভাবে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।
- দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।
- বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীরা মাদক ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এদের মোকাবেলার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অধিদপ্তরকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করতে হবে।
- সময়ের বিবর্তনে এ দেশে বিভিন্ন ধরণের সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস্ এর আবির্ভাব হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি এবং Psychotropic Substances এর আমদানীর ব্যবহার ও বিপণন ব্যবস্থার প্রতি কড়া মনিটরিং এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- সার্কেল/উপ-অঞ্চল গুলোতে যানবাহন, ওয়াকিটকি, অস্ত্র, পোশাক, ফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ন্যায় মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৎ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন ব্যবস্থা এবং নৈতিকতার উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে ঝুঁকিভাতা, তদন্তভাতা, রেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

- অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করাসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে একাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১। মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির অভাব যেমনঃ পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টর, প্রচার সংশ্লিষ্ট উপকরণাদী বহন উপযোগী গাড়ী, ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, মাইক ইত্যাদি।

২। বেশিরভাগ জনসাধারণের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার জনিত ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিষয় ভিত্তিক সচেতনতার অভাব।

৩। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল না থাকা এবং এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার জন্য দক্ষ জনবল পদায়ন না করা ও পর্যাপ্ত বাজেট না থাকা।

৪। মাঠ পর্যায়ে আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় ও যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়া বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তাদের আগ্রহের অভাব ও উদাসীনতা।

৫। মাদক ব্যবসা ও মাদক প্রবন এলাকায় রাজনৈতিক নেতাদের নেপথ্যে প্রভাব বিস্তার ও মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

উত্তরণের উপায়সমূহ ঃ

১। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের প্রতিটি উপ-অঞ্চল ও সার্কেলে নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২। প্রতিটি উপ-অঞ্চলে নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রশিক্ষিত জনবল পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। নীতি নির্ধারক পর্যায় থেকে আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা মূলক কার্যক্রমকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মাদক ব্যবসা বন্ধে স্হানীয়ভাবে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪। সকল জনসাধারনের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার পাশাপাশি মাদকদ্রব্যের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষতির বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরীতে ঐক্যমত ও উদ্যোগ গ্রহণ।

উপসংহার

২০১৩ সনেও অধিদপ্তর দেশব্যাপী গণসচেতনতা কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) এ আরো জোরদার করা হবে। এ কাজে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ), নাগরিক সংগঠন, এনজিও ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগীতায় মাদক ব্যবহারের কুফল এবং এর বিপদ সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পোস্টার প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে। নতুন নতুন থীম নিয়ে লিফলেট, স্টিকার প্রভৃতি বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন জনসমাগম স্থল যথা হাট-বাজার, লঞ্চ স্টেশন প্রভৃতি স্থানে অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক পথ সভার আয়োজন করা হবে। দেশী/বিদেশী সংগঠনের সহযোগীতায় জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় পর্যায়ে বিষয় ভিত্তিক পেশাজীবীদের নিয়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে। যদিও সেবা উন্নয়ণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস ও ক্ষতি হ্রাস কর্ম কৌশলে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে অপারেশনস অধিশাখার কার্যক্রমের ছবি ঃ

উদ্ধারকৃত নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট

চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল কর্তৃক উদ্ধারকৃত ফেনসিডিল, বহনকারী পরিবহন ও আটককৃত ব্যক্তি

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল কর্তৃক আটককৃত বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য

ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেল কর্তৃক আটককৃত মাদকদ্রব্যের আলামত ধ্বংস

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল কর্তৃক উদ্ধারকৃত নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট ও আটককৃত ব্যক্তি

ঢাকা উপ-অঞ্চলের গাজীপুর সার্কেল কর্তৃক আটককৃত মাদকদ্রব্য (গাঁজা)

Annual Drug Report 2011 এর মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এম.পি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এর সাথে মহাপরিচালকের বৈঠক ফেব্রুয়ারী ২০১২

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৬ জুন ২০১২ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

রাজারবাগের পুলিশ টেলিকম অডিটরিয়ামে ডি.এম.পি কমিশনার এর আমন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা (জুলাই ২০১২)

অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Strategic Plan and Project Identification, Preparation and Approval of PPNB নামক কর্মশালার উদ্বোধন করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল । এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও পরিকল্পনা) ডঃ শওকত মোস্তফা।

পরিশিষ্ট - ১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা (সিটিজেন চার্টার)

লাইসেন্স ইস্যু ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি ইস্যু করে থাকে-

ক্রমিক	লাইসেন্স/পারমিট/পাস	ফি	সময়
১।	মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	৯০ দিন
২।	মাদকদ্রব্য আমদানি/মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ রপ্তানির লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	৯০ দিন
৩।	মাদকদ্রব্য আমদানি/মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ রপ্তানির ছাড়পত্র	--	৩০ দিন
৪।	মাদকদ্রব্য খুচরা বিক্রির লাইসেন্স	১,০০০ টাকা	৩০ দিন
৫।	মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট	১,০০০ টাকা	৩০ দিন
৬।	মাদকদ্রব্য বহন-পরিবহন পাস	--	৩০ দিন
৭।	মদ বিক্রি/মদ্যপানের বার লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	১২০ দিন
৮।	দেশী মদ মজুদ ও বিক্রয়ের লাইসেন্স পৌর এলাকায়- অন্যান্য এলাকায়-	 ১৪,০০০ টাকা ৬,০০০ টাকা	 ৯০ দিন
৯।	প্রিকারসর কেমিকেলস আমদানি/খুচরা বিক্রি/ব্যবহারের পারমিট আমদানি খুচরা বিক্রি ব্যাবহার	 ১০,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা	 ৯০ দিন ৬০ দিন ৩০ দিন
১০।	এলকোহল উৎপাদন (ডিস্টিলারী/ব্রিউয়ারী) লাইসেন্স	২০,০০০ টাকা	১২০ দিন
১১।	মদ্য পানের পারমিট- বিলাতী মদ- দেশী মদ-	 ২,০০০ টাকা ৮০ টাকা	 ৩০ দিন ৩০ দিন
১২।	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় বা পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স ১০ বেড পর্যন্ত ১১-২০ বেড পর্যন্ত ২০ বেডের উর্ধ্বে বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র-	২০,০০০ টাকা ৩০,০০০ টাকা ৫০,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা	৯০ দিন
১৩	বেসরকারি সংস্থা (NGO) নিবন্ধন	১,০০০ টাকা	

ক) উপরোক্ত লাইসেন্স, পারমিট, পাস প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ) আবেদন ফরম অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

গ) অধিদপ্তরের Website www.dnc.gov.bd থেকেও ফরমসমূহ Download করা যাবে।

ঘ) পূরণকৃত ফরম প্রধান কার্যালয়/সংশ্লিষ্ট উপ-আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা যাবে।

ঙ) পূরণকৃত ও দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর সরেজমিন তদন্তক্রমে উপযুক্ততার ভিত্তিতে আইনের বিধান অনুসারে লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি ইস্যু করা হবে।

চ) আবেদন ফরমে উল্লিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন ও নির্ধারিত হারে লাইসেন্স ফি প্রদান করতে হবে।

ছ) সকল শর্তাবলী পূরণের পরও মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনায় লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি প্রদান কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন।

জ) বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স/পারমিটের জন্য বর্তমানে বলবৎ বিধি/আইন অনুযায়ী বর্ণিত হারে ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ১০০১ কোডে জমা দিয়ে জমার রশীদ আবেদন ফরমের সাথে দাখিল করতে হবে। নগদ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

পরিশিষ্ট - ২: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬.১। মহাপরিচালক

(ক) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(১) সভাপতির নির্দেশক্রমে সভা আহ্বান এবং সভা অনুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালননা কার্য সম্পাদন।

(২) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ, মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে প্রশাসনিক, প্রয়োগিক ও সকল টেকনিক্যাল বিষয়াদির উপর বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত দেশের অভ্যন্তরে সকল সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষণ ও তাদের সকল কর্মের সমন্বয় সাধনে বোর্ডের প্রতিনিধি বা সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন।

(৩) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলের আয়ন ব্যয়ন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন ও উক্ত তহবিলের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ।

(৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকারের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদন।

(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসাবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর বিধানাবলী প্রয়োগের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে যাবতীয় প্রশাসনিক ও কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা।

(২) অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে মূখ্য হিসাব কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।

(৩) মাদকশুল্ক আদায়যোগ্য পণ্যের উপর হতে মাদকশুল্কের হার নির্ধারণে সরকারকে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার হিসাবে উপদেশ প্রদান এবং নির্ধারিত হারে সকল প্রকার মাদকশুল্ক আদায় নিশ্চিন্তকরণ।

(৪) মাদকদ্রব্যের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত আইন ও বিধিসহ সকল সরকারি আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করণ।

(৫) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কার্যাবলীর তদারকি, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, শৃংখলা নিশ্চিত করা।

(৬) অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কার্যাবলী ও বিষয়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও সরকারকে বিধিমালা প্রণয়নে সাহায্য করণ।

(৭) অধিদপ্তরের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান।

(৮) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যে কোন অপরাধের তথ্যানুন্ধান, অপরাধ দমন, তদন্ত, বিভাগীয় মামলা পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান।

(৯) মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কাজে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহিত যোগাযোগ রক্ষা।

(১০) মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানের সমন্বয় ও সংরক্ষণ।

(১১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ মোতাবেক লাইসেন্স, পারমিট এবং পাস প্রদান, নবায়ন এবং উহা বাতিল স্থগিতকরণ।

(১২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় বাজেয়াপ্তকৃত মাদকদ্রব্য, যানবাহন এবং অন্যান্য সম্পত্তি বিলিবন্দেজ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৩) মাদকদ্রব্যের বিপক্ষে জনসাধারণের সচেতনতা ও জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(১৪) মাদকদ্রব্যের চোরাচালান, অবৈধ ব্যবসায় ও অপব্যবহার রোধ ও দমনকল্পে প্রয়োজনীয় দমনমূলক ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(১৫) দেশের মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার ও ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ সরকারের নিকট তুলে ধরা এবং সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় জরীপ গবেষণা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৬) দেশের অভ্যন্তরে মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বোর্ড ও সরকারকে সাহায্য করা।

(১৭) আইন ও বিধি অনুসারে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের ক্ষেত্রে আপীলেট কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা।

(১৮) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন ও অন্যান্য সংসদীয় দায়িত্ব পালন।

(১৯) অধিদপ্তরের কম্পিউটার সেল এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।

(২০) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(২১) পাবলিক একাউন্টস কমিটির নিকট জবাবদিহিকরণ এবং অডিট আপত্তিসমূহের মীমাংসা করণ।
(২২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে সরকারি নিয়ম নীতি অনুসারে যে কোন কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ।
(২৩) কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশাসন এবং অর্থ প্রশাসনে সরকারি আদেশ, নির্দেশ, বিধি, বিধান ও আইনের আলোকে অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.২ । অতিরিক্ত মহাপরিচালক

(১) মহাপরিচালককে তাঁর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়তা করা এবং তার টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার হিসাবে কাজ করা।
(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ মোতাবেক অপরাধ সমূহের জন্য গৃহীত মামলা পরিচালনা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর তদারকির দায়িত্ব।
(৩) অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অফিস সমূহ পরিদর্শন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের তত্ত্বাবধান।
(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুরীর দায়িত্ব পালন।
(৫) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চোরাচালান ও অপরাধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান এর সমন্বয় ও সংরক্ষণ এবং সময়ে সময়ে মহাপরিচালককে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতকরণ।
(৬) লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে মহাপরিচালক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাছাই, সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি ও নিয়োগ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।
(৭) মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার প্রতিরোধে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা।

৬.৩। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময়

৬.৪। পরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও অর্থ)

(১) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ-বদলী, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মের পরিচালক ও সমন্বয় সাধনে মহাপরিচালকের অধীনে মূল কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন।
(২) পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদমর্যাদার সকল কর্মকর্তাদের নিয়ম মাফিক আন্ত অঞ্চলে বদলী/পদস্থাপনের ব্যবস্থা করা।
(৩) নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।
(৪) অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অফিস সমূহের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রদান এবং তাদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।
(৫) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।
(৬) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে দক্ষতাসীমা অতিক্রম/বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম/ঋণ প্রদানের দায়িত্ব পালন।
(৭) অধিদপ্তরের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এগুলির সংগ্রহের ব্যবস্থাকরণে মহাপরিচালককে সহায়তাকরণ।
(৮) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী ও আচরণ বিধির নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনিক ও অন্যান্য নিয়ম শৃংখলা নিশ্চিত করণ এবং অসদাচরণ ও শৃংখলা ভংগের শাস্তি নিশ্চিত করণ।
(৯) বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি/সুপারিয়ার সিলেকশন বোর্ড ইত্যাদিতে বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব প্রণয়ন।
(১০) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেন ছুটি মঞ্জুর করা।
(১১) অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকান্ডে প্রধান সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হিসাবে মহাপরিচালককে সহায়তা প্রদান।
(১২) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকুরী সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য তথ্যাবলীর সংরক্ষণ।
(১৩) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(১৪) অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমনের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।

(১৫) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক দায়িত্ব পালন।
(১৬) অধিদপ্তরের আয়-ব্যয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম মূল্যায়নে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অফিসসমূহ পরিদর্শন।
(১৭) পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির নিকট জবাবদিহি করণের জন্যে কাগজপত্র প্রণয়ন।
(১৮) আভ্যন্তরীণ অডিট।

৬.৫। পরিচালক(অপারেশন)

(১) আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক অপরাধ দমন, তথ্যানুসন্ধান, গোয়েন্দা কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিদর্শন, তদন্ত, প্রভৃতি কর্মের সার্বিক তত্ত্বাবধান সমন্বয় সাধন ও নিয়মিত পরিদর্শন।
(২) অপরাধ দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ, তথ্যানুসন্ধান, গোয়েন্দা কার্যক্রম, পরিদর্শন, তদন্ত প্রভৃতি কর্মে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও মহাপরিচালকের নিকট পেশ করন।
(৩) দেশের অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ তদন্ত এবং গোয়েন্দা কার্যক্রমের ব্যাপারে মহাপরিচালকের পক্ষে মূখ্য কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন।
(৪) আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের অন্যান্য সংস্থা ও সংগঠন সমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা।
(৫) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার সফল পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন।
(৬) অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশা ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নে মহাপরিচালককে পরামর্শ দান।
(৭) অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালকের নিকট প্রয়োজনমত প্রতিবেদন পেশ।
(৮) অপরাধ দমন, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, অপরাধীর সাজা প্রদান ইত্যাদির ব্যাপারে উপযুক্ত পরিসংখ্যান তৈরী সমন্বয় ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের নিকট নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল।
(৯) আটককৃত মালামালের বিধি মোতাবেক নিস্পত্তির ব্যাপারে মহাপচিালককে সহায়তা দান এবং মাঠ পর্যায়ের এ সকল কর্মের সার্বিক তত্ত্বাবধান সমন্বয় ও বাস্তবায়ন।

৬.৬। পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)

(১) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা।
(২) নিরোধমূলক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্যের চাহিদা নির্মুল করা।
(৩) সভা সম্মেলন, কর্মশালা ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন প্রকার উদ্বোদ্ধকরণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
(৪) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে নিবেদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন।
(৫) পোস্টার, প্রচার-পত্র, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে জনগণের মধ্যে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালন।
(৬) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মূলক কর্মকান্ড আয়োজনের মাধ্যমে মাদকাসক্তির প্রবণতা প্রতিরোধে সক্ষম কর্মী বাহিনী তৈরী করা।
(৭) মাদকাসক্তির প্রতিরোধ কল্পে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণামূলক প্রকল্প প্রস্তুত ও পরিচালনা করা।
(৮) মাদকাসক্তির ব্যাপ্তি ও প্রভাব সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও গবেষণা পরিচালনা।
(৯) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে মহাপরিচালককে সহায়তা দান।
(১০) আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন।
(১১) মহাপরিচালকের নির্দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন।

৬.৭। পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)

(১) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল দায়িত্ব পালন।
(২) দেশের সকল হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মাদকাসক্ত রোগীদের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ও জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান মহাপরিচালকের নিকট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা।
(৩) দেশের সকল হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মাদকদ্রব্য ঝুঁকিপূর্ণ ও ঔষধের ব্যবহারের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও উহা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৪) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত সকল সরকারি , বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের তালিকা প্রণয়ন ও নিবন্ধীকরণে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন।
(৫) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পর সমাজে তাদের আচরণ ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন পেশ।

(৬) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি , বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে উদ্ভাবিত বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর আলোচনা ও সভা অনুষ্ঠান এবং নির্দেশিকা প্রেরণ।

৬.৮। অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)

(১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা।
(২) নিত্য কর্মের আকারে দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য অব্যাহত তাগিদ দেওয়া।
(৩) সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মালামাল ও ব্যক্তির উপর নজর রাখা, পরীক্ষা করা এবং আটক করার জন্য তল্লাশী করার ব্যবস্থা করা।
(৪) শুল্ক, বিজিবি, পুলিশ, এন এস আই, ডিজিএফআই প্রভৃতি অন্যান্য এজেন্সীর সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানের জন্য যোগায়োগ রক্ষা করা।
(৫) মাদক অপরাধের ধরণ ও গতি প্রকৃতি চিহ্নিত করার জন্য প্রাপ্ত সকল তথ্য বিশদভাবে পরীক্ষা, যাচাই ও বিশ্লেষণ এর ব্যবস্থা করা এবং
(৬) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান (ইনকোয়রী) ও তদন্ত (ইনভেস্টিগেশন) করা।

৬.৯। অতিরিক্ত পরিচালক (আঞ্চলিক অফিস)

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক (বিভাগীয়) অফিসের সার্বিক দায়িত্ব পালন।
(২) অধীনস্থ সকল উপ-অঞ্চল, তত্ত্বাবধায়কের অফিস এবং সার্কেল অফিস সমূহ পরিদর্শন ও কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ন।
(৩) আঞ্চলিক অফিস সমূহের আওতায় অবস্থিত সকল ডিস্টিলারী, পণ্যাগার, ল্যাবরেটরী, পানশালা, দেশী/বিদেশী মদের দোকান পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।
(৪) উপ-অঞ্চল অফিস হইতে প্রাপ্ত চোরাচালান ও অপরাধ দমন সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট মূল্যায়ন ও মন্তব্যসহ পরিচালক অপারেশনের নিকট প্রেরণ।
(৫) পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, সহকারী প্রসিকিউটর ও সিপাইসহ এই পর্যায়ের কর্মচারীদের অঞ্চলের মধ্যে বদলী ও পদস্থাপন।
(৬) নিজ নিজ দপ্তরের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।
(৭) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিধি, আদেশ এর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন।
(৮) মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার রোধ কল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজকর্মে নেতৃত্ব প্রদান।

৬.১০। কম্পিউটার সেল, সিস্টেম এনালিস্টের কাজ ও দায়িত্বাবলী ঃ

(১) অত্র অধিদপ্তরের কম্পিউটার সেলের প্রধান হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন।
(২) অধিদপ্তরের কম্পিউটার সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
(৩) প্রস্তাবিত নতুন সিস্টেমের ওপর সম্ভাব্যতা পরীক্ষণকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নঃ ইহার হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং জনবল, আর্থিক, কারিগরী এবং সামাজিক দিক দিয়ে ইহা কতটুকু যুক্তিযুক্ত।
(৪) বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কম্পিউটার-এর মাধ্যম সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রণয়ন করা।
(৫) কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
(৬) নতুন কম্পিউটার সিস্টেমের অবজেকটিভ সংজ্ঞায়িত করা।
(৭) চলতি ম্যানুয়াল সিস্টেম পর্যালোচনা, ডকুমেন্টেশন ও নতুন সিস্টেম ডিজাইন।
(৮) নতুন কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের উপর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(৯) প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এবং অপারেটরদের কার্যাবলী তদারকী করা।

৬.১১। উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক (উপ-অঞ্চল)

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসাবে উপ-অঞ্চল অফিস সমূহের সার্বিক দায়িত্ব পালন।
(২) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, নিরোধ শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রচারণা এবং সর্বস্তরের জনগণকে মাদকবিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তকরণ।
(৩) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের বাস্তবায়ন।
(৪) অধীনস্থ সকল তত্ত্বাবধায়ক এবং সার্কেল অফিস সমূহ পরিদর্শন এবং তাদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধায়ন।

(৫) উপ-অঞ্চলের সকল পণ্যাগার, ডিস্টিলারী, পানশালা, দেশী/বিদেশী মদের দোকান পরিদর্শন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং এতদসংক্রান্ত বিধি, আদেশ মোতাবেক মাদকদ্রব্যের লাইসেন্স, পারমিট ইস্যু এবং নবায়ন।

(৭) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ মামলা পরিচালনা ও মামলার তদারকী।

(৮) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ মোতাবেক অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনা, আটককৃত মালামালের বিধি সম্মত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন।

(৯) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর শর্ত ভংগের দায়ে লাইসেন্স/পারমিটধারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজন বোধে কোর্টে মামলা দায়ের ও পরিচালনা।

(১০) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ মোতাবেক অপরাধ দমনে পরিকল্পনা প্রণয়ন নতুন কৌশল উদ্ভাবন, গোপনীয় সংবাদ দাতা নিয়োগ এবং নিষিদ্ধ মালামাল ও অপরাধী গ্রেফতার এর জন্য অভিযোগ পরিচালনা।

(১১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং এতদসংক্রান্ত সকল বিধি, সরকারি আদেশ, অধিদপ্তরের আদেশ ইত্যাদি সুষ্ঠ বাস্তবায়ন।

(১২) নিজ নিজ অফিসের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।

(১৩) স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত যোগাযোগ সংরক্ষণ।

(১৪) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে উদভুদ্ধকরণ এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ দমনে সক্রিয় করণের দায়িত্ব পালন।

(১৫) স্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অতিরিক্ত পরিচালক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ।

(১৬) অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণপুঞ্জি স্বাক্ষর, ভ্রমণ প্রতিবেদন গ্রহণ ও ভ্রমন বিল প্রতিস্বাক্ষর।

(১৭) সরকারি ও বেসরকারি ব্যাক্তিদের পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে মহাপরিচালকের নিকট কেসের বিবরণ ও প্রস্তাব প্রেরণ।

(১৮) উপ-অঞ্চল অফিসের বাজেট প্রণয়ন ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।

(১৯) মাসিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন, সংস্থাপন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।

(২০) কোর্ট কেস ও বিভাগীয় কেসের পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও প্রধান কার্য্যলয়ে প্রেরণ।

(২১) সহকারী পরিদর্শক, উপ-সহকারী পরিদর্শক ও সিপাইদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।

৬.১২ <u>প্রোগ্রামারের কাজ ও দায়িত্বাবলী ঃ</u>

১। সিস্টেম এনালিস্ট এবং ডাটা প্রসেসিং-এর সাথে প্রোগ্রাম-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা।

২। এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেওয়া।

৩। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান।

৪। প্রোগ্রামিং কাজ-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রোগ্রামিং-এর বিভিন্ন অংশের কাজ বিতরণ।

৫। সোর্স প্রোগ্রাম লেখা, পরীক্ষা এবং প্রোগ্রামের কার্য পর্যাবেক্ষণ, প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন এবং প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট তৈরী করণ, প্রোগ্রাম মেইনটেন করা ও প্রোগ্রাম ত্রুটিমুক্ত করা।

৬। প্রোগ্রাম উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। কার্যের ধারা এবং নতুন চাহিদার সাথে এবং নতুন মেশিনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা।

৮। সিস্টেম এনালিষ্টের অবর্তমানে তাঁহার দায়িত্ব পালন করা।

৯। সহকারী প্রোগ্রামার এবং অপারেটরদের কার্যাবলী তদারকী করা।

৬.১৩। <u>সার্কেলের দায়িত্বে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক/পরিদর্শকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-</u>

(১) মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহার প্রতিরোধে সার্কেল পর্যায়ে সার্বিক দায়িত্ব পালন।

(২) জনগণকে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং এলাকায় মাদকদ্রব্যের চাহিদা নির্মূল করার লক্ষ্যে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) মাদকাসক্তদের চিহ্নিতকরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা।

(৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সার্কেলের সর্বস্তরের জনগণকে অবহিতকরণ, অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র যুবকদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি।

(৫) সংশ্লিষ্ট এলাকার পানশালা, দেশী-বিদেশী মদের দোকান নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পেশ।

(৬) মজুদ রেজিস্টার ও বিতরণ রেজিস্টার সংরক্ষণ।

(৭) মদ্যজাতীয় পানীয়ের গুনগত মান যাচাই।

(৮) পণ্যাগারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান।

(৯) লাইসেন্স মোতাবেক বরাদ্দকৃত মদ্য/মদ্যজাতীয় পানীয় সংশ্লিষ্ট দোকান/প্রতিষ্ঠানকে সরবরহ করা।

(১০) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় অপরাধ দমন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ। আইন মোতাবেক প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিটের শর্ত পালন নিশ্চিতকরণ এবং শর্ত ভংগের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান লংঘন কারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১২) পানশালা, দেশী, বিদেশী মদের দোকানের মজুদ এবং মজুদ রেজিষ্টার যাচাই।

(১৩) মামলা পরিচালনা, রুজুকরণ ও তদারকি করা এবং প্রসিকিউটর ও সহকারী প্রসিকিউটরকে সার্বিক সাহায্য প্রদান।

(১৪) নির্ধারিত হারে মাদক শুল্ক ও সরকারের অন্যান্য ফি আদায় নিশ্চিত করা।

(১৫) মাদকদ্রব্যের অপরাধ দমনে স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৬) ডিস্টিলারীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা হিসাবে ডিস্টিলারীর জন্য মাদকদ্রব্যের বরাদ্দ, উৎপাদন, ব্যবহার, সরবরাহ, মজুদ, রাজস্ব আদায়, সংস্থাপন খরচ আদায় সংক্রান্ত সকল প্রকার দায়িত্ব পালন।

৬.১৪। <u>সিপাই (এনফোর্সমেন্ট)</u>

(১) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চোরাচালান রোধ এবং এতদসংক্রান্ত সকল অভিযানে আসামী আটক, আসামীগণকে থানায়/কোর্টে সোপর্দ করার কাজে আইন প্রয়োগকারী জনবল হিসাবে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সহযোগীতা করা।

(২) প্রধান কার্যালয়, সকল অঞ্চল, উপ-অঞ্চল ও সার্কেল অফিস এলাকায় পণ্যাগার ও অফিস সমূহের নিরাপত্তার কাজে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

(৩) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, সংবাদ সংগ্রহ ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা।

পরিশিষ্ট - ৩: জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

নং স্বঃমঃ(প্রঃ ৪)/মানি/বোর্ড-১/২০০৮/৩৯৭ তারিখঃ ১০/০৮/২০১১খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ এর ২ ধারা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ৪(চার) ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো ঃ-

১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- চেয়ারম্যান
২.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৩.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৫.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৬.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৭.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৮.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
৯.	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	- সদস্য
১০.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী	- সদস্য
১১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী	- সদস্য
১২.	সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৩.	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৪.	এডভোকেট তারানা হালিম, সংসদ সদস্য, ৩০৮ মহিলা আসন ৮ (প্রখ্যাত সমাজ সেবক)	- সদস্য
১৫.	ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি)	- সদস্য
১৬.	ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব ডেন্টিস্ট্রি, বারডেম, ঢাকা (প্রখ্যাত লোক হিতৈষী)	- সদস্য
১৭.	জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সম্পাদক, দি বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা। (প্রখ্যাত সাংবাদিক)	- সদস্য
১৮.	অধ্যাপক এম. আর. খান, বাড়ী নং-২৭, রোড নং-৩, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা (প্রখ্যাত চিকিৎসক বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ)	- সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	- সদস্য-সচিব।

২। উপরোক্ত বোর্ড অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং আগামী ২ (দুই) বছরের জন্য বহাল থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
১০/০৮/২০১১
(মনোয়ার হোসেন আখন্দ)
উপসচিব
ফোনঃ ৭১৬৯০৮৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারী ফরমস্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা
(প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ এবং ৫০ কপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

(অপর পৃষ্ঠা/২)

পরিশিষ্ট - ৪: জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর ২০১২ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

বোর্ড ফান্ড বিবরণী

SONALI BANK LIMITED
P.M. Office Br.

Statement of Account
Date 31-DEC-2012

Name : JATIO MADOK DRABBA NEONTRON BOARD, BANGLADESH
Address : SEGUN BAGICHA DHAKA

A/c Type : Short Notice Deposit
A/c No : 0107035000049
Open Date : 01 AUG-1991

For the Period: 01-JAN-2012 to 31-DEC-2012

Carried Over: 19,12,889.69

Tran Date	Particular	Tran Code	Cheque No	Withdrawal	Deposit	Balance Amount
02 APR-2012		CASH	CAL8650253	45,000.00		18,67,889.69
26 APR-2012		CASH			12,800.00	18,80,689.69
11-JUL-2012	RUPALI BL	CLEARING	HIC7089706	1,74,583.00		17,06,106.69
25-JUL-2012	JANATA BANK LIMITED	CLEARING			3,98,050.00	21,04,156.69
7-AUG-2012	DD	TRANSFER			7,420.00	21,11,576.69
03-SEP-2012	DD	TRANSFER			1,61,805.00	22,73,381.69
07 NOV-2012		CASH			12,600.00	22,85,981.69
09-NOV-2012	DD/PIRJUPUR BR	TRANSFER			3,200.00	22,89,181.69
15 NOV 2012	MT/AGRABAD CORP BR	TRANSFER			1,535.00	22,90,716.69
06-DEC-2012	MT	TRANSFER			62,978.00	23,53,694.69
24-DEC-2012		CASH			120.00	23,53,814.69
25-DEC-2012	Maintenance Charge	Charges		200.00		23,53,614.69
25-DEC-2012	VAT for Maintenance Charge	VAT		30.00		23,53,584.69
26-DEC-2012	Excise Duty	EXCISE DUTY		1,000.00		23,52,584.69
30-DEC-2012	POSTED	INTEREST	INTEREST		1,03,035.00	24,55,619.69
30-DEC-2012	TAX@15%	Tax		15,455.25		24,40,164.44

Total Trans: 10

	Withdrawal	Deposit
Total Amount:	2,36,268.25	7,65,003.00
No of Transaction:	5	12

বোর্ড তহবিলের ব্যয় বিবরণঃ

(১)

চিকিৎসা সেবাঃ মাদকাসক্ত পথ শিশু ও বস্তিবাসী শিশুদের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকায় পরীক্ষামূলক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রতি ব্যাচে ১০ জন হিসেবে ১২টি ব্যাচে মোট ১২০ জন মাদকাসক্ত পথ শিশু ও বস্তিবাসী শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয় বাবদ=৪৫,০০০/-(পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা ।

(২)

মাদক বিরোধী টিভি স্পট নির্মাণ- ০১(একটি) সময় ১.০০ হতে ১.৫০ মিনিট

বিলটি ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ফরমেটঃ DV Cam; সিস্টেম PAL;(DV Cam -০৩টি Mini DV Cam; -০৮টি; DVD -০৮টি) বাবদ বিল- ১,৭৪,৫৮৩/-(এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত তিরাশি)টাকা Expression & Exposure, বাড়ী নং-০৫, রোড নং-০৪, ব্লক নং-২/সি ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা-কে পরিশোধ করা হয়।

পরিশিষ্ট - ৫: অপারেশনস এর অধিক্ষেত্র

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
ঢাকা অঞ্চল [ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল সহ]	ঢাকা	ঢাকা মেট্রোঃ	ঢাকা	কোতয়ালী	কোতয়ালী, বংশাল
				সুত্রাপুর	সুত্রাপুর, ওয়ারী, গেন্ডারিয়া
				লালবাগ	লালবাগ, কামরাঙ্গীরচর, চকবাজার
				মতিঝিল	মতিঝিল, পল্টন, শাহজাহানপুর
				ডেমরা	ডেমরা, শ্যামপুর, কদমতলী, যাত্রাবাড়ী
				সবুজবাগ	সবুজবাগ, জি আর পি'র ১টি থানা- ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে, মুগদা
				খিলগাঁও	খিলগাঁও, বাড্ডা, রামপুরা, ভাটারা, খিলক্ষেত
				রমনা	রমনা, শাহবাগ
				তেজগাঁও	তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল
				গুলশান	গুলশান, বনানী, ভাটারা
				মিরপুর	মিরপুর, পল্লবী,শাহআলী, দারুসসালাম, রূপনগর
				মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর, কাফরুল,আদাবর, শেরে বাংলানগর,ভাষাণটেক
				উত্তরা	উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম, উত্তরখান, দক্ষিণখান, ক্যান্টনমেন্ট, বিমান বন্দর, তুরাগ
				ধানমন্ডি	ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, নিউমার্কেট, কলাবাগান
				-	ঢাকা পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
		ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা	৫টি উপজেলা- নবাবগঞ্জ, দোহার, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ।
			নরসিংদী	নরসিংদী	৬টি উপজেলা- সদর, বেলাব, মনোহরদী, পলাশ, রায়পুরা, শিবপুর
			নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	৫টি উপজেলা- সদর, আড়াইহাজার, সেনারগাঁও, বন্দর ও রূপগঞ্জ
			মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ	৬টি উপজেলা- সদর, গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, টংগীবাড়ী।
			গাজীপুর	গাজীপুর	৫টি উপজেলা- সদর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
			মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	৭টি উপজেলা- সদর, দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, সাটুরিয়া, শিবালয়, সিংগাইর
		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
				মুক্তাগাছা	৫টি উপজেলা- মুক্তাগাছা, ফুলবাড়ীয়া, গফরগাঁও, ভালুকা, ত্রিশাল
				গৌরীপুর	৬টি উপজেলা- গৌরীপুর, হালুয়াঘাট, ফুলপুর, ঈশ্বরগঞ্জ,

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
					নান্দাইল, ধোবাউড়া
				-	ময়মনসিংহ পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			নেত্রকোনা	নেত্রকোনা	১০ টি উপজেলা- সদর, আটপাড়া, বারহাট্টা, দূর্গাপুর, খালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, পূর্বতলা
			কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	৭টি উপজেলা- সদর, তারাইল, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, ইটনা, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন
				ভৈরব	৬টি উপজেলা- ভৈরব, কুলিয়াচর, বাজিতপুর, কটিয়াদি, নিকলি, অষ্টগ্রাম
		ফরিদপুর	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৮টি উপজেলা- সদর, আলফাডাংগা, বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, নগরকান্দা, সদরপুর, মখুখালী
				-	ফরিদপুর পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			রাজবাড়ী	রাজবাড়ী	৪ টি উপজেলা- সদর, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা
			মাদারীপুর গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর	মাদারীপুর	মাদারীপুর জেলার ৪টি উপজেলা- মাদারীপুর সদর, কালকিনি, রাজৈর, শিবচর গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা- গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর, টুংগীপাড়া শরীয়তপুর জেলার ৬টি উপজেলা- শরীয়তপুর সদর, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া, জাজিরা
		টাংগাইল	টাংগাইল	টাংগাইল সদর	৬টি উপজেলা- টাংগাইল সদর, মীর্জাপুর, নাগরপুর, দেলদুয়ার, বাসাইল, সখিপুর
				গোপালপুর	৬টি উপজেলা- গোপালপুর, কালীহাতি, মধুপুর, ভূয়াপুর, ঘাটাইল
		জামালপুর	জামালপুর	জামালপুর সদর	৭টি উপজেলা- সদর, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, বকশীগঞ্জ
			শেরপুর	শেরপুর	৫টি উপজেলা- সদর, ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী
চট্টগ্রাম অঞ্চল [চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল সহ]	চট্টগ্রাম বিভাগ	চট্টগ্রাম মেট্রো	চট্টগ্রাম	কোতয়ালী	কোতয়ালী
				পাঁচলাইশ	পাঁচলাইশ, বায়েজিদ বোস্তামী
				চাঁদগাঁও	চাঁদগাঁও, বাকুলিয়া
				ডবলমুরিং	ডবলমুরিং, কর্ণফুলী
				পাহাড়তলী	পাহাড়তলী, হালিশহর
				বন্দর	বন্দর, পতেঙ্গা
				-	চট্টগ্রাম পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
		চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৭টি উপজেলা- পটিয়া, সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, বাঁশখালী, লোহাগাড়া,চন্দনাইশ,
				হাটহাজারী	৪টি উপজেলা- হাটহাজারী, রাউজান, রাংগুনিয়া, ফটিকছড়ি

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
				সীতাকুন্ড	৩টি উপজেলা- সীতাকুন্ড, মিরেরসরাই, সন্দ্বীপ
		কক্সবাজার	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	৩টি উপজেলা-কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া
				রামু	৫টি উপজেলা- রামু, চকোরিয়া, টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া
		রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	১০ টি উপজেলা- রাঙ্গামটি সদর, লংগদু, কাউখালী, বরকল, বাঘাইছড়ি, জুরাইছড়ি, নানিয়ার চর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী
		খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	৮টি উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, দিঘীনালা, পানছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি
		বান্দরবান	বান্দরবান	বান্দরবান	৭টি উপজেলা- বান্দরবান সদর, রুমা, রোয়াংছড়ি, থানছি, লামা, নাইখংছড়ি, আলী কদম
		কুমিল্লা	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর উত্তর	৯ টি উপজেলা- দাউদকান্দি, হোমনা, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, চান্দিনা, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, তিতাস, মেঘনা
				কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	৬ টি উপজেলা- কোতয়ালী, নাংগোলকোট, চৌদ্দগ্রাম, বরুড়া, লাকশাম, মনোহরগঞ্জ
				-	কুমিল্লা পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৮টি উপজেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, আখাউড়া, বাঞ্ছারামপুর, কসবা,নবীনগর, নাসিরনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ
			চাঁদপুর	চাঁদপুর	৮টি উপজেলা- চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, শাহরাস্তি
		নোয়াখালী	নোয়াখালী	নোয়াখালী	৬টি উপজেলা- নোয়াখালী সদর, চাটখিল, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ
			ফেনী	ফেনী	৬টি উপজেলা- ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
			লক্ষীপুর	লক্ষীপুর	৪টি উপজেলা- লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর
		সিলেট	সিলেট	সিলেট পূর্ব	৫টি উপজেলা- সিলেট সদর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকীগঞ্জ, কানাইঘাট
				সিলেট পশ্চিম	৬টি উপজেলা- জৈয়ন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ
			সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	১০টি উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দিরাই, ধর্মপাশা, দুয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, শাল্লা, তাহেরপুর
			মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	৩টি উপজেলা- মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ, রাজনগর
				কুলাউড়া	২টি উপজেলা- কুলাউড়া, বড়লেখা
				শ্রীমঙ্গল 'ক'	শ্রীমঙ্গল উপজেলার পৌরসভা ও ৪টি ইউনিয়ন-শ্রীমঙ্গল, কালাপুর, আমরইলছড়া, ভুবননবীর

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
				শ্রীমঙ্গল 'খ'	শ্রীমঙ্গ উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন- কলীঘাট, রোজঘাট, সিন্দুরখান, মির্জাপুর, আশীদ্রোন
				-	শ্রীমঙ্গল পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ	৫টি উপজেলা- হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, আজমেরীগঞ্জ, লাখাই
				চুনারুঘাট	৩টি উপজেলা- চুনারুঘাট, বাহুবল ও মাধবপুর
রাজশাহী [রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল সহ]	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর 'এ'	৩টি উপজেলা- পবা, গোদাগাড়ী, তানোর
				রাজশাহী সদর 'বি'	৩টি উপজেলা- মোহনপুর, চারঘাট, বাঘা
			রাজশাহী ও নাটোর	পুটিয়া	রাজশাহী জেলার ৩টি ও নাটোরের ১টি উপজেলা- পুটিয়া, দূর্গাপুর, বাগমারা ও লালপুর
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২টি উপজেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ
				গোমস্তাপুর	৩টি উপজেলা- গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, নাচোল
			নওগাঁ	নওগাঁ	৪টি উপজেলা- নওগাঁ সদর, রানীনগর, আত্রাই, বদলগাছি
				মহাদেবপুর	৭টি উপজেলা- মহাদেবপুর, মান্দা, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পোরসা, সাঁপাহার, ধামুইরহাট
			নাটোর	নাটোর	৫টি উপজেলা- নাটোর সদর, বরাইগ্রাম, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বাগাতিপাড়া
		পাবনা	পাবনা	পাবনা সদর	৪টি উপজেলা- পাবনা সদর, সুজানগর, সাঁথিয়া, বেড়া
				-	পাবনা পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
				ঈশ্বরদী	৫টি উপজেলা- ঈশ্বরদী, চাটমোহর, আটঘরিয়া, ভাংগুড়া, ফরিদপুর
			সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	৫টি উপজেলা- সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, কাজীপুর
				শাহজাদপুর	শাহাজাদপুর, উল্লাপাড়া, বেলকুচি, চৌহালী
		রংপুর	রংপুর	সদর উত্তর	৪টি উপজেলা- রংপুর সদর, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও গংগাচড়া
				সদর দক্ষিণ	মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা ও কাউনিয়া
			নীলফামারী	সৈয়দপুর	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা ও জলঢাকা
			কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	৯টি উপজেলা- কুড়িগ্রাম সদর, ভুরংগামারী, রাজিবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, রৌমারী, উলিপুর, রাজারহাট
			গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	৭টি উপজেলা- গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ
			লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	৫টি উপজেলা- লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, হাতীবান্দা, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
		দিনাজপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	৭টি উপজেলা- দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, খানসামা, চিরির বন্দর, কাহারোল, বিরল, বোচাগঞ্জ
				পার্বতীপুর	৬টি উপজেলা- পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট
				-	পার্বতীপুর পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড়	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি উপজেলা- ঠাকুরগাঁও সদর, রাণী শংকাইল, পীরগঞ্জ, হরিপুর, বালিয়াডাংগি পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলা- পঞ্চগড় সদর, আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া
		বগুড়া	বগুড়া	বগুড়া সদর	৭টি উপজেলা- বগুড়া সদর, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, গাবতলী, সোনাতলা, মাঝিরা
				সান্তাহার	৫টি উপজেলা- আদমদিঘী, দুঁপচাচিয়া, কাহালু শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম
				-	পার্বতীপুর পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	৫টি উপজেলা- জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই
খুলনা [খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল সহ]	খুলনা	খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর দক্ষিণ	৫টি উপজেলা- রূপসা, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, কয়রা দাকোপ
				খুলনা সদর উত্তর	৪টি উপজেলা- ফুলতলা, তেরখাদা, দিঘালিয়া, ডুমরিয়া
			সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা	৪টি উপজেলা- সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, কলারোয়া, তালা
				কালীগঞ্জ	৩টি উপজেলা- দেবহাটা, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর
			বাগেরহাট	বাগেরহাট	৬টি উপজেলা- বাগেরহাট সদর, কচুয়া, মোল্লাহাট, মোড়লগঞ্জ, শরনখোলা, চিতলমারি
				মংলা	৩টি উপজেলা- মংলা, রামপাল, ফকিরহাট
		যশোর	যশোর	যশোর সদর	৫টি উপজেলা- যশোর সদর, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, কেশবপুর, মনিরামপুর
				-	যশোর পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
				বেনাপোল	৩টি উপজেলা- শার্শা, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
			নড়াইল	নড়াইল	৩টি উপজেলা- নড়াইল সদর, কালিয়া, লোহাগড়া
			মাগুরা	মাগুরা	৪টি উপজেলা- মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিকা, শ্রীপুর
			ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ	৬টি উপজেলা- ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুন্ডু, কালিগঞ্জ, কোর্টচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা
		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	৬টি উপজেলা- কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, খোকশা, মিরপুর

অঞ্চল	বিভাগ	উপ-অঞ্চল	জেলা	সার্কেল	উপজেলা/থানা
১	২	৩	৪	৫	৬
			চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা	৪টি উপজেলা- চুয়াডাংগা সদর, আলমডাংগা, দামুড়হুদা, জীবননগর
				-	দর্শনা পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			মেহেরপুর	মেহেরপুর	৩টি উপজেলা- মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
		বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল	৫টি উপজেলা- বরিশাল সদর, বানারীপাড়া, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দীগঞ্জ
				গৌরনদী	৫টি উপজেলা- গৌরনদী, উজিরপুর, মুলাদি, হিজলা, আগৈলঝড়া
				-	বরিশাল পণ্যাগার (দেশী মদ প্রুফিং ও বিতরণের জন্য)
			ঝালকাঠি	ঝালকাঠি	৪টি উপজেলা- ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলসিটি, রাজাপুর
			পিরোজপুর	পিরোজপুর	৭টি উপজেলা- পিরোজপুর সদর, ভান্ডারিয়া, কাউখালী, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, জিয়ানগর
			ভোলা	ভোলা	৭টি উপজেলা- ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, মনপুরা, তজুমুদ্দিন
		পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৭টি উপজেলা- পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, দুমকী
			বরগুনা	বরগুনা	৪টি উপজেলা- বরগুনা সদর, বামনা, আমতলী, বেতাগী

পরিশিষ্ট - ৬: দেশে ২০১২ সালে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণ

ক্রঃ	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সংখ্যা
১।	০৩/০১/২০১২ থেকে ১২/০১/২০১২	সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত পরিদর্শক/সহকারী প্রসিকিউটর, অফিস সহকারী ও সিপাইদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৪২
২।	৩০/০৭/২০১২	Exercise on DNC Strategic Plan and Project Identification Preparation Processing and Approval and PPNB বিষয়ক কর্মশালা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫০
৩।	২৩/০৮/২০১২ থেকে ২৬/০৮/২০১২	Forensic Training Programme for Law Enforcement Officers and Lab Chemists on Drugs and Precursors	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১৫
৪।	০১/১১/২০১২	মাদক অপরাধ দমন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৪০

ক্রঃ	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সংখ্যা
৫।	২৭/১১/২০১২ থেকে ০২/১২/২০১২	সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	০৫
৬।	০৩/১২/২০১২ থেকে ১৭/১২/২০১২	সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	০৫
৭।	০৮/০৮/২০১২ থেকে ১০/০৮/২০১২	প্রসেস ম্যাপিং কর্মশালা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৩৬
৮।	১০/১০/২০১২ থেকে ২২/১০/২০১২	Basic Training on Computer Application	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১০
৯।	৪/১১/১২ থেকে ২০/১২/১২	CBT(Computer Based Training) শীর্ষক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ৭টি ব্যাচ)	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৪
১০।	২৮/০২/২০১২	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ফিল্ড ভিজিট	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৭
১১।	১৭/০৭/২০১২	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ফিল্ড ভিজিট	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৫
১৩।	২৯/০১/২০১২ থেকে ১৬/০২/২০১২	Project Formulation Appraisal and EIA শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
১৪।	১৬/০৯/২০১২ থেকে ২০/০৩/২০১৩	Porject Planning Development and Management(PPDM)	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০২
১৫।	০৪/১১/২০১২ থেকে ২২/১১/২০১২	Strategic Planning and Project Management	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
১৬।	২/১২/১২ থেকে ৬/১২/১২	Financial Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
১৭।	০১/০১/২০১২ থেকে ১৯/০১/২০১২	Procurement Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১

ক্রঃ	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সংখ্যা
১৮।	০১/০৪/২০১২ থেকে ১২/০৫/২০১২	Web Page Development and Deployment শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
১৯।	২৩/৮/১২ থেকে ২৬/৮/১২	Forensic Training Programme for Law Enforcement Officers and Lab Chemists on Drugs and Precursors	UNODC, ROSA at Dhaka	১৩
২০।	১/৯/১২ থেকে ৭/৯/১২	CBT installation and training		১৩
২১।	০৪/১১/২০১২ থেকে ০৮/১১/২০১২	9th Course on Conflict Management and Negotiation Techniques শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
২২।	০৪/১২/২০১২ থেকে ১৮/১২/২০১২	2nd Course on Research Methodology-শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	০১
২৪।	১২/১১/১২ থেকে ১৩/১১/১২	কর্মকৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ((Performance Based Evaluation System PBES) প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	০১
২৫।	২৩/১১/১২ থেকে ১৮/১২/১২	ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (NESS) বিষয়ক কর্মশালা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।	০৩
২৬।	২৩/১২/২০১২ থেকে ২৮/১২/২০১২	জাতীয় ওয়েব পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রশিক্ষণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।	০২
২৭।	২৮/১১/২০১২ থেকে	৪ সপ্তাহ মেয়াদী Basic Computing MS Word Internet বিষয়ক প্রশিক্ষণ	আইটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০২
২৮।	৯/০৮/২০১২	সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উপর সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম	বিজিবি ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বায়তুল ইজ্জত, চট্টগ্রাম।	০২
২৯।	০৩/০৫/২০১২	যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সম্মেলন		০২
৩০।	১৪/১১/১২ থেকে ২৩/১২/১২	প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ে অবহিত করণের লক্ষ্যে আয়োজিত কোর্স (দুদিনের এ প্রশিক্ষণে প্রতি ব্যাচে ১৫জন অংশগ্রহণ করে)	সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৬০
৩১।	০২/১২/২০১২ থেকে ১৩/১২/২০১২	জুনিয়র সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ কোর্স	এনএসআই প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট, ঢাকা।	০৩

ক্রঃ	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সংখ্যা
৩২।	০৬/০১/২০১৩ থেকে ১৪/০৩/২০১৩	অধিদপ্তরের নব নিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০৫
			মোট-	**৪৯০**

পরিশিষ্ট - ৭: বিদেশে ২০১২ সনে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সম্মেলনে

ক্র:	শিরোনাম	দেশের নাম ও আয়োজক সংস্থা	মেয়াদ ও তারিখ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	Asia-Pacific High Level International Meeting on HIV/AIDS(MDGS)	Bangkok, Thailand	৬-২-১২ ৮-২-১২	০১	
২	Strengthening Drug Law Enforcement Capacities in South Asia XSA J81	UNODC New Delhi, India	২৭-৪-১২	০১	
৩	5th meeting of focal point of SAARC Drug Offences Monitoring Desk(SDOMD)	New Delhi, India	৩০-৫-১২ ৩১-৫-১২	০২	
৪	3rd Regional Training for Drug Law Enforcement Officer	(CPDAP), Singapore	১৮-৬-১২ ২২-৬-১২	০২	The Drug Advisory Programme of the Colombo Plan
৫	Training Programmes on Doctors and Health Workers	Government of India, NDDTC, New Delhi	২৪-৯-১২ ৫-১০-১২	১৪	পার্টনার এনজিও থেকে ৯জন অংশ গ্রহণ করে
৬	3rd DG level talks between Department of Narcotics Control of Bangladesh and Narcotics Control Bureau of India	New Delhi, India	৪-১০-১২ ৫-১০-১২	০৮	মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে ৬জন।
৭	Training Programmes on Drug Law Enforcement Including Aspect on Precursor Chemicals	Government of India, NACEN, Faridabad, India	৮-১০-১২ ১৯-১০-১২	১৮	
৮	The 9th International Training Course Joining Precursor Chemical for Asian Narcotics Law Enforcement Officers	Royal Thailand Government, Thailand	১৫-১০-১২ ২২-১০-১২	০২	

ক্র:	শিরোনাম	দেশের নাম ও আয়োজক সংস্থা	মেয়াদ ও তারিখ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৯	36th Meetion of Head of Narcotics Drug Law Enforcement Agencies	UNODC, Bangkok, Thailand	৩০-১০-১২ ২-১১-১২	০১	
১০	Training Programmes on chemical Analysis of Drugs	Government of India, CRCL, New Delhi	৫-১১-১২ ৯-১১-১২	১৫	অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে ১০ জন।

পরিশিষ্ট - ৮: ২০১২ সনে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী

ক্র:	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	পদবী	পি,আর,এল তারিখ	অফিসের নাম
০১।	এস, এম মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০১/০৪/১২ - ৩১/৩/১৩	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
০২।	আবুল কাশেম	তত্ত্বাবধায়ক	০১/০৪/১২ - ৩১/৩/১৩	ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল।
০৩।	মোঃ লিয়াকত আলী সরদার	প্রসিকিউটর	১১/৪/১২ - ১০/৪/১৩	খুলনা উপ-অঞ্চল।
০৪।	আলাউদ্দিন খন্দকার	উপ-পরিদর্শক	২/৫/১২ - ১/৫/১৩	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
০৫।	মোঃ মঞ্জুরুল হক	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১/১/১২ - ৩১/১২/১২	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল।
০৬।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১০/৪/১২ - ০৯/৪/১২	নোয়াখালি উপ-অঞ্চল।
০৭।	মোঃ বাহাউদ্দিন	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১/৭/১২ - ৩০/৬/১৩	ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল।
০৮।	মোঃ জসীম উদ্দীন	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১/৭/১২ - ৩০/৬/১৩	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
০৯।	মোঃ ফজলুল হক	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১/১১/১২ - ৩১/১০/১৩	রংপুর উপ-অঞ্চল।
১০।	আবু জাহেদ সরদার	সহঃ উপ-পরিদর্শক	১৫/১১/১২ - ১৪/১১/১৩	রাজশাহী উপ-অঞ্চল।

পরিশিষ্ট - ৯: ২০১০-২০১১ থেকে ২০১২-১৩ রাজস্ব আয়

রাজস্বের খাত	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩ (ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত)
দেশী মদ	৩১,৪৯,৫৫,৭৬৬৩২	২৮,৯০,৭৯,২২৮.৩০	১৪,৬৯,৬৯,৭৮৮.৬০
বিলাতী মদ	২১,৭৮,৩০,৩৬৭.৩০	২৭,৭১,৮১,৮০৬.০০	১৬,০০,০০,৯১২.৫০
আর/এস	১,৪৩,৯০,০৭৯.০৬	১,৪০,১৮,৩২৯.৯৬	৭৪,৫১,২০৭.০৬
ডি/এস	২,০৯,০৮,১০৬.৭২	১,৩৭,৮৩,০০৮.৬৪	৮৯,৩৭,৩৬৩.৫৬
এ্যাবসলিউড এ্যালকোহল	১,৭২,৫১৮.০৪	৩,৬৮,৮৮৯.৬০	১,২৩,২৫১.০৪
তাড়ী	২৫,১০০.০০	৫২,৮০০.০০	২২,০০০.০০
লাইসেন্স/পারমিট ফিস	৪,৬৯,৯২,৪৫৪.০০	৫,০৪,৩৩,১৯৮.৬০	১,৭০,৫৩,৬৪৮.০০
বিয়ার	১,১৬,২৩,৩২৮.০০	১,৪৪,৪৬,২৪৬.০০	১,০০,২২,৪৪২.০০
বিবিধ	১৫,৮০০.০০	১০,৭০৮.০০	৯২৫.০০
মোট	৬২,৬৯,১৩,৫১৯.৪৪	৬৫,৯৩,৭৪,২১৪.৫০	৩৫,০৫,৮১,৫৩৬.৯৬

পরিশিষ্ট - ১০: বাজেট বরাদ্দঃ

খাতের নাম	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
অফিসারদের বেতন	১৮০০০০০০	১৮৯০০০০০
কর্মচারীদের বেতন	৮৫৫০০০০০	৯০০০০০০০
ভাতা	৭৬৫২৫০০০	৭৯৯৫০০০০
সরবরাহ ও সেবা	৪৮৭৯০০০০	৬৫২৪০০০০
মেরামত ও সংরক্ষণ	১৯৫০০০০	১২৭১০০০০
ক্রয় ও মেরামত	১১০২০০০০	৩৩৫০০০০০
মোট	২৪১৭৮৫০০০	৩০০৩০০০০০

পরিশিষ্ট - ১১: খরচের বিবরণ

খাতের নাম	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩ (ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)
অফিসারদের বেতন	১৭৯৪০০০০	৯৮৭৬০০০
কর্মচারীদের বেতন	৮৩৭৬৬৩০০০	৩১৮৩৭০০০
ভাতা	৭৪২৪৭০০০	৪০০৮১০০০
সরবরাহ ও সেবা	৪৫০৫৫০০০	২৮২৭৫০০০
মেরামত ও সংরক্ষণ	১৯৪৯০০০	৬০৫০০০
ক্রয় ও মেরামত	১১০১৪০০০	৮০০০০
মোট	২৩৬৯৮৯০০০	১১০৭৫৪০০০

পরিশিষ্ট - ১২: ২০১২ সালে ক্রয়কৃত সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতির পরিসংখ্যান

ক্রঃ	ক্রয়কৃত আইটেমের নাম	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১।	টয়োটো হাইলাক্স ডবল ক্যাবিন পিকাপ ভ্যান	২টা	৭৯,৯৪,০০০/=
২।	স্পিলাইট টাইপ জেনারেল ব্রান্ড এয়ারকন্ডিশনার	৩টা	২,৮৮,০০০/=
৩।	হিটাচি মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টোর	১টা	১,১৩,১৬০/=
৪।	রিকো ফটোকপিয়ার	৩টা	৩,১৫,০০০/=
৫।	কম্পিউটার	৩৩টা	১৭,২০,০০০/=
৬।	স্ক্যানার	৪টা	১৯,২০০/=
৭।	ইন্টারকম	২৪টা	১,০২,৭৩১/=
৮।	ফ্যাক্সমেশিন	৬টা	৬৫,৮৮০/=
৯।	আইপিএস	১টা	৯০,৪০০/=
১০।	এ্যাপলো ইউপিএস(৩কেভিএ)	১টা	১,০৭,১০০/=

পরিশিষ্ট -১৩: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ ধারা ১১ এর অধীনে লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

লাইসেন্সের প্রকার	২০১০	২০১১	২০১২
ডিস্টিলারী	০৬	০৬	০৬
ব্রিউওয়ারী	০১	০১	০১
এ্যালকোহলিক মল্ট বেভারেজ	০৩	০৩	০৩
বন্ডেড ওয়ারহাউস	১৮	১৮	১৯
দেশী মদ	২১৪	২১৪	২১৪
বিদেশী মদ	৯৮/৩৮	১০৮/৩৮	১০৯/৩৮
রেক্টিফাইড স্প্রিরিট(হোমিও এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	২৫৭	২৬৭	২৪৬
ডিনেচার্ড স্প্রিরিট	২৭৯০	২৭৯০	৩৩৯৮
নারকোটিক্স ড্রাগস (পেথিডিন ও মরফিন)	৭৪০	৭৬৭	৭৭৭
সাইকোট্রোপিক সাবসটেন্স (ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ)			
আমদানি-	৭৭	৭৮	৭৬
রপ্তানী-	১৩	১৩	১৪
উৎপাদন-	৭৩	৭৩	৭৪
প্রিকারসর কেমিক্যালস			
আমদানি-	১০৫	১১১	১২৩
খুচরা-	৬১	৬৫	৭২
উৎপাদন-	২৭	৩২	৩৭
ব্যবহার -	৫৩	৫৫	৫৯

পরিশিষ্ট - ১৪: দেশী মদ ও বিদেশী/বিলাতী মদ পান পারমিট এর অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান

অর্থ বৎসর		১০-১১		১১-১২		১২-১৩	
ক্রঃনং	অঞ্চল	সি/এস	এফ/এল	সি/এস	এফ/এল	সি/এস	এফ/এল
১.	ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬০০৫	৭০০১	৫০৭৫	৬৪৭৯	৪৬৫৫	৭১৯৯
২.	ঢাকা উপ-অঞ্চল	২১২০	৪০১	২২২৬	৫৮৫	১৯৯৯	৭৮০
৩.	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩০৮১	৩৭৪	৩৪৫৬	৩৮৫	৪০০৪	৪১০
৪.	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২১৫৭	২৫৮	১৯১০	২৬০	১৯৩১	৩৯২
৫.	টাঙ্গাইল উপ-অঞ্চল	৮১৭	২১৭	৮৫৫	১৯২	৮৮৩	১৬৩
৬.	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৬৬৮	--	৭০০	২১	৬০৭	০১
১।	**মোট ঢাকা অঞ্চল**	**১৪৮২৮**	**৮২৫১**	**২০১২৭**	**৭৯২২**	**১৪০৭৯**	**৮৮৬৫**
৭.	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৫২৫	১৩৭২	৫৯০৫	১৭৭৫	৫৬৬৬	১৩৯৮
৮.	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	--	--	--	--	--	--
৯.	সিলেট উপ-অঞ্চল	১৯১০৭	২৪৮	১৮১১৮	২৪১	১৮৫১৫	২০৭
১০.	কুমিলণ্ঢা উপ-অঞ্চল	১৯৯৯	৫০১	১৮০৯	৪৬৩	২৪৬৭	৮১০
১১.	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২৭১৮	--	২৪২৫	--	২৬৬৯	--
১২.	কক্স বাজার উপ-অঞ্চল	১৫০	১০৫	১৫০	১২৩	--	৭০
১৩.	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	--	--	--	--	..	০১
১৪.	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	--	--	--	--	--	--
১৫.	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	--	১৫	--	২০	--	২০
২।	**মোট চট্রগ্রাম অঞ্চল**	**৩০৯৯**	**২২৪১**	**২৮৪০৭**	**২৬২২**	**২৯৩১৭**	**২৫০৭**
১৬.	রাজশাহী উপ উপ-অঞ্চল	৩৯০১	২৫০	২৯২৫	৩০১	৪৭৮৪	২৫০
১৭.	রংপুর উপ উপ-অঞ্চল	৩৯৪৫	২৩১	৩৯৬৭	২৯	৪৩২০	৩১৩
১৮.	পাবনা উপ উপ-অঞ্চল	১৯৭১	১০	২৫৯২	১	২৩৪৭	০৭
১৯.	বগুড়া উপ উপ-অঞ্চল	১৯০৮	৩৭৪	২০৭৬	৫৩৪	২৭২৬	৮৭১
২০.	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১১১৫	৩৫৪	১২৬৪	৩৫৬	১২২৯	৩৫০
৩।	**মোট রাজশাহী অঞ্চল**	**১২৮৪০**	**১২১৯**	**১২৭৩৩**	**১৪৮২**	**১৫৪০৬**	**১৭৯১**
২১.	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৮৭৭	৩২৫	৩৫৩৬	৩৮৫	৩৭৭৮	৪১৪
২২.	যশোর উপ-অঞ্চল	২৫৪৩	৪০০	২৮৩৬	৩০৩	২৯৭৭	৩৩০
২৩.	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩৫৮৯	১৩	৩৫৮৯	১৩	৩৫২৪	১২
২৪.	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৭৮০	১৬৩	৮০৫	১৬৩	৮৩১	৩১২
২৫.	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৬৯	--	৭৩	--	১৫৫	--
৪।	**মোট খুলনা অঞ্চল**	**৯৮৫৮**	**৯০১**	**১০৮৩৯**	**৮৬৪**	**১১২৬৫**	**১০৬৮**
	সর্বমোট	**৬৮০২৫**	**১২৬১২**	**৭২১০৬**	**১২৮৯০**	**৭০০৬৭**	**১৪২৩১**

পরিশিষ্ট - ১৫: গোয়েন্দা ও অপারেশন কাজে নিয়োজিত জনবল

ক্র:	উপ অঞ্চল	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য পদ
১	২	৩	৪	৫
১	ঢাকা মেট্রো	৮৭	৮০	এসআই-১,এএসআই-১, সিপাই- ৪, অফিস সহকারী-১
২	ঢাকা উপ অঞ্চল	৪৩	৩৬	সহকারী পরিচালক-১, এসআই-২,এএসআই-১, সিপাই-১, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-১, অফিস সহকারী-১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৫৫	৩৬	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৪,সিপাই-১০, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-২, অফিস সহকারী-১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩২	২২	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, উপ-পরিদর্শক-২ টি, এএসআই-১ সিপাই-৫
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৯	১৩	সহকারী পরিচালক-১, পরিদর্শক-১, এসআই-১, সিপাই-১, অফিস সহকারী-১, এম এলএসএস-১ টি
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১৮	৯	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-২, সিপাই-৩, ওয়ারলেস অপারেটর-১, গাড়ীচালক-১
৭	চট্রগ্রাম মেট্রো	৪১	২৬	প্রসিকিউটর-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৩,এএসআই-২,সিপাই-৩, অফিস সহকারী-২, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-১, গাড়ীচালক-১, এমএলএসএস-১
৮	চট্রগ্রাম উপ অঞ্চল	২৪	১২	সহকারী পরিচালক-১, তত্ত্বাবধায়ক-১, এসআই-৩, সিপাই-৪, অফিস সহকারী-২, এমএলএসএস-১
৯	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৮	১২	সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, সিপাই-২, ওয়ারলেস অপারেটর-১, এমএলএসএস-১
১০	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	৪০	৩২	এসআই-২, এএসআই-১, সিপাই-৩, অফিস সহকারী-১, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-১
১১	সিলেট উপ-অঞ্চল	৭৪	৪৩	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৯,এএসআই-১, সিপাই-১৫. উচ্চমান সহকারী-১, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-১, অফিস সহকারী-১
১২	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২৪	১৩	সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, এএসআই-১, সিপাই-৭, এমএলএসএস-১
১৩	রাংগামাটি উপ-অঞ্চল	১২	৪	সহকারী পরিচালক-১, পরিদর্শক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, সিপাই-১, ওয়ারলেস অপারেটর-১, গাড়ী চালক-১, এমএলএসএস-১
১৪	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১২	৪	সহকারী পরিচালক-১, পরিদর্শক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, সিপাই-১, অফিস সহকারী-১, গাড়ীচালক-১, এমএলএসএস-১
১৫	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	১২	৩	সহকারী পরিচালক-১, পরিদর্শক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এএসআই-১, সিপাই-১, অফিস সহকারী-১,ওয়ারলেস অপারেটর-১, গাড়ী চালক-১, এমএলএসএস-১
১৬	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭১	৪২	সহকারী পরিচালক-১, প্রসিকিউটর-১, সহকারী প্রসিকিউটর-২, এসআই-৭, এএসআই-২, সিপাই-১২, হিসাব রক্ষক-১, অফিস সহকারী-১, স্টেনোটাইপিস্ট-১, এমএলএসএস-১
১৭	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪১	২৫	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, প্রসিকিউটর-১, এসআই-২, সিপাই-৭, হিসাব রক্ষক-১, অফিস সহকারী-২, স্টেনোটাইপিস্ট-১,
১৮	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫৯	৩১	প্রসিকিউটর-১, সহকারী প্রসিকিউটর-২,পরিদর্শক-২,এসআই-৪,এএসআই-৩, সিপাই-১৩, উচ্চমান সহকারী-১, অফিস সহকারী-১, স্টেনোটাইপিস্ট-১
১৯	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩০	২২	সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, এএসআই-১, সিপাই-২, অফিস সহকারী-১, গাড়ী চালক-১, এমএলএসএস-১

ক্র:	উপ অঞ্চল	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য পদ
১	২	৩	৪	৫
২০	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	২১	পরিদর্শক-২, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-২, সিপাই-১১, অফিস সহকারী-১, ওয়ারলেস অপারেটর-১
২১	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫৪	৩৩	সহকারী পরিচালক-১, প্রসিকিউটর-১ পরিদর্শক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৬,এএসআই-২, সিপাই-৬, হিসাব রক্ষক-১, অফিস সহকারী-১, স্টেনোটাইপিস্ট-১
২২	যশোর উপ-অঞ্চল	৪৮	৩২	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৩, এএসআই-১, সিপাই-৬, হিসাব রক্ষক-১, উচ্চমান সহকারী-১ স্টেনোটাইপিস্ট-১, ওয়ারলেস অপারেটর-১
২৩	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৫২	২৬	পরিদর্শক-৫, সহকারী প্রসিকিউটর-১,এসআই-১,এএসআই-১, সিপাই-১৫, উচ্চমান সহকারী-১, অফিস সহকারী-১, এমএলএসএস-১
২৪	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪২	২৮	পরিদর্শক-৩, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-৩, সিপাই-৬, অফিস সহকারী-১
২৫	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৮	১০	সহকারী পরিচালক-১, সহকারী প্রসিকিউটর-১, এসআই-১, সিপাই-৩, অফিস সহকারী-১, ওয়ারলেস অপারেটর-১
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	১১	সহকারী পরিচালক-১, স্টেনোটাইপিস্ট-১
২৭	চট্রগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	৯	সহকারী পরিচালক-২, স্টেনোটাইপিস্ট-১, এমএলএসএস-১
২৮	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	৭	সহকারী পরিচালক-২, তত্ত্বাবধায়ক-১, স্টেনোটাইপিস্ট-১, সিপাই-১, এমএলএসএস-১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	৮	সহকারী পরিচালক-২, এসআই-১, সিপাই-২
মোট		১০১৭	৬৫১	৩৬৬

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

<u>পরিশিষ্ট - ১৬</u>: ২০১২ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকদ্রব্য ভিত্তিক মামলা, আসামী ও <u>আটক মাদকের বিবরণ</u>

ক্রমিক	মাদকের নাম	মামলা	আসামী	পরিমাণ
১	হেরোইন	৭৮৫	৯৬০	১১.০৩৩৮ কেজি
২	কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	১০৩০	১২৬৮	৪৯৭৬০ বোতল
৩	কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৩২	৩৫	১১৮.০১ লিটার
৪	অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	৩১	৩৯	১০৩৮২.৮৬ লিটার
৫	অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	৩১	৩৮	১৫০৮২ বোতল
৬	রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	২২	১৯	৫০৮ বোতল
৭	গাঁজা	৪৬০৫	৪৮২২	২২৩৭.৪৩৯৫ কেজি
৮	গাঁজা গাছ	৪৭	৪৭	১৭৮টি
৯	ইয়াবা টেবলেট	৬৬০	৮৬৩	১২৪৩২০টি
১০	বুপ্রেনরফিন (লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন)	২১৭	২২৭	১৪৬৩৪ এ্যাম্পুল
১১	বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন)	৫৭	৬০	২০৪১ এ্যাম্পুল
১২	বুপ্রেনরফিন (বনোজেসিক ইঞ্জেকশন)	১২	১৫	১৯৭৮ এ্যাম্পুল
১৩	রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪৯	৫১	৪৪৭০.৪৫ লিটার
১৪	ডিনেচার্ড স্পিরিট	২২১	২২১	১০১২৩ লিটার
১৫	মরফিন	৯	১২	২৭৬ এ্যাম্পুল
১৬	পেথিডিন	৬	৬	১৪৪ এ্যাম্পুল
১৭	ডায়াজিপাম	৩	৩	৭ এ্যাম্পুল
১৮	ঘুমের ট্যাবলেট	৫	৫	৬১০টি
১৯	এনার্জি ড্রিংস (ইত্যাদি)	২	২	৭০ বোতল
২০	অবৈধ চোলাই মদ	১৪০৪	১৫৩১	২৮৯২১.৯৯ লিটার
২১	দেশী মদ	৪৯	৫৪	১৯১৪.১৮৬ লিটার
২২	বিদেশী মদ	২	২	৫.৬১ লিটার
২৩	বিদেশী মদ	১২৮	১৩৮	৩৪২৮ বোতল
২৪	এ্যালকোহল	১৯	২১	২৬৪২.২ লিটার
২৫	বিয়ার	৭০	৭৭	৬৪৯৩ ক্যান
২৬	তাড়ী (টোডি)	১৭৯	১৮৭	৭০৩৫ লিটার
২৭	পচুঁই	৪৫	৪৭	৩৬৬৬ লিটার
২৮	ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	১৭৫	১৬৯	৩৩৬৩০৬ লিটার

ক্রমিক	মাদকের নাম	মামলা	আসামী	পরিমাণ
২৯	বাখার	১	১	১০ কেজি
৩০	মোদক	১	১	০.৫ কেজি
৩১	নিশাদল	১	১	১.৫ কেজি
৩২	মুলি	২		৭২০টি
৩৩	নগদ অর্থ			১১৪৮৪৯৩ টাকা
৩৪	পিস্তল	১	১	৩ টি
৩৫	গুলি			১২ রাউন্ড
৩৬	প্রাইভেট কার			৯ টি
৩৭	সি, এন, জি			৬টি
৩৮	মোবাইল সেট			১০১টি
৩৯	ট্রাক			১০টি
৪০	বাস			৪ টি
৪১	কভার্ড ভ্যান			৩ টি
৪২	মোটর সাইকেল			২৫ টি
৪৩	রিক্সা ভ্যান			৬ টি
৪৪	মাইক্রোবাস			৪ টি
৪৫	বেবী টেক্সি			১ টি
৪৬	বাইসাইকেল			৫ টি
৪৭	ভারতীয় শাড়ী			৩ পিচ
	সর্বমোটঃ	১০০১৪	১১০৪০	

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

পরিশিষ্ট - ১৭: ২০১২ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মাদক বিরোধী অভিযান, আসামী ও মামলার বিবরণ

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	মামলার পরিসংখ্যান					নিয়মিত মামলার মধ্যে টাস্কফোর্সের মামলার সংখ্যা	নিয়মিত মামলায় আসামীর সংখ্যা		মোবাইল কোর্টের মামলায় আসামীর সংখ্যা	সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত		নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান		
		অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলার সংখ্যা	মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	মালিক বিহীন মামলার সংখ্য	মোট মামলার সংখ্যা		গ্রেফতার	পলা			আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত পরোয়ানার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে সাক্ষ্য প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি	খালাস	খালাস মামলার বিপরীতে আপীল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	**ঢাকা মেটোঃ উপ-অঞ্চল**	৪৫৬৪	১০৬৭	৩৫৫	২	১৪২৪	০	১১৫০	৪১	৩৫৭	২০৫	১১৫৯	১২৪৪	১৫৬	২	০
২।	**ঢাকা উপ-অঞ্চল**	২৪৮২	৩৯৯	৪৩৯	১	৮৩৯	৪২	৪০১	১৯৯	৪৯২	১৩৩	৬৫৫	৪৬২	২৩২	২৩০	২৩
১.	ঢাকা	৩২৯	৫০	১০৪	০	১৫৪	৪	৫১	১৫	১০৫	৪০	৭৯	৪১	১৩	২৩	১৬
২.	নারায়নগঞ্জ	৫০৩	৮৩	৭৪	০	১৫৭	০	৫০	৪৪	৭৫	৩	২৪১	১৮৫	৮	১	০
৩.	মুন্সিগঞ্জ	২৬৮	৪৭	১১	০	৫৮	১০	৪৬	১৪	১১	০	১৫৩	৫২	৯	০	০
৪.	নরসিংদী	৪৯৭	৬৬	৭৮	১	১৪৫	৫	৬৫	২৪	৮৪	২	৬৭	১০৬	৯৩	৯	০
৫.	গাজীপুর	৫৪৭	১১৬	১৪০	০	২৫৬	১৬	১৭১	৭১	১৮৫	৮৫	৬১	৩৪	৯৬	১৯২	০
৬.	মানিকগঞ্জ	৩৩৮	৩৭	৩২	০	৬৯	৭	১৮	৩১	৩২	৩	৫৪	৪৪	১৩	৫	৭
৩।	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১৮৪৬	১৯১	৩৪৮	০	৫৩৯	২৮	১১৮	১০৯	৩৫১	৪২	২৩৭	২০৫	১৮২	২১	২
৭.	ময়মনসিংহ	৯৭৮	১০৯	১২৯	০	২৩৮	০	৭০	৫৮	১২৯	২৩	১৯৫	১৬৪	৩৭	১১	০
৮.	নেত্রকোনা	২৬৭	২৩	৮১	০	১০৪	৭	৭	১৭	৮৩	১	১৫	১৪	১৮	০	০
৯.	কিশোরগঞ্জ	৬০১	৫৯	১৩৮	০	১৯৭	২১	৪১	৩৪	১৩৯	১৮	২৭	২৭	১২৭	১০	২
৪।	**ফরিদপুর উপ-অঞ্চল**	৯৮৩	১১৮	২৩১	০	৩৪৯	১৬	১৪৩	৩৪	২৪৮	৩০	১০০	৭৬	১৯	৩৩	০
১০.	ফরিদপুর	৪৯৫	৪২	১১৬	০	১৫৮	২	৫৩	১২	১২৩	৮	৫১	৪৮	৮	১৭	০
১১.	রাজবাড়ী	২৬১	৪৬	৫১	০	৯৭	১৪	৪৮	১৭	৫১	৮	২৭	২০	৮	১৬	০
১২.	মাদারীপুর	১০৯	১৮	৪৩	০	৬১	০	২১	৩	৪৭	০৬	১২	০৪	০২	০	০
১৩.	গোপালগঞ্জ	৫৪	০২	০৯	০	১১	০	০৫	০	১২	০১	০৪	০১	০	০	০
১৪.	শরীয়তপুর	৬৪	১০	১২	০	২২	০	১৬	০২	১৫	০৭	০৬	০৩	০১	০	০

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	মামলার পরিসংখ্যান					নিয়মিত মামলার মধ্যে ট্যাক্সফোর্সের মামলার সংখ্যা	নিয়মিত মামলায় আসামীর সংখ্যা		মোবাইল কোর্টের মামলায় আসামীর সংখ্যা	সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত		নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান		
		অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলার সংখ্যা	মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	মালিক বিহীন মামলার সংখ্য	মোট মামলার সংখ্যা		গ্রেফতার	পলা			আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত পরোয়ানার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে সাক্ষ্য প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি	খালাস	খালাস মামলার বিপরীতে আপীল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৫।	**টাংগাইল উপ-অঞ্চল**	**৫৬৩**	**৫০**	**১৭২**	**১**	**২২৩**	**১**	**৪০**	**২৮**	**১৭৯**	**১৪**	**২০০**	**১২৬**	**১৭১**	**৫১**	**০**
১৫.	টাংগাইল	৫৬৩	৫০	১৭২	১	২২৩	১	৪০	২৮	১৭৯	১৪	২০০	১২৬	১৭১	৫১	০
৬।	**জামালপুর উপ-অঞ্চল**	**৫২৩**	**৪৯**	**৯৬**	**০**	**১৪৫**	**১৬**	**২৯**	**২৬**	**১০৮**	**৫**	**১৭২**	**১৪৯**	**১**	**০**	**০**
১৬.	জামালপুর	২৭৮	২২	৮০	০	১০২	১৫	৫	২০	৮০	৪	১৩	২৪	০	০	০
১৭.	শেরপুর	২৪৫	২৭	১৬	০	৪৩	১	২৪	৬	২৮	১	১৫৯	১২৫	১	০	০
৭।	**চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল**	**১৩৭৭**	**১৮৮**	**২০০**	**২৬**	**৪১৪**	**২১**	**২৫৩**	**১২**	**২০১**	**১০১**	**৩৮৮**	**৩৭৪**	**১৭২**	**১০৫**	**৩**
৮।	**চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল**	**১১২৫**	**৯৭**	**৮৭**	**১১**	**১৯৫**	**০**	**১০৮**	**১৩**	**৮৮**	**২**	**০**	**২৪৫**	**০**	**৩**	**০**
১৮.	**চট্টগ্রাম**	**১৩৭৭**	**১৮৮**	**২০০**	**২৬**	**৪১৪**	**২১**	**২৫৩**	**১২**	**২০১**	**১০১**	**৩৮৮**	**৩৭৪**	**০**	**৩**	**৩**
৯।	**নোয়াখালী উপ-অঞ্চল**	**১০১৮**	**৭৫**	**৮০**	**২২**	**১৭৭**	**৩**	**৭২**	**১৭**	**৮০**	**৮**	**২৫৯**	**১৫৮**	**৩৪**	**৬৯**	**০**
১৯.	নোয়াখালী	৪৭৩	৩৯	৩৬	২	৭৭	০	৩৫	৭	৩৬	৫	২১৭	১১৪	২৪	৫১	০
২০.	ফেনী	৪০৬	৩০	৩৮	৪	৭২	৩	৩১	৯	৩৮	১	২৪	২৬	০	০	০
২১.	লক্ষীপুর	১৩৯	৬	৬	১৬	২৮	০	৬	১	৬	২	১৮	১৮	১০	১৮	০
১০।	**কুমিল্লা উপ-অঞ্চল**	**২২৪৮**	**১২৩**	**১৭৭**	**৪২**	**৩৪২**	**৩৫**	**১১১**	**২৬**	**১৭৭**	**২৩**	**৩৮৪**	**৩৬৬**	**২৯**	**০**	**০**
২২.	**কুমিল্লা**	**৯৯৭**	**৬৬**	**৮২**	**৩৩**	**১৮২**	**১৪**	**৬১**	**১৩**	**৮২**	**৭**	**২০১**	**১৮৯**	**২৫**	**০**	**০**
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪২৩	৫১	৪১	৬	৯৯	১৫	৪৪	১১	৪১	১৬	৬২	৫৬	৪	০	০
২৪.	চাঁদপুর	৮২৮	৬	৫৪	৩	৬১	৬	৬	২	৫৪	০	১২১	১২১	০	০	০
১১।	**কক্সবাজার উপ-অঞ্চল**	**৪৬৭**	**৪৩**	**৭৭**	**৪**	**১২৪**	**১০**	**৪৩**	**৬**	**৭৭**	**৯**	**২৮**	**৩৩**	**৪**	**০**	**০**
২৫.	কক্সবাজার	৪৬৭	৪৩	৭৭	৪	১২৪	১০	৪৩	৬	৭৭	৯	২৮	৩৩	৪	০	০
১২।	**খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল**	**২৭**	**০**	**০**	**৭**	**৭**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**
২৬.	খাগড়াছড়ি	২৭	০	০	৭	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	মামলার পরিসংখ্যান					নিয়মিত মামলার মধ্যে ট্রান্সফোর্সের মামলার সংখ্যা	নিয়মিত মামলায় আসামীর সংখ্যা		মোবাইল কোর্টের মামলায় আসামীর সংখ্যা	সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত		নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান		
		অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলার সংখ্যা	মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	মালিক বিহীন মামলার সংখ্য	মোট মামলার সংখ্যা		গ্রেফতার	পলা			আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত পরোয়ানার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে সাক্ষ্য প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি	খালাস	খালাস মামলার বিপরীতে আপীল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৩।	**রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল**	৭৬	০	১৭	৯	২৬	০	০	০	২০	০	৮	৮	০	০	০
২৭.	রাঙ্গামাটি	৭৬	০	১৭	৯	২৬	০	০	০	২০	০	৮	৮	০	০	০
১৪।	**বান্দরবান উপ-অঞ্চল**	৯৪	০	১৫	১	১৬	০	০	০	১৫	০	১২	১২	৩	০	০
২৮.	বান্দরবান	৯৪	০	১৫	১	১৬	০	০	০	১৫	০	১২	১২	৩	০	০
১৫।	**সিলেট উপ-অঞ্চল**	১৯৮৭	২৪২	৩৫৭	৩	৬০২	৫৫	১০৯	১৪৯	৩৫৮	৩১	১৬২	২২৫	১৩৭	২২৮	০
২৯.	**সিলেট**	৪৩৪	৭৩	১৩০	০	২০৩	৬	৬৭	১৪	১৩০	৯	৫৪	৫৭	৬	৫	০
৩০.	সুনামগঞ্জ	২৯৫	১৯	৪৬	০	৬৫	২	২	১৮	৪৬	০	০	০	০	২৮	০
৩১.	মৌলভীবাজার	৮২৭	৯৯	১২৪	১	২২৪	৩০	২৯	৭৭	১২৫	১৬	৯৮	১৫৮	৩০	৯৭	০
৩২.	হবিগঞ্জ	৪৩১	৫১	৫৭	২	১১০	১৭	১১	৪০	৫৭	৬	১০	১০	১০১	৯৮	০
১৬।	**খুলনা উপ-অঞ্চল**	১৯০৩	২১৬	৪০০	৬	৬২২	৩১	১৯২	৭৫	৪২৭	১৭	৪০৪	২৮৩	৪০১	৫০	০
৩৩.	**খুলনা**	৮৫৯	৭১	৩৩১	৫	৪০৭	০	৭৭	১৭	৩৫৫	৫	৭৪	৭১	৩৩৭	১১	০
৩৪.	সাতক্ষীরা	৫৪০	৯৭	৫৭	১	১৫৫	২৫	৭৮	৪১	৫৯	২	১৩২	৫৮	৫৫	৩২	০
৩৫.	বাগেরহাট	৫০৪	৪৮	১২	০	৬০	৬	৩৭	১৭	১৩	১০	১৯৮	১৫৪	৯	৭	০
১৭।	**যশোর উপ-অঞ্চল**	১৪৫০	৩১০	১৬০	১৬	৪৮৬	১৩২	২০২	১১৪	১৭৫	৩	৩২৫	৩৩১	৬৫	২০	০
৩৬.	**যশোর**	৭১০	১৬৫	১০৭	১২	২৮৪	৭১	১১১	৬৩	১১৫	২	১৬২	১৬৬	৪	০	০
৩৭.	মাগুরা	১৬১	৩৩	২	১	৩৬	৯	২১	১১	২	০	১৩	৬	০	০	০
৩৮.	নড়াইল	২৩৩	৩০	১৮	২	৫০	৩	২০	১৪	২২	০	২১	৫০	৩৭	২	০
৩৯.	ঝিনাইদহ	৩৪৬	৮২	৩৩	১	১১৬	৪৯	৫০	২৬	৩৬	১	১২৯	১০৯	২৪	১৮	০
১৮।	**কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল**	৮৮০	১৬৮	৮৪	১	২৫৩	১৮৭	৮৮	৮৮	৮৪	১	৩২২	১৯৬	৫৯	০	০
৪০.	কুষ্টিয়া	৩৪১	৬৫	৭১	১	১৩৭	৮৫	২৬	৪০	৭১	০	১৯১	১১৯	৫৪	০	০

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	মামলার পরিসংখ্যান					নিয়মিত মামলার মধ্যে টাস্কফোর্সের মামলার সংখ্যা	নিয়মিত মামলায় আসামীর সংখ্যা		মোবাইল কোর্টের মামলায় আসামীর সংখ্যা	সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত		নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান		
		অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলার সংখ্যা	মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	মালিক বিহীন মামলার সংখ্য	মোট মামলার সংখ্যা		গ্রেফতার	পলা			আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত পরোয়ানার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে সাক্ষ্য প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি	খালাস	খালাস মামলার বিপরীতে আপীল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪১.	চুয়াডাংগা	৩৬৫	৮৭	১১	০	৯৮	৮৫	৫২	৪২	১১	১	১৩১	৭৭	৫	০	০
৪২.	মেহেরপুর	১৭৪	১৬	২	০	১৮	১৭	১০	৬	২	০	০	০	০	০	০
১৯।	**বরিশাল উপ-অঞ্চল**	৯৮৩	৭৭	৫২	৩	১৩২	০	৭০	২৫	৫৭	১৮	১০৬	৮৪	৪৯	১৬	০
৪৩.	**বরিশাল**	৫০৬	৬১	১৬	২	৭৯	০	৬২	১০	২১	১০	৫৮	৩৯	১৪	০	০
৪৪.	ঝালকাঠি	১৮৬	৩	৮	০	১১	০	২	২	৮	৬	৪০	৩৭	৭	১	০
৪৫.	পিরোজপুর	১৯৮	৩	২৫	১	২৯	০	০	৬	২৫	২	৮	৮	২৩	১২	০
৪৬.	ভোলা	৯৩	১০	৩	০	১৩	০	৬	৭	৩	০	০	০	৫	৩	০
২০।	**পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল**	৩২১	১৩	২৯	০	৪২	১	১১	৮	২৯	১	৬২	৫৯	২১	০	০
৪৭.	পটুয়াখালী	২৬৯	১২	১৬	০	২৮	১	১১	৭	১৬	১	৪৪	৪১	১১	০	০
৪৮.	বরগুনা	৫২	১	১৩	০	১৪	০	০	১	১৩	০	১৮	১৮	১০	০	০
২১।	**রাজশাহী উপ-অঞ্চল**	২৮৭০	৫১৭	৪৩৮	৪৩	৯৯৮	৪৫	৪০০	২৩৪	৫৩৯	৯৪	৪৪৫	৪৪৩	১৩	২৯	২
৪৯.	রাজশাহী	৮৬০	১১৬	১২১	১১	২৪৮	৩৪	১০৩	২৭	২১৮	২১	৮৭	১২৩	৫	১২	০
৫০.	চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৬০	১২৪	৬৫	১৫	২০৪	৬	৪৩	৮৯	৬৮	১১	৬৩	৮৫	৫	৯	০
৫১.	নাটোর	৭৭৭	১৩২	১৩৭	১২	২৮১	৩	১৪৬	৪৪	১৩৮	৪১	২১৭	১৭৯	১	৭	১
৫২.	নওগা	৫৭৩	১৪৫	১১৫	৫	২৬৫	২	১০৮	৭৪	১১৫	২১	৭৮	৫৬	২	১	১
২২।	**পাবনা উপ-অঞ্চল**	১২১৯	২২৪	২৭১	৬	৫০১	২	১৫৭	১০১	২৭৪	৪৫	৩৭৪	৩১৬	৫১	৩০	০
৫৩.	পাবনা	৭৩৪	১১৫	১৮৪	৩	৩০২	১	৮৮	৩৯	১৮৬	১৬	১৬৭	১৬৫	১৭	১২	০
৫৪.	সিরাজগঞ্জ	৮৬৩	১০১	১২০	১২	২৩৩	৫	১০৭	১১	১২৩	১৫	৩৮৭	২১৫	৩	০	০
২৩।	**বগুড়া উপ-অঞ্চল**	১১৫৪	১৮৫	১২৩	২১	৩২৯	৬	১৩১	৭০	১২৬	১৬	৪১০	২৪২	৮	২	০
৫৫.	বগুড়া	৮৬৩	১০১	১২০	১২	২৩৩	৫	১০৭	১১	১২৩	১৫	৩৮৭	২১৫	৩	০	০

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	মামলার পরিসংখ্যান					নিয়মিত মামলার মধ্যে ট্রাক্সফোর্সের মামলার সংখ্যা	নিয়মিত মামলায় আসামীর সংখ্যা		মোবাইল কোর্টের মামলায় আসামীর সংখ্যা	সংবেদনশীল ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার সংখ্যা	সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত		নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান		
		অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলার সংখ্যা	মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	মালিক বিহীন মামলার সংখ্য	মোট মামলার সংখ্যা		গ্রেফতার	পলা			আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত পরোয়ানার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে সাক্ষ্য প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি	খালাস	খালাস মামলার বিপরীতে আপীল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৫৬.	জয়পুরহাট	২৯১	৮৪	৩	৯	৯৬	১	২৪	৫৯	৩	১	২৩	২৭	৫	২	০
২৪।	**রংপুর উপ-অঞ্চল**	১৬৪১	২১৫	৩২১	৫	৫৪১	১৭	১৬৩	১১৪	৩৩২	২৮	৩৫৫	৩৫০	৯১	১১৮	০
৫৭.	রংপুর	৬৩২	১২৪	১১৩	১	২৩৮	৫	৮৫	৭৭	১২৩	৯	৯৫	১৫১	৫৪	৯১	০
৫৮.	নীলফামারী	২০৪	২৪	৫৫	২	৮১	৫	২০	১৩	৫৫	৩	১৮৯	১১৩	২৫	২৪	০
৫৯.	কুড়িগ্রাম	২৪২	১৪	৩৮	০	৫২	৪	১১	৯	৩৯	১	৩২	২৯	৪	৩	০
৬০.	লালমনিরহাট	২৬৫	১৯	৫২	০	৭১	৩	১৯	৫	৫২	১৪	৩০	২৬	৫	০	০
৬১.	গাইবান্ধা	২৯৮	৩৪	৬৩	২	৯৯	০	২৮	১০	৬৩	১	৯	৩১	৩	০	০
২৫।	**দিনাজপুর উপ-অঞ্চল**	৮৪৩	১৩৫	১৫০	৩২	৩১৭	৫২	৯৭	৭৪	১৫৪	২৪	১১৩	১৪৩	১২	১৩	০
৬২.	**দিনাজপুর**	৫৯৯	১১৫	১৩১	২৪	২৭০	৫১	৮১	৬১	১৩৩	২২	১১১	১৩১	১২	১৩	০
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	১৪৮	০৯	০৯	৮	২৬	১	১১	০২	১০	২	২	৭	০	০	০
৬৪.	পঞ্চগড়	৯৬	১১	১০	০	২১	০	০৫	১১	১১	০	০	৫	০	০	০
২৬।	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	২৯৬	৩৮	১৫	০	৫৩	০	৪০	৮	১৫	১৯	৯৮	১২৬	৫২	৬২	০
২৭।	**চট্রগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল**	৩৬৪	৬৫	৫৩	৫	১২৩	১৮	৭৫	২১	৫৯	১২	৯০	৮৫	৩২	১০	০
২৮।	**খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল**	২২৩	২২	৬৭	২	৯১	১০	১৩	১৭	৬৭	০	৪৫	৩৯	৪৯	০	০
২৯।	**রাজশাহী গেয়েন্দা অঞ্চল**	৩৩৩	৪৬	৫৭	১	১০৪	৩	৪০	১৩	৭৩	৮	২৬	২৩	৫	০	০
		৩৩৮৬০	৪৮৭৩	৪৮৭১	২৭০	১০০১৪	৭৩১	৪২৫৬	১৬২২	৫১৬২	৮৮৯	৬৯৩৯	৬৪০৩	২০৪৮	১০৯২	৩০

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

পরিশিষ্ট - ১৮: ২০১২ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের উপ-অঞ্চল ও জেলাভিত্তিক বিবরণ ঃ

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ									মন্তব্য
		গাঁজা (গ্রাম)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	হেরোইন (গ্রাম)	ইয়াবা (পিস)	ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)	বি.মদ (বোতল/ক্যান)	আরএস/ ডিএস (লিটার)	জাওয়া/তাড়ী/পচুই (লিটার)	চোলইমদ (লিটার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	**ঢাকা মেটোঃ উপ-অঞ্চল**	**৩৮০২৩৯**	**১১৪২**	**১৪৮১**	**৪৬১০৭**	**১০১২০**	**৪৫৬**	**১৫৫**	**০**	**৬৩**	
২।	**ঢাকা উপ-অঞ্চল**	**৩৬১২৩৬**	**৫৪৮১**	**৭৭১**	**১০০৪০**	**৫১৮**	**৫৬২**	**১৭২**	**১৯৯৩৭২**	**১১৪৬১**	
১	ঢাকা	৬৪৩৪০	৮৮	১৯৩	২৪৯৮	৫৬	১	৪০	৩০০২	২৬৬	
২	নারায়নগঞ্জ	৩৩৬৫০	৬১৯	১৩৮	৮৯৫	৫৮	১১	৩৫	১৬১০০	৯৫৮	
৩	মুন্সিগঞ্জ	৬৪৯০	০	৫৪	১৫	০	১	০	০	১৪	
৪	নরসিংদী	৩৭১৮৫	১৭৬	১৩১	৬৪	০	২৩	৯৬	৬০২০	২১১	
৫	গাজীপুর	১৭৭৯৭১	৪৫৭৫	২১০	৬৫৬১	৪০৪	৫২৬	০	১৭৪২৫০	১০০১২	
৬	মানিকগঞ্জ	৪১৬০০	২৩	৪৫	৭	০	০	১	০	০	
৩।	**ময়মনসিংহ**	**১৬৯৭৯৭**	**৩৬৩**	**১১০৮**	**৯৪০**	**৫০৮**	**১৬**	**৬৩০**	**৬৭৯৫**	**৭৫৪**	
৭	ময়মনসিংহ	৫৩১৭৪	১৯৭	৮২৮	৮৬৪	১১০	০	১৩০	৩৯৬৫	২৯৮	
৮	নেত্রকোনা	২২২০০	০	১	০	০	১৬	৪৬৫	৯২০	১৭৪	
৯	কিশোরগঞ্জ	৯৪৪২৩	১৬৬	২৭৯	৭৬	৩৯৮	০	৩৫	১৯১০	২৮২	
৪।	**ফরিদপুর উপ-অঞ্চল**	**১০২৮৬৫**	**২৭৮৫**	**৬৩৩**	**২০২৯**	**৮**	**৩৭**	**৮**	**১০১২**	**৪৯৮**	
১০	ফরিদপুর	৪১৫৯০	৪২০	১	৩৭৬	৮	২৮	৮	২৮৪	২৫	
১১	রাজবাড়ী	৬৬৭৫	১৬০	১৭০	৭	০	০	০	২৮২	৪৩২	
১২	মাদারীপুর	২৫২৯০	২০৭০	৪৬২	৮৭৮	০	৫	০	৪৬	৪১	
১৩	গোপালগঞ্জ	৩১৫৫	১২০	০	১০৫	০	৪	০	৪০০	০	
১৪	শরীয়তপুর	২৬১৬০	১৫	০	৬৬৩	০	০	০	০	০	

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ									মন্তব্য
		গাঁজা (গ্রাম)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	হেরোইন (গ্রাম)	ইয়াবা (পিস)	ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)	বি.মদ (বোতল/ক্যান)	আরএস/ ডিএস (লিটার)	জাওয়া/তাড়ী/পচুই (লিটার)	চোলইমদ (লিটার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫।	**টাংগাইল উপ-অঞ্চল**	**৭৪০৪০**	**১৯৮**	**২৫৪**	**২০২৭**	**০**	**১৮২**	**৯**	**১৩৪৫**	**২৪৪**	
১৫	টাংগাইল	৭৪০৪০	১৯৮	২৫৪	২০২৭	০	১৮২	৯	১৩৪৫	২৪৪	
৬।	**জামালপুর উপ-অঞ্চল**	**৩০৬৬০**	**০**	**৩৫৮**	**০**	**১২০**	**১৮**	**৪২৫**	**১৫২৫৮**	**৭৯৭**	
১৬	জামালপুর	৭৫৬০	০	০	০	১২০	১৮	**৩৯৮**	১৪৯১০	৭৫৬	
১৭	শেরপুর	২৩১০০	০	৩৫৮	০	০	০	২৭	৩৪৮	৪১	
৭।	**চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল**	**৬৩৪০৬**	**৬৯৬৫**	**১২৪**	**৪১১৮৫**	**০**	**২৭০**	**০**	**৩৮**	**২০৬৭**	
৮।	**চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল**	**২৩০৯৪**	**৪১**	**৫**	**৯৩৫**	**০**	**০**	**৬৫**	**০**	**১৪৯৭**	
১৮	চট্রগ্রাম	২৩০৯৪	৪১	৫	৯৩৫	০	০	৬৫	০	১৪৯৭	
৯।	**নোয়াখালী উপ-অঞ্চল**	**৪৮২৯৫**	**৬৪০**	**২৬**	**৫৯০**	**১৭**	**২২৫**	**৭৩৩**	**২৮২**	**৮৬**	
১৯	নোয়াখালী	২৯২২৫	৫৪৮	২	৪৪০	২	১৪১	৬০	২১০	৩০	
২০	ফেনী	১৩০২০	৭৯	২৪	১২৫	১৫	৪৪	**৫৮৩**	৭০	১৩	
২১	লক্ষীপুর	৬০৫০	১৩	০	২৫	০	৪০	৯০	২	৪৩	
১০।	**কুমিল্লা উপ-অঞ্চল**	**৩৯৯৪৫০**	**১৭৪৮**	**৩২**	**২৬৩৫**	**৩৪০**	**১৭৯৭**	**১৬৬২**	**০**	**১৮৯**	
২২	কুমিল্লা	২৪৫৭০০	৯৭১	২	২৫৫৫	৩	১৫১৪	৪২৪	০	২৮	
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪০৪০০	৭৫৩	৩০	১০	১৫০	৯৭	**৫২০**	০	১৩০	
২৪	চাঁদপুর	১৩৩৫০	২৪	০	৭০	১৮৭	১৮৬	**৭১৮**	০	৩১	
১১।	**কক্সবাজার উপ-অঞ্চল**	**১১২৫০**	**১০৫**	**৩২**	**৮৩৩৪**	**০**	**৭**	**৪৩০**	**৭৩**	**৩৭৯**	
২৫	কক্সবাজার	১১২৫০	১০৫	৩২	৮৩৩৪	০	৭	৪৩০	৭৩	৩৭৯	
১২।	**খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল**	০	০	০	০	০	০	০	০	২২	

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ									মন্তব্য
		গাঁজা (গ্রাম)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	হেরোইন (গ্রাম)	ইয়াবা (পিস)	ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)	বি.মদ (বোতল/ক্যান)	আরএস/ ডিএস (লিটার)	জাওয়া/তাড়ী/পচুই (লিটার)	চোলইমদ (লিটার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৬	খাগড়াছড়ি									২২	
১৩।	**রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল**	**১**	০	০	০	০	**০**	**৩**	**১৬৫**	**২২১**	
২৭।	রাঙ্গামাটি	**১**	০	০	০	০	০	**৩**	১৬৫	২২১	
১৪।	**বান্দরবান উপ-অঞ্চল**	০	০	০	০	০	**০**	**৫**	**৩৩৫৩**	**৪৯**	
২৮।	বান্দরবান							**৫**	৩৩৫৩	৪৯	
১৫।	**সিলেট উপ-অঞ্চল**	**৯০৭৬৫**	**১৬৪**	**১৪৪**	**৫৬**	**৩৪**	**১৯৮**	**৫৮২৬**	**২০৬৮৫**	**৬২৬**	
২৯।	সিলেট	২২২১৫	**১৫১**	৫৮	৫০	৩৪	৬২	২৬১০	১০৮০	**১৮২**	
৩০।	সুনামগঞ্জ	৪৯৬৫৫	০	০	০	০	**১১৮**	**৭০**	৫০৫৪	০	
৩১।	মৌলভীবাজার	৯২৮০	**১৩**	৭৮	৬	০	**১৮**	১৪৭০	১২৪২১	৩১৮	
৩২।	হবিগঞ্জ	৯৬১৫	০	৮	০	০	০	১৬৭৬	২১৩০	১২৬	
১৬।	**খুলনা উপ-অঞ্চল**	**৯৪৭৬০**	**২০১৯**	**৩৭৩**	**১১৯**	**১৬৩**	**১৭৯**	**১১৮**	**৫০০**	**৩১২০**	
৩৩	খুলনা	৭০১১০	**১৩৪৩**	**১১১**	৭৯	০	২০	৬৮	২০০	৩০৯০	
৩৪	সাতক্ষীরা	২১১৮৫	৬৫৩	১০৩	৪০	১৬৩	১৫৯	০	৩০০	৩০	
৩৫	বাগেরহাট	৩৪৬৫	২৩	১৬০	০	০	০	৫০	০	০	
১৭।	**যশোর উপ-অঞ্চল**	**৩০৫৬৩**	**৭০০৫**	**২০৭**	**৮৫**	**৩০**	**১৬০**	**৪৯১**	**৩২৫০**	**১৬৪**	
৩৬	যশোর	১৬১৭৬	৫৭৯০	১৭৭	৭৭	৩০	১৩১	২২৮	১৮১২	১১৩	
৩৭	মাগুরা	২১৫০	৫০	৮	০	০	০	**১০০**	১৭০	৪	
৩৮	নড়াইল	২২০৫	৩৪৯	**১৩**	০	০	০	**৪৮**	৫২	৭	
৩৯	ঝিনাইদহ	১০০৩২	৮১৬	৯	৮	০	২৯	**১১৫**	১২১৬	৪০	

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ									মন্তব্য
		গাঁজা (গ্রাম)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	হেরোইন (গ্রাম)	ইয়াবা (পিস)	ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)	বি.মদ (বোতল/ক্যান)	আরএস/ ডিএস (লিটার)	জাওয়া/তাড়ী/পচুই (লিটার)	চোলইমদ (লিটার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৮। কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল		**২১৫৩৮**	**৩৫৫**	**১৪৫**	**০**	**১০৫৬**	**৭**	**২০০**	**১৭৩২**	**১৫**	
৪০	কুষ্টিয়া	১৪৩২২	২১০	৮৭	০	০	৭	**১৮৩**	১৬১	১৫	
৪১	চুয়াডাংগা	৫০৪৬	১৪২	২৪	০	১০৫৬	০	**১৭**	১৫২১	০	
৪২	মেহেরপুর	২১৭০	৩	৩৪	০	০	০	**০**	৫০	০	
১৯। বরিশাল উপ-অঞ্চল		**১৩৬৯৭**	**৭০**	**১৬**	**৩০**	**২৬৯**	**২**	**২৫৭**	**০**	**১৪৯**	
৪৩	বরিশাল	৯৫৩২	০	১৬	৩০	২৬৯	০	৬০	০	১৪৯	
৪৪	ঝালকাঠি	২৭০	০	০	০	০	০	**০**	০	০	
৪৫	পিরোজপুর	২৫৪৫	৭০	০	০	০	০	**১৯১**	০	০	
৪৬	ভোলা	১৩৫০	০	০	০	০	২	**৬**	০	০	
২০। পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল		**৬৫৯২**	**১৫৭**	**১৭**	**২০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৩১**	
৪৭	পটুয়াখালী	১১২৫	১৫৭	১৭	২০	০	০	**০**	০	২০	
৪৮	বরগুনা	৫৪৬৭	০	০	০	০	০	**০**	০	১১	
২১। রাজশাহী উপ-অঞ্চল		**৫০৭৯১**	**৯১৯১**	**২৯২৫.৫**	**৪৭৪**	**৭৪৮**	**১৪**	**১২৪.৪**	**২৯৯৬৬**	**১৫০৫**	
৪৯	রাজশাহী	৮০৬৭	১৯০৫	৯১১	০	৫৬	০	১৩.৪	২৬০৮	৬৬৯	
৫০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫৮৫৭	১৭৯	৮৫	০	১০৪	১২	৪	১৩২৫৮	২৪৬	
৫১	নাটোর	৮৯৯০	৪৬৩৭	৯৪৪	৭	২০	২	১০৬	১৩০০	২৭৩	
৫২	নওগাঁ	২৭৮৭৭	২৪৭০	৯৮৬	৪৬৭	৫৬৮	০	১	১২৮০০	৩১৭	
২২। পাবনা উপ-অঞ্চল		**৫৩৪৮৫**	**২৬০৬**	**৭৮৫**	**৩২২**	**১৪৫১**	**৬৭**	**৬**	**৯৩৪**	**৭৭৩**	
৫৩	পাবনা	৩৫৩৮৫	৭৫৬	২৯৭	২৮০	০	৪৯	৬	৪৪৪	৫০৯	
৫৪	সিরাজগঞ্জ	১৮১০০	১৮৫০	৪৮৮	৪২	১৪৫১	১৮	০	৪৯০	২৬৪	

ক্রঃ	উপ-অঞ্চল ও জেলার নাম	উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণ									মন্তব্য
		গাঁজা (গ্রাম)	কোডিন (ফেন্সিডিল) (বোতল)	হেরোইন (গ্রাম)	ইয়াবা (পিস)	ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)	বি.মদ (বোতল/ক্যান)	আরএস/ ডিএস (লিটার)	জাওয়া/তাড়ী/পচুই (লিটার)	চোলইমদ (লিটার)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৩।	**বগুড়া উপ-অঞ্চল**	**৬৭৪৫**	**১২৫৮**	**৬৯১**	**২৪০**	**১১৭৮**	**৩**	**২**	**৪৪৪২**	**৫০৬**	
৫৫	বগুড়া	৬৬৪৫	১২৫৩	৬৯১	২৪০	১১৭৮	০	২	১৯৫	৯	
৫৬	জয়পুরহাট	১০০	৫	০	০	০	৩	০	৪২৪৭	৪৯৭	
২৪।	**রংপুর উপ-অঞ্চল**	**৭৭৪৩৫**	**১১৯৫**	**৫৬১.৫**	**০**	**০**	**১০৭**	**৩১৪৪**	**৫৩১৫**	**৫১০**	
৫৭	রংপুর	৩২৫২০	৯৩৬	৪৪৮	০	০	০	৩১১৫	৩৩০৫	৩৬৮	
৫৮	নীলফামারী	৫৩৮৫	৭	৮৮	০	০	০	২০	১৮০	১৩	
৫৯	কুড়িগ্রাম	১৬১৯০	৮১	০	০	০	২৮	৯	০	০	
৬০	লালমনিরহাট	১২৫০০	১৭১	২৪	০	০	৭৯	০	২০০	৩০	
৬১	গাইবান্ধা	১০৮৪০	০	২	০	০	০	০	১৬৩০	৯৯	
২৫।	**দিনাজপুর উপ-অঞ্চল**	**৮৪৩৫**	**৪৬৩৮**	**৭৯**	**০**	**২৫১১**	**৩১**	**০**	**১৩৭০৮**	**৭২৩**	
৬২	দিনাজপুর	৪৯৮৫	৪৫৩৬	৭৪	০	২৫১১	৩১	০	১২৬৬৮	৬৪৯	
৬৩	ঠাকুরগাঁও	১৭২০	৭১	৫	০	০	০	০	৮৯০	৪৭	
৬৪	পঞ্চগড়	১৭৩০	৩১	০	০	০	০	০	১৫০	২৭	
২৬।	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	৮৪৭৫৭	৯১৮	৭৪	১৯১৭	০	৩২৩৮	০	১৮০০০	৪৮৪৪	
২৭।	**চট্রগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল**	৮৫৫০	৪৯	৭৩	৬২৩৫	০	**২৩৪৫**	৩০	**৪০০**	**২৭১৪**	
২৮।	**খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল**	১৬২২৫	১০২	১৯	০	২	**০**	**০**	**০**	**১১৪**	
২৯।	**রাজশাহী গেয়েন্দা অঞ্চল**	৮৭৭০	১০৭৩	৯৯	০	০	**০**	**৫৪**	**২০০৮০**	**৩১৬**	
		২২৩৭৪৪১	৫০২৬৮	১১০৩৩	১২৪৩২০	১৯০৭৩	৯৯২১	১৪৫৪৯	৩৪৬৭০৫	৩৪৪৩৭	

সূত্র ঃ ডিএনসি ডাটাবেজ

পরিশিষ্ট - ১৯: বেসরকারি পর্যায়ে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত নিবন্ধিত পার্টনার এনজিওসমূহ

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	রেজিষ্ট্রেশন নং
১।	জনাব ব্রাদার রোনাল্ড ড্রাহোজাল, পরিচালক, আপন ১/৭, ইকবাল রোড, ব্লক এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।	০০০১
২।	আলহাজ্ব মোঃ ফজলুল হক, চেয়ারম্যান জাতীয় তরুন সংঘ(জে টি এস), (জাতীয় যুব কাউন্সিল) ২১,২২,২৩, হাজারীবাগ রোড, ঢাকা ১২০৯।	০০০২
৩।	ড. পিটার হালদার, জাতীয় পরিচালক, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফাস্ট কনসার্ন (বিওয়াইএফসি), প্রধান কার্যালয় বি ৮/৯, পূর্ব ভবানীপুর, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা ১৩৪০।	০০০৩
৪।	ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি,মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্হা(মানস), ১৫/এ গ্রীন স্কয়ার, গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৭।	০০০৪
৫।	মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার(মিন্টু), নির্বাহী পরিচালক বগুড়া এন্টি ড্রাগ সোসাইটি(ব্যাডস) চন্দন বাইশা রোড সংলগ্ন সাবগ্রাম, দক্ষিনপাড়া, বগুড়া।	০০০৫
৬।	স্টিভ ওয়েলস, প্রোগ্রাম এডমিনিষ্ট্রেটর, কেয়ার বাংলাদেশ ৪৯/১, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	০০০৬
৭।	মুজিবুল ইসলাম ফারুক, নির্বাহী পরিচালক, এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল(আপ) মৌচাক টাওয়ার(৫ম তলা), ৮৩/বি, নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।	০০০৭
৮।	মোঃ শফিকুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, দরিদ্র জনকল্যাণ সংস্থা (ডিজেকেএস), ৮২/১২, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	০০০৮
৯।	মেজর জেনারেল(অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম(বীর প্রতীক),সভাপতি, সোহাক সামাজিক ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা (সোহাক), হাউজ নং-৩১২ (৩য় তলা), রোড নং-০২, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	০০০৯
১০।	প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, এন্টি ড্রাগ মুভমেন্ট(এডিএম), মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	০০১০
১১।	আজিজুর রহমান খান, পরিচালক, ইনটেগ্রেটেড সোসাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন(ইজওয়া) পোঃ বেতাগী, কোড নং ৮৭৪০, জেলা বরগুনা	০০১১
১২।	ডাঃ মোঃ মশিউর রহমান, পরিচালক, এইচ ডি আর ও ,খান ভিলা, হাউজ নং ৪৭/৪৮, ওহমানপুর কলোনী, পোঃ নতুনবাজার, চাঁদপুর।	০০১২
১৩।	মোঃ নূরুল হক, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাডুকেশন এ্যান্ড, কালচারাল এ্যাডভান্সমেন্ট সোসাইটি (বিকাশ), গ্রাম ও পোষ্ট-গোয়ালদহ, উপজেলা-খানসামা, জেলা-দিনাজপুর।	০০১৩
১৪।	এস.এ সাইফুল, সেক্রেটারী জেনারেল, ইস্কাটন মডার্ন হেলথ কেয়ার (ইএমসিএইচ) ৭৬, ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০।	০০১৪
১৫।	দিল আফরোজ, নির্বাহী পরিচালক, মহিলা স্বনির্ভর সংস্হা (এম এস এস) কালিতলা, ডাকঘরঃ দিনাজপুর, থানা কোতয়ালী, জেলাঃ দিনাজপুর।	০০১৫
১৬।	মির্জা ওবায়দুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ইকো সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ব্রীসডো), গ্রামঃ গছাহার, পোঃ রানীরবন্দর, উপজেলাঃ চিরিরবন্দর, জেলা দিনাজপুর।	০০১৬
১৭।	আব্দুস সাত্তার,নির্বাহী পরিচালক ভলানটারী পরিবার কালচার এসোসিয়েশন(ভিপিকেএস), দক্ষিণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী।	০০১৭
১৮।	আসক্ত পুনর্বাসন সংস্হা(আপস),চন্ডিপুর, থানা ঃ রাজপাড়া, পোঃ জিপিও ৬০০০, জেলাঃ রাজশাহী।	০০১৮
১৯।	এম এ মতিন আকন্দ, নির্বাহী পরিচালক, ম্যান ফর ম্যান(এম এম),বাসনা, বরগুনা।	০০১৯
২০।	আফরোজা আক্তার মঞ্জু ,নির্বাহী পরিচালক মুক্তি সেবা সংস্হা, ৩৬ শেরে বাংলা রোড, খুলনা।	০০২০

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	রেজিষ্ট্রেশন নং
২১।	মোঃ আতাউর রহমান, কান্ট্রি ডাইরেক্টর, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড (এইচ এফ ডব্লিউ),২/৮, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	০০২১
২২।	রুমানা খান, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল বেইজড এসোসিয়েশন(বারবা), বারিধারা নতুনবাজার, ভাটারা রোড, গুলশান ২, ঢাকা।	০০২২
২৩।	কাজী রেজাউল হাসান, নির্বাহী পরিচালক, যুব একাডেমী(জে এ)বাড়ী নং ৪২/এ, রোড নং ৯/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	০০২৩
২৪।	খন্দকার এ সালাম, মহাসচিব, অগ্রনী সেবা সংস্হা(অসেস),টিএমসি বিল্ডিং, ৮ম তলা, ৫২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	০০২৪
২৫।	কাজী রফিকুল আলম, চেয়ারম্যান, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, বাড়ী নং ১৯, সড়ক নং ১২,(নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯।	০০২৫
২৬।	গোলাম কাদের, চেয়ারম্যান, অতীশ দীপংকর গবেষনা পরিষদ (এডিজিপি), ১০/৪, টোলারবাগ, মিরপুর,ঢাকা।	০০২৬
২৭।	মোঃ আব্দুল লতিফ, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন(বাফা), গ্রাম ও পোঃ মনোহরপুর, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলা ঃ যশোর।	০০২৭
২৮।	মির্জা মতিউল আলম, পরিচালক, ল্যান্ডলেস ডিসট্রেসড রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (এলডিআরও) জজ কোর্ট রোড, আলফাতুন্নেছা প্লেগ্রাউন্ড লেন, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।	০০২৮
২৯।	সাব্বির আহমেদ পল্টু, নির্বাহী পরিচালক, সোস্যাল এডিফাই ইন ঝিনেদা আমনরি(সেজা) ৭১, এইচএসএস সড়ক, কাঞ্চননগর, ঝিনাইদহ-৭৩০০।	০০২৯
৩০।	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার, চেয়ারম্যান, গড়ফতেহপুর গ্রাম উন্নয়ন সংস্হা(জিজিপিএস), কলেজ রোড, গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।	০০৩০
৩১	মোঃ বদরুজ্জামান, পরিচালক, গ্রীনল্যান্ড, মধুমহল, লালদীঘির পূর্বপাড়, যশোর।	০০৩১
৩২।	মোঃ হাসান মইন উদ্দিন (মাসুদ), সভাপতি অশ্রু,বাড়ী নং-৯, রোড নং ২, লেইন নং ৩,ব্লক-কে, হালিশহর, চট্রগ্রাম।	০০৩২
৩৩।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সভাপতি, বি-বাড়ীয়া রুরাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার ইকুয়েলিটি(ব্রীজ)।	০০৩৩
৩৪।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি), এ,এইচ টাওয়ার, ৮ম তলা, প্লট ৫৬, রোডনং ২, সেক্টর ৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।	০০৩৪
৩৫।	রফিকুল ইসলাম,নির্বাহী পরিচালক উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম (ইউএসইকেএ), ৩২/২, সাহাপাড়া রোড, বাসাবটি, বাগেরহাট।	০০৩৫
৩৬।	অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ, গোকুল, রংপুর রোড, বগুড়া (টিএমএসএস)।	০০৩৬
৩৭।	মোঃ সারওয়ার জামিল খন্দকার, নির্বাহী পরিচালক, সেলফ হেল্প এ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (শ্যাডো), বাড়ী নং ১২৮, রাস্তা নং ৪, হাবিবনগর, রংপুর।	০০৩৭
৩৮।	গৌরাঙ্গ বিশ্বাস স্বাধীন, নির্বাহী পরিচালক, স্বাস্হ্য পরিচর্যা ও কল্যাণ সংস্হা, হাউজ নং৩৫/ঘ (২য় তলা), মেইন রোড, ব্লক-বি, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা।	০০৩৮
৩৯	এস.এ.এম জাকারিয়া আলম, নির্বাহী পরিচালক, সোসাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (সিডা), দর্শনা পুরাতন বাজার, পোঃ দর্শনা, থানা– দামুরহুদা, জেলা– চুয়াডাঙ্গা।	০০৩৯
৪০।	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (জুয়েল), সভাপতি, নতুন জীবন গড়ি, ০৩ পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	০০৪০
৪১।	মোঃ মতিয়ার রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এইড ফর পিওর পিপল, ১৪৪১/এ খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া,	০০৪১

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	রেজিষ্ট্রেশন নং
	ঢাকা।	
৪২।	মোঃ সুর্জ হক, (লিটন), নির্বাহী পরিচালক পলণ্টী উন্নয় সংস্থা, গ্রামঃ নুনিয়াগাড়ী, পোঃ পলাশপাড়া, জেলাঃ গাইবান্ধা।	০০৪২
৪৩।	আলহাজ্ব ওসমান খাঁন রাশেদ, সভাপতি, নোঙ্গর, তরেক ম্যানশন, চৌধুরী পাড়া, বিডিআর ক্যাম্প, ঝিলংজা, কক্সবাজার।	০০৪৩
৪৪।	মোঃ শহিদুল আলম, পরিচালক, পলণ্টী কৃষি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, আসেকপুর, টাংগাইল।	০০৪৪
৪৫।	মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন (বুলবুল), সভাপতি রিজিওনাল এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ ইন রাজশাহী, (রাডার), বাড়ী নং- ৭৩/৩, হাউজিং এস্টেট, পোঃ সপুরা, থানা- বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	০০৪৫
৪৬।	মোহাম্মদ ইমাম হোসেন চৌধুরী,প্রধান নির্বাহী, নওজোয়ান, মুন্সেফ বাজার, পটিয়া, চট্টগ্রাম।	০০৪৬
৪৭।	মোঃ ইসাহাক আলি (মিজান), নির্বাহী পরিচালক, ইয়ুথ ফর এক্সিলেন্ট সোসাইটি (ইয়েস) অস্বিনী কুমার টাউন হল, সদর রোড, বরিশাল।	০০৪৭
৪৮।	মোঃ হার্ন -অর- রশিদ, নির্বাহী পরিচালক, লাইট হাউজ, জহুর্ল নগর, বগুড়া।	০০৪৮
৪৯।	পন্ডিত গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী পরিচালক, ওয়াল্ড টুরিস্ট মিশন, স্বরপুর, টাংগাইল।	০০৪৯
৫০।	মোঃ আশরাফ হোসেন খাঁন হীরা, চেয়ারম্যান, মিউচুয়াল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ২৭৬ নং উত্তর গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা- ১২১৯।	০০৫০
৫১।	আ ক ম সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা), বাড়ী নং-৪৬৩, রোডনং-১৯/বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।	০০৫১
৫২।	খন্দকার ফার্ক আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, তৃণমুল উন্নয়ন সংস্থা, ৫৮/বি-১, পুরোহিত পাড়া, ময়মনসিংহ।	০০৫২
৫৩।	মিঃ পন রোজারিও, সম্পাদক পিপুলস রিসোর্স ওরিয়েন্টেড ভলেন্টারী এসোসিয়েশন (প্রভা), বি- ২৫১, কাজীহাটা, জিপিও বক্স নং- ১৫, রাজশাহী।	০০৫৩
৫৪।	মোঃ এমদাদুল হোসেন, প্রধান নির্বাহী, ক্রিয়েটিভ সোসাল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডিসি), গ্রামঃ গাছবাড়ী, পোঃ দহগ্রাম, উপজেলা- সাটুরিয়া, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।	০০৫৪
৫৫।	মোঃ মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, সোসাল এডভান্সমেন্ট সোসাইটি (এসএএস), ব্রাউন কম্পাউন্ড রোড, বরিশাল।	০০৫৫
৫৬।	ফয়েজ আহমেদ, পরিচালক শান্তিনীড় আসক্তি ও পুনর্বাসন নিবাস, বাড়ি নং ২১, রোড নং ২, ভদ্রা, পারিজাত আবাসিক এলাকা, রাজশাহী।	০০৫৬
৫৭।	এম.এস.এ বাসার, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ শান্তি উন্নয়ন মিশন(বিপিডিএস), বাড়ি নং ১৯, সড়ক নং ৩০, র্পনগর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।	০০৫৭
৫৮।	মোঃ মাহফুজুর রহমান খান, কর্মসূচী সমন্বয়কারী, থিয়েটার এন্ড আর্টস ফর লেস ফরমুনেট(টলফ) আইজি, প্রজেক্ট অফিস, র্ম নং ২৪ (২য় তলা) বাংলা হোটেল, কাজীর দেউরী, থানাঃ কোতয়ালী, চট্রগ্রাম।	০০৫৮
৫৯।	হাসান হাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, পিপলস অর্গানাইজেশন ফর এমপাওয়ারমেন্ট (পোফ) ১৯/সি, নাজির শংকর রোড,বেজপাড়া,যশোর।	০০৫৯
৬০।	মোঃ মাসুম বিলণ্ডাহ, সাধারন সম্পাদক, সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নে একটি গবেষনামূলক আন্দোলন(সিয়াম)।	০০৬০
৬১।	মাহফুজ আরামিজ, নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম ফর ইকো সোসাল ডেভেলপমেন্ট (ইকো সোসাল ডেভেলপমেন্ট), কাটনার পাড়া করনেশন লেন, বগুড়া।	০০৬১
৬২।	এ্যাড, এলিজারাহী, নির্বাহী পরিচালক, সমাজ পরিবর্তন কেন্দ্র (এসপিকে), ৪,চন্ডিচরণ বোস, স্ট্রীট ওয়ারী, ঢাকা।	০০৬২

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	রেজিষ্ট্রেশন নং
৬৩।	মোঃ রুহুল আমিন, ইকোনমিক এন্ড সোসাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (ইসা), হামদাহ ঝিনাইদহ	০০৬৩
৬৪।	এম.এস.এ মুন্না, প্যাটরিয়ট, ৫০৬/বি, রাজা বরদাকান্ত রোড, চাচড়া ডালমিল, যশোর	০০৬৪
৬৫।	আ.স.ম আক্তার হোসেন(রানা), সভাপতি, এলার্ট এন্ড এ্যাডভান্সড(এলার্ট), ৩এ ডিসি রোড, পশ্চিম বাকলিয়া, চকবাজার, চট্রগ্রাম	০০৬৫
৬৬।	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (বাবলু), নির্বাহী পরিচালক, অনুঘটক, ডেরাগণী-২, ওয়ার্ড নং-১, রামনগর, দিনাজপুর।	০০৬৬
৬৭।	খুরশিদা রহমান, চেয়ারপারসন(ইসি), মাদারীপুর মহিলা কল্যাণ সংস্থা (এমএমকেএস), টিএন্ডটি রোড, মাদারীপুর-৭৯০০।	০০৬৭
৬৮।	মোঃ নূরুজ্জামান আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, প্রফিট ফাউন্ডেশন, গ্রামঃ শ্রীখাতা(কামারপাড়া) ডাকঘরঃ দলগ্রাম, উপজেলা কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।	০০৬৮

পরিশিষ্ট - ২০: মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের পরিসংখ্যান

কাজের বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১. মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরী ও বিতরণ	১,০৪,০৫৪	৯০,০০০	৫৭,০০০	৪,০০,০০০
২. মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	৫,২০০	১৭,০০০	১০,৫০০	১,৬৬৭
৩. মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০	১৩,০০০	১০,০০০	১,৬৬৭
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬	৬,৬১১	৪,২৩১	৬,৪৬৬
৫. কলেজ ও স্কুলে মাদক বিরোধী শ্রেণী বক্তৃতা	৮৫	২১১	১৮৫	২৪৮
৬. স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	১,৫০০	১২২৫	৯০০	১,২০০
৭. বুলেটিন প্রকাশনা ও বিতরণ	৫,৯৭৯	৫,৫৪৯	৭৭৪	৯,০০০

পরিশিষ্ট - ২১: ৬৪ জেলায় ২০১২ সালের মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মুল্যায়ন

ক্র;	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম (শ্রেনী কক্ষে বক্তৃতা)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক কার্যক্রম	মাইকিং	পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	ফিল্ম (শর্ট/ ডকুমেন্টশন/ টিভি স্পট) প্রদর্শন	আলোচনা অনুষ্ঠান	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	**ঢাকা মেট্রো**	**১৪**	**১৬**	**০**	**০**	**০**	**৯০৭**	**৯৩৭**
২।	**ঢাকা**	**৪**	**১**	**২**	**২৬**	**০**	**৪০৬**	**৪৩৯**
১.	ঢাকা	**০**	**০**	**০**	**১**	**০**	৮৭	**৮৮**
২.	নারায়নগঞ্জ	**০**	**০**	**০**	**১৭**	**০**	৭৯	**৯৬**
৩.	মুন্সীগঞ্জ	**০**	**০**	**০**	৪	**০**	৪৫	**৪৯**

ক্র;	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম (শ্রেনী কক্ষে বক্তৃতা)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক কার্যক্রম	মাইকিং	পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	ফিল্ম (শর্ট/ ডকুমেন্টশন/ টিভি স্পট) প্রদর্শন	আলোচনা অনুষ্ঠান	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪.	নরসিংদী	০	০	০	০	০	৭১	৭১
৫.	গাজীপুর	৪	১	০	০	০	৮৯	৯৪
৬.	মানিকগঞ্জ	০	০	২	৪	০	৩৫	৪১
৩।	**ময়মনসিংহ**	**১**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৪০৮**	**৪০৯**
৭.	ময়মনসিংহ	১	০	০	০	০	১৭৮	১৭৯
৮.	নেত্রকোনা	০	০	০	০	০	৯৫	৯৫
৯.	কিশোরগঞ্জ	০	০	০	০	০	১৩৫	১৩৫
৪।	**ফরিদপুর**	**৩**	**০**	**১১**	**১২**	**৪৫**	**১৩০**	**২০১**
১০.	ফরিদপুর	০	০	০	৩	০	৯০	৯৩
১১.	রাজবাড়ী	২	০	০	০	৪৫	১১	৫৮
১২.	মাদারীপুর	১	০	৫	০	০	১৯	২৫
১৩.	শরীয়তপুর	০	০	৪	৩	০	৫	১২
১৪.	গোপালগঞ্জ	০	০	২	৬	০	৫	১৩
৫।	**টাংগাইল**	**০**	**০**	**১**	**১৩**	**০**	**৯৮**	**১১২**
১৫.	টাংগাইল	০	০	১	১৩	০	৯৮	১১২
৬।	**জামালপুর**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**১১৪**	**১১৪**
১৬.	জামালপুর	০	০	০	০	০	৬৩	৬৩
১৭.	শেরপুর	০	০	০	০	০	৫১	৫১
৭।	**চট্রগ্রাম মেট্রো**	**১**	**০**	**৫০**	**১১৩**	**০**	**৩৩৪**	**৪৯৮**
৮।	**চট্রগ্রাম**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**২৮৩**	**২৮৩**
১৮.	চট্টগ্রাম	০	০	০	০	০	২৮৩	২৮৩
৯।	**সিলেট**	**৬২**	**০**	**০**	**৫**	**২**	**৩৫৭**	**৪২৬**
১৯.	সিলেট	৮	০	০	০	০	১৩২	১৪০
২০.	সুনামগঞ্জ	৪২	০	০	০	০	১	৪৩
২১.	হবিগঞ্জ	৮	০	০	৫	২	৩৮	৫৩
২২.	মৌলভীবাজার	৪	০	০	০	০	১৪৬	১৫০
১০।	**নোয়াখালী**	**২৩**	**২**	**০**	**০**	**৫**	**১৭১**	**২০১**
২৩.	নোয়াখালী	১৫	২	০	০	০	৫০	৬৭
২৪.	ফেনী	৮	০	০	০	০	৭৫	৮৩
২৫.	লক্ষীপুর	০	০	০	০	৫	৪৬	৫১

ক্র;	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম (শ্রেনী কক্ষে বক্তৃতা)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক কার্যক্রম	মাইকিং	পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	ফিল্ম (শর্ট/ ডকুমেন্টশন/ টিভি স্পট) প্রদর্শন	আলোচনা অনুষ্ঠান	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১।	**কুমিল্লা**	**১**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৩১৬**	**৩১৭**
২৬.	কুমিল্লা	০	০	০	০	০	১৬১	১৬১
২৭.	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	০	০	০	০	০	৯৩	৯৩
২৮.	চাঁদপুর	০	০	০	০	০	৬২	৬২
১২।	**কক্সবাজার**	**২**	**০**	**০**	**১**	**০**	**৯৪**	**৯৭**
২৯.	কক্সবাজার	২	০	০	১	০	৯৪	৯৭
১৩।	**রাঙ্গামাটি**	**৪**	**০**	**১**	**১**	**০**	**২৭**	**৩৩**
৩০.	রাঙ্গামাটি	৪	০	১	১	০	২৭	২৯
১৪।	**খাগড়াছড়ি**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**১৯**	**১৯**
৩১.	খাগড়াছড়ি	০	০	০	০	০	১৯	১৯
১৫।	**বান্দরবান**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৫৪**	**৫৪**
৩২.	বান্দরবন	০	০	০	০	০	৫৪	৫৪
১৬।	**খুলনা**	**৩২**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৪০১**	**৪৩৩**
৩৩.	খুলনা	৪	০	০	০	০	২২২	২২৬
৩৪.	সাতক্ষীরা	২৭	০	০	০	০	৭৪	১০১
৩৫.	বাগেরহাট	১	০	০	০	০	১০৫	১০৬
১৭।	**যশোর**	**১৭**	**০**	**৭**	**৫**	**০**	**২৭৯**	**৩০৮**
৩৬.	যশোর	২	০	০	০	০	১২৮	১৩০
৩৭.	নড়াইল	৭	০	২	০	০	৪০	৪৯
৩৮.	মাগুরা	০	০	০	০	০	৪১	৪১
৩৯.	ঝিনাইদহ	৮	০	৫	৫	০	৭০	৮৮
১৮।	**কুষ্টিয়া**	**১০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**২১৮**	**২২৮**
৪০.	কুষ্টিয়া	১	০	০	০	০	৯৫	৯৬
৪১.	চুয়াডাংগা	০	০	০	০	০	৭৩	৭৩
৪২.	মেহেরপুর	৯	০	০	০	০	৫০	৫৯
১৯।	**বরিশাল**	**১২**	**০**	**০**	**০**	**০**	**২৪৩**	**২৫৫**
৪৩.	বরিশাল	১০	০	০	০	০	১০০	১১০
৪৪.	ঝালকাঠি	১	০	০	০	০	৪৮	৪৯
৪৫.	পিরোজপুর	১	০	০	০	০	৪৭	৪৮
৪৬.	ভোলা	০	০	০	০	০	৪৮	৪৮

ক্র;	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম (শ্রেনী কক্ষে বক্তৃতা)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক কার্যক্রম	মাইকিং	পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	ফিল্ম (শর্ট/ ডকুমেন্টশন/ টিভি স্পট) প্রদর্শন	আলোচনা অনুষ্ঠান	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০।	**পটুয়াখালী**	**১**	**০**	**০**	**০**	**০**	**১০৫**	**১০৬**
৪৭.	পটুয়াখালী	০	০	০	০	০	৬১	৬১
৪৮.	বরগুনা	১	০	০	০	০	৪৪	৪৫
২১।	**রাজশাহী**	**১০**	**০**	**৩**	**১৩**	**০**	**৫৬৮**	**৫৯৪**
৪৯.	রাজশাহী	৫	০	১	২	০	১৫০	১৫৮
৫০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩	০	২	৩	০	১৩৪	১৪২
৫১.	নাটোর	০	০	০	৮	০	৮৯	৯৭
৫২.	নওগাঁ	২	০	০	০	০	৯৫	
২২।	**পাবনা**	**১১**	**০**	**০**	**০**	**৩**	**২১৪**	**২২৮**
৫৩.	পাবনা	৭	০	০	০	৩	১২৩	১৩৩
৫৪.	সিরাজগঞ্জ	৪	০	০	০	০	৯১	৯৫
২৩।	**বগুড়া**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**২৪৩**	**২৪৩**
৫৫.	বগুড়া সদর	০	০	০	০	০	১৮৭	১৮৭
৫৬.	জয়পুরহাট	০	০	০	০	০	৬০	৬০
২৪।	**রংপুর**	**১**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৩৭২**	**৩৭৩**
৫৭.	রংপুর	১	০	০	০	০	১৫১	১৫২
৫৮.	নীলফামারী	০	০	০	০	০	৬০	৬০
৫৯.	কুড়িগ্রাম	০	০	০	০	০	৫৯	৫৯
৬০.	গাইবান্ধা	০	০	০	০	০	৫৯	৫৯
৬১.	লালমনিরহাট	০	০	০	০	০	৪৩	৪৩
২৫.	**দিনাজপুর**	**৬**	**০**	**১**	**০**	**০**	**২৪৩**	**২৫০**
৬২.	দিনাজপুর	৬	০	১	০	০	১৭১	১৭৮
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	০	০	০	০	০	৬০	৬০
৬৪.	পঞ্চগড়	০	০	০	০	০	১২	১২
	সর্বমোট:	**২১৫**	**১৯**	**৭৬**	**১৮৯**	**৫৫**	**৬৬০৪**	**৭১৫৮**

পরিশিষ্ট - ২২: ২৫টি উপ অঞ্চলের ২০১২ সালের মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মুল্যায়ন

উপ-অঞ্চলের নাম	সার্কেলের সংখ্যা	উপ অঞ্চল ভিত্তিক প্রমাপ	উপ-অঞ্চল ভিত্তিক টার্গেট	সম্পাদিত কার্যক্রমের সংখ্যা	সম্পাদিত কার্যক্রমের শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	১৪	১১২	১৩৪৪	৯৩৭	৭০	
২। ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬	৪২	৪২ x ১২=৫০৪	৪৩৯	৮৭	
৩। ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৬	৩৪	৩৪ x ১২=৪০৮	৪০৯	১০০.২৪	
৪। ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩	১৭	১৭ x ১২=২০৪	২০১	৯৮	
৫। টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	৯	৯ x ১২=১০৮	১১২	১০৪	
৬। জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	১০	১০ x ১২=১২০	১১৪	৯৫	
৭। চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	৬	৪১	৪১ x ১২=৪৯২	৪৯৮	১০১	
৮। চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	৩	১৮	১৮ x ১২=৩৩৬	২৮৩	৮৪	
৯। নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	১৭	১৭ x ১২=২০৪	২০১	৯৮	
১০। কুমিলা উপ-অঞ্চল	৪	২৬	২৬ x ১২=৩১২	৩১৭	১০২	
১১। কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	২	১৩	১৩ x ১২=১৫৬	৯৭	৬২	
১২। রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	১	৪	৪ x ১২=৪৮	৩৩	৬৯	
১৩। খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	১	৪	৪ x ১২=৪৮	১৯	৪০	
১৪। বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	৪	৪ x ১২=৪৮	৫৪	১১২	
১৫। সিলেট উপ-অঞ্চল	৯	৪৬	৪৬ x ১২=৫৫২	৪২৭	৭৭	
১৬। খুলনা উপ-অঞ্চল	৬	৩৮	৩৮ x ১২=৪৫৬	৪৩৩	৯৫	
১৭। যশোর উপ-অঞ্চল	৫	৩২	৩২ x ১২=৩৮৪	৩০৮	৮০	
১৮। কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	১৮	১৮ x ১২=২১৬	২২৮	১০৫	
১৯। বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	২১	২১ x ১২=২৫২	২৫৫	১০১	
২০। পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৯	৯ x ১২=১০৮	১০৬	৯৮	
২১। রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮	৫৮	৫৮ x ১২=৬৯৬	৫৯৪	৮৫	
২২। পাবনা উপ-অঞ্চল	৪	২৫	২৫ x ১২=৩০০	২২৮	৭৬	
২৩। বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩	১৭	১৭ x ১২=২০৪	২৪৩	১১৯	
২৪। রংপুর উপ-অঞ্চল	৬	৩৮	৩৮ x ১২=৪৫৬	৩৭৩	৮২	
২৫। দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৩	২১	২১ x ১২=২৫২	২৫০	৯৯	
মাঠ পর্যায়ে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন			**৬৭৪ x ১২= ৮০৮৮**	**৭১৫৯**	**৮৮%**	

পরিশিষ্ট - ২৩: কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা-এর জনবল

ক্র:	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১।	চীফ কনসালটেন্ট	০১	০১	০	
২।	রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিষ্ট	০২	০২	০	
৩।	মেডিকেল অফিসার	০৪	০৪	০	
৪।	রিহেবিলিটেশন অফিসার	০২	০২	০	
৫।	মেট্রোন (জুনিয়র)	০১	০১	০	
৬।	নার্সিং সুপারভাইজার/সিনিয়র স্টাফ নার্স	০২	০২	০	
৭।	হিসাব রক্ষক	০১	০১	০	
৮।	স্টাফ নার্স	১০	১০	০	
৯।	অকুপেশনাল থেরাপিস্ট	০২	০১	০১	
১০।	সার্টলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০	০১	
১১।	প্রধান সহকারী	০১	০	০১	
১২।	ফার্মাসিস্ট	০২	০১	০১	
১৩।	স্টোর কিপার	০১	০১	০	
১৪।	সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান	০১	০১	০	
১৫।	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০	প্রধান কার্যালয়ে সংলগ্নী
১৬।	ড্রাইভার	০২	০২	০	১জন ড্রাইভার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংলগ্নি।
১৭।	ডায়েট এসিসটেন্ট	০১	০১	০	
১৮।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২	০২	০	
১৯।	সিপাই	০৬	০৫	০১	
২০।	ওয়ার্ডবয়/এমএলএসএস	০৯	০৮	০১	
২১।	নাইট গার্ড/দারোয়ান	০৪	০৪	০	
২২।	সুইপার	০৪	০৪	০	
২৩।	কুক	০২	০২	০	
২৪।	এসিসটেন্ট কুক	০২	০১	০১	
২৫।	মশালচী	০২	০২	০	
২৬।	মালী	০২	০২	০	
	সর্বমোট	৬৮	৬১	৭	

পরিশিষ্ট - ২৪: সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম -এর জনবল

ক্র:	পদের নাম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১।	মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	০
২।	মেডিকেল অফিসার	১	১	০
৩।	স্টাফ নার্স	৩	৩	০
৪।	স্টোর কিপার	১	১	০
৫।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	০	১
৬।	ওয়ার্ডবয়/এম এল এসএস	৩	০১	২
৭।	নাইট গার্ড /দারোয়ান	৩	২	১
৮।	সুইপার	১	১	০
	সর্বমোট	১৪	১০	৪

পরিশিষ্ট - ২৫: সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী এর জনবল

ক্র:	পদের নাম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	১	০	১	
২।	মেডিকেল অফিসার	১	১	০	
৩।	ষ্টাফ নার্স	৩	৩	০	
৪।	ষ্টোর কিপার	১	১	০	
৫।	অফিস সহকারী কাম কম্পি: অপারেটর	১	০	১	
৬।	ওয়ার্ডবয়/এম এল এসএস	৩	০	৩	সংলগ্নী হিসেবে একজন নাইটগার্ড অপারেশনস্ শাখায় কর্মরত আছে।
৭।	নাইট গার্ড/দারোয়ান	২	২	০	
৮।	সুইপার	১	১	০	
	সর্বমোট	১৩	৮	৫	

পরিশিষ্ট - ২৬: সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা এর জনবল

ক্র:	পদের নাম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	১	০	১	
২।	মেডিকেল অফিসার	১	০	১	
৩।	স্টাফ নার্স	৩	৩	০	
৪।	স্টোর কিপার	১	১	০	স্টোরকিপার সংলগ্নী হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছে
৫।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০	
৬।	ওয়ার্ডবয়/এম এল এসএস	৩	১	২	
৭।	নাইট গার্ড/দারোয়ান	৩	০	৩	
৮।	সুইপার	১	১	০	
	সর্বমোট	১৪	৭	৭	

পরিশিষ্ট - ২৭: অধিদপ্তরের আওতাধীন (খুলনা কেন্দ্র ব্যতীত) সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২০১২ সনে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	মাসের নাম	মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মাদক ভিত্তিক আসক্তির সংখ্যা					
			হেরোইন	ফেন্সিডিল	গাঁজা	ইয়াবা	ইনজেকশন	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	জানুয়ারী/২০১২	১৯১	৬৬	২	৩২	২৩	৫১	১৭
২।	ফেব্রুয়ারী/২০১২	২০৪	৭৪	৫	২৬	৮	৩৯	৫২
৩।	মার্চ/২০১২	১৮৮	৮৭	২	৩৯	১৮	২৫	১৭
৪।	এপ্রিল/২০১২	১৯৬	৯৮	২	২১	৩	৪১	৩১
৫।	মে/২০১২	২৫৮	৯৪	৫	২২	৬	৪৯	৮২
৬।	জুন/২০১২	১৬৪	৪৭	০	২৫	১৬	৩১	৩৮
৭।	জুলাই/২০১২	১৮৬	৭৬	৫	১৬	১০	৪৪	৩৫
৮।	আগস্ট/২০১২	১৩৭	৭১	৫	১৯	০	২৪	১৮
৯।	সেপ্টেম্বর/২০১২	২১৭	৯৬	২	৩০	৮	৩৮	৪৩
১০।	অক্টোবর/২০১২	১২২	৩১	১৩	১৫	৪	৩৫	২৪
১১।	নভেম্বর/২০১২	১৮১	৭৩	৪	২৩	৫	৪৫	৩১
১২।	ডিসেম্বর/২০১২	১৪৭	৫১	৬	১৮	১	৪৫	২৬
		২১৯১	**৮৬৪**	**৫১**	**২৮৬**	**১০২**	**৪৬৭**	**৪১৪**

সূত্র ঃ সরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো হতে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট - ২৮: বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র , মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রাপ্তদের তালিকা ঃ

ক্রঃ	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বেড	লাইসেন্সের ধরণ	উপ- অঞ্চলের নাম
১	২	৩	৪	৫
১।	**"আলো"** গ্রাম-লড়িহরা, পোঃ- নাইখাইন, পটিয়া, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল।
২।	**"তরী"** ৯৪৯/৮০২ মধ্যম রামপুর, ঈদগাঁ বৌবাজার, হালিশহর, চট্রগ্রাম।	২০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩।	**"প্রয়াস"** লাকী ভবন, লামাপাড়া, ফতল্লা, নারায়নগঞ্জ।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা উপ- অঞ্চল।
৪।	**"আর্ক" বাড়ী নং**- ২০, রোড নং-৩, কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকা, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম।	২০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৫।	**"দীপ"** রোড নং-০১, লেইন-০৫, ব্লক-সি, দক্ষিণ খুলশী, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৬।	**"আহবান"** বাসা- ফোকাস- ২০, ব্লক- বি, উত্তর বালুচর, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	সিলেট উপ-অঞ্চল।

ক্রঃ	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বেড	লাইসেন্সের ধরণ	উপ- অঞ্চলের নাম
১	২	৩	৪	৫
৭।	**"প্রতিশ্রুতি"** বাসা নং- ২১, রোড নং-২২, ব্লক- ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৮।	**"বাঁধন"**, ফোকাস-২৭, বালুচর পয়েন্ট, সিলেট।	২০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৯।	**''আদর''** প্লট নং-৬, ব্লক- সি, সেকশন-৪, হাউজিং এষ্টেট, কুমিল্লা	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল।
১০।	**''দর্পন''** প্লট নং-৬, ব্লক- সি, সেকশন-৪, হাউজিং এষ্টেট, কুমিল্লা	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল।
১১।	**"নতুন দিগন্ত"** জিঞ্জিরা, টিনপট্রি, নাদু ব্যাপারীর ঘাট, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা উপ- অঞ্চল।
১২।	**''ছায়ানীড়''** নাহার ম্যানশন ১৪৫৫, রহমানবাগ (মানজুমা প্যালেসের সম্মুখে) ছোটপুল, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
১৩।	**''জন্ম''** সৈয়দ আহম্মেদের বাড়ী, জাঙ্গালিয়া, লাকসাম রোড, কুমিল্লা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	কুমিলণ্ঢা উপ অঞ্চল।
১৪।	**''নয়ন''** ১৬৭০/১, হাজী শাহাবুদ্দীন মার্কেট, সবুজবাগ, পশ্চিম রামপুরা, হালিশহর, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
১৫।	**''প্রত্যাশা''** লেইস সুপার মার্কেটের পিছনে, সুনামগঞ্জ রোড, আম্বরখানা, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	সিলেট উপ-অঞ্চল।
১৬।	**''বগুড়া মাদক নিরাময় কেন্দ্র''** চন্দনবাইশা রোড, সাবগ্রাম দক্ষিণ পাড়া, বগুড়া।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	বগুড়া উপ- অঞ্চল।
১৭।	**''মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন প্রকল্প (মনিপপ)''** আরিফপুর, উপ- শহর, পাবনা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	পাবনা উপ- অঞ্চল।
১৮।	**''সেতু''** বাড়ী নং- ১১৩/৪, ওয়ার্ড নং-৫, বাজার রোড, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল।
১৯।	**''প্রশান্তি''** ব্লক-বি, রোড নং-০৪, বাড়ী নং-৬৬, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
২০।	**''অশ্রু নারায়নগঞ্জ''** রবিন টাওয়ার, মডার্ন হাউজিং, লালপুর রোড, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
২১।	**''হৃদয়''** ব্লক- কিউ, সেকশন-৪, হাউজিং এস্টেট, কুমিল্লা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	কুমিলণ্ঢা উপ-অঞ্চল।
২২।	**''রিলেশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র''** মৌরী ভবন, কথাকলি মার্কেট, জামালপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	জামালপুর উপ-অঞ্চল।
২৩।	**''উপমা''** মুজিব বিল্ডিং, আলীপুর, বাদামতলী সড়ক, ফরিদপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল।
২৪।	**''সেবা মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র''** ৩৬৪ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
২৫।	**''আদর''** মাইজপাড়া, (সৈয়দ মঞ্জিল, মিনি মার্কেট সংলগ্ন), বর্ষিজোড়া, শমসের নগর রোড, মৌলভীবাজার।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	সিলেট উপ-অঞ্চল।

ক্রঃ	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বেড	লাইসেন্সের ধরণ	উপ- অঞ্চলের নাম
১	২	৩	৪	৫
২৬।	**''উদ্দীপন''** রহমান ভিলা, পাগুলিয়া ১১ নং মোস্তফাপুর ইউপি, মৌলভীবাজার।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	সিলেট -অঞ্চল।
২৭।	**''আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র''** গজারিয়াপাড়া, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা **উপ-অঞ্চল**।
২৮।	**''উদয়''** ব্লক-বি, প্লট নং- ০৪, হাউজিং এষ্টেট, জয়পুরহাট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	বগুড়া উপ-অঞ্চল।
২৯।	**''প্রশান্তি মাদকাসক্তি চিকিৎসায় মনোবিকাশ ও পুনর্বাসন সহায়তা কেন্দ্র''** ৫২, উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, খিলগাঁও, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩০।	**''ক্রিয়া''** ১/১৪, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	৩০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩১।	**''পুনঃ জীবন''** আশ্রয় ভবন (২য় তলা), শাকতলা, লাকসাম রোড, কুমিল্লা	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল।
৩২।	**''ঘরে ফেরা''** রোড নং-২৬, বাসা-৩৮/৩৯, নিউ সি ব্লক, ডুইপ প্লট, মিরপুর-১, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩৩।	**''লাইট হাউজ ক্লিনিক''** বাড়ী নং-২/ই, রোড নং-৫, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	২০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩৪।	**''খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা''** ৩৬, শের-এ বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা।	১৫	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং মাদকা-সক্তি পরামর্শ কেন্দ্র।	খুলনা উপ-অঞ্চল।
৩৫।	**''সময়''** বাড়ী নং-২৬৯, রোড নং-৬, সিডিএ আবাসিক এলাকা, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩৬।	**''প্রগতি''** মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ১৪৫ খানজাহান আলী রোড, খুলনা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	খুলনা উপ-অঞ্চল।
৩৭।	**"দিশা" বাড়ী নং**-৩৮, রোড নং-০৪, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।	২০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৩৮।	**''বগুড়া কমিউনিটি পুলিশিং মাদকসেবী নিরাময় কেন্দ্র''** কাটনারপাড়া (দত্তবাড়ি, পানির ট্যাংকি লেন), বগুড়া সদর, বগুড়া।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	বগুড়া উপ-অঞ্চল।
৩৯।	**'শিকড়''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, উত্তর শিবপুর, কুমিলণ্ঢা সড়ক, বন বিভাগের বিপরীতে, ফেনী।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল।
৪০।	**''মুক্তি মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিঃ''** বাড়ী নং-০২, রোড নং-৪৯, গুলশান-২, ঢাকা।	৫০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৪১।	**''আপনগাঁও''** গ্রাম- জাইলল্লা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
৪২।	**''হাইটেক মডার্ন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ,** ১৫০ মনিপুরীপাড়া ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা।	২০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।

ক্রঃ	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বেড	লাইসেন্সের ধরণ	উপ- অঞ্চলের নাম
১	২	৩	৪	৫
৪৩।	**''প্রশান্তি''** মাদকাসক্তি পুনর্বাসন উদ্যোগ ও সহায়তা সংস্থা, বাসা নং-১০৮, রোড নং-৪, ব্লক-এফ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৪৪।	**'আরশী''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৩/৩ পূর্ব বিজয়সিং, চাড়ীপুর, মহিপাল, ফেনী।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল।
৪৫।	**''হলি কেয়ার''** মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, জাহাঙ্গীর ম্যানসন, ক্লাব রোড, বরিশাল।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	বরিশাল উপ-অঞ্চল।
৪৬।	**''উদার''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিচমী বাজার, জয়পুরহাট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	বগুড়া উপ-অঞ্চল।
৪৭।	**''প্রত্যয় মেডিকেল ক্লিনিক লিঃ''** প্লট নং-১৩, রোড নং-২০, ব্লক-জে, বারিধারা আ/এ, ঢাকা।	৪০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	ঢাকা মেট্রোঃ উ-অঞ্চল।
৪৮।	**''নবজন্ম''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, হাজী ম্যানশন, কদলগাজী রোড, ফেনী।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল।
৪৯।	**''হিমেল''** মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গনকবাড়ী পাঁচবিবি রোড, জয়পুরহাট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	বগুড়া উপ-অঞ্চল।
৫০।	**''ফেরা''** মাদকাসক্ত ও মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা কেন্দ্র, বাসা- ৪০, রোড- ৪, শ্যামলী লেন, ধাপ, রংপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।	রংপুর উপ-অঞ্চল।
৫১।	**'পথ''** মাদকাসক্তি তথ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন নিবাস, ৩৭/৩ হর আলী ম্যানশন, ঢাকা আরিচা মহাসড়ক, বাসষ্ট্যান্ড, মানিকগঞ্জ।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
৫২।	**''দীপ্তি''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্লট নং-৯৯, হোল্ডিং নং-১২, ঈশা খাঁ রোড, খানপুর, নারায়নগঞ্জ।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র।	ঢাকা উপ-অঞ্চল।
৫৩।	**''স্নেহা''** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, আর কে রোড, রংপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	রংপুর উপ-অঞ্চল।
৫৪।	**''লাইফ এন্ড লাইট হসপিটাল''** ১০৯ গ্রীন রোড, অর্কিড প্লাজা-২, ঢাকা	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৫৫।	**''ব্রেন এন্ড লাইফ হসপিটাল''** ১৪৫/১, গ্রীন রোড, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৫৬।	**''প্রেরণা''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, নাজাত ভিলা, পাঠানটুলা, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৫৭।	**''অনির্বান'' মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র,** ২০৭ স্বর্নশিখা, ব্লক-এ, কদমতলী, সিলেট।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৫৮।	**''সুন্দর জীবন''** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, মমতাজ ভবন, ২৬৪৫/২৯৭৮ পশ্চিম নাসিরাবাদ, বউ বাজার, পানির কল, হালিশহর রোড, পাহাড়তলী, চট্রগ্রাম।	১০	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র	চট্রগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল।
৫৯।	**''স্নেহনীড়''** মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ২নং পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল

ক্রঃ	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বেড	লাইসেন্সের ধরণ	উপ- অঞ্চলের নাম
১	২	৩	৪	৫
৬০।	**"সূর্য"** মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, মোহনপুর আবাসিক এলাকা, হবিগঞ্জ।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	সিলেট উপ-অঞ্চল।
৬১।	**"মুনড্রপস"** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ১৪৫ খানজাহান আলী রোড, রূপসা ট্রাফিক মোড, খুলনা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	খুলনা উপ-অঞ্চল।
৬২।	**"গ্রীন লাইফ"** মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র", প্লট নং-৫, রোড নং-৫, সেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল
৬৩।	**"মুক্ত জীবন"** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, তেহমুনী মাঠ, কদল গাজী রোড, ফেনী।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল
৬৪।	**"ঠিকানা মানসিক/মাদকাসক্তি ক্লিনিক"** প্লট নং-৩/৬, ব্লক-বি, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	২০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল
৬৫।	**"হলি লাইফ"** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ৪৮৫ ডিআইটি রোড, মালিবাগ, ঢাকা	৩০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল
৬৬।	**"সোবার লাইফ"** মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-১৫, বাড়ী-৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল
৬৭।	**"অশ্রু"** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, টার্মিনাল রোড, দিনাজপুর।	১০	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল
৬৮।	**"ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র"** পুরাতন কসবা, ঢাকা রোড, যশোর।	১০	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র	যশোর উপ-অঞ্চল

পরিশিষ্ট - ২৯: একনজরে ৬৪ জেলায় সরকারি **বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অবস্থা**

ক্রঃনংঃ	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন
১	২	৩	৪	৫
১।	**ঢাকা মেট্রো**	**১**	**১৭**	**৯**
১.	ঢাকা	-	১	১
২.	নারায়নগঞ্জ	-	২	-
৩.	মুন্সীগঞ্জ	-	০	-
৪.	নরসিংদী	-	০	২
৫.	গাজীপুর	-	১	-
৬.	মানিকগঞ্জ	-	২	১
৩।	**ময়মনসিংহ**	**-**	**-**	**১**
৭.	ময়মনসিংহ	-	০	-

ক্রঃনংঃ	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন
১	২	৩	৪	৫
৮.	নেত্রকোনা	-	০	-
৯.	কিশোরগঞ্জ	-	০	-
৪।	**ফরিদপুর**	-	-	-
১০.	ফরিদপুর	-	১	-
১১.	রাজবাড়ী	-	০	-
১২.	মাদারীপুর	-	০	-
১৩.	শরীয়তপুর	-	০	-
১৪.	গোপালগঞ্জ	-	০	-
৫।	**টাংগাইল**	-	-	-
১৫.	টাংগাইল	-	০	-
৬।	**জামালপুর**	-		-
১৬.	জামালপুর	-	১	-
১৭.	শেরপুর	-	০	-
৭।	**চট্রগ্রাম মেট্রো**	১	৮	২
৮।	**চট্রগ্রাম**	-	১	-
১৮.	চট্টগ্রাম	-	-	-
৯।	**সিলেট**	-	-	-
১৯.	সিলেট	-	৭	-
২০.	সুনামগঞ্জ	-	০	-
২১.	হবিগঞ্জ	-	১	-
২২.	মৌলভীবাজার	-	২	-
১০।	**নোয়াখালী**	-		-
২৩.	নোয়াখালী	-	০	-
২৪.	ফেনী	-	৪	-
২৫.	লক্ষীপুর	-	০	-
১১।	**কুমিলা**	-		-
২৬.	কুমিল্লা	-	৪	-
২৭.	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	-	০	-
২৮.	চাঁদপুর	-	০	-
১২।	**কক্সবাজার**	-		১
২৯.	কক্সবাজার	-	০	-
১৩।	**রাঙ্গামাটি**	-		-
৩০.	রাঙ্গামাটি	-	০	-
১৪।	**খাগড়াছড়ি**	-		-
৩১.	খাগড়াছড়ি	-	০	-
১৫।	**বান্দরবান**	-	-	-
৩২.	বান্দরবান	-	০	-

ক্রঃনংঃ	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন
১	২	৩	৪	৫
১৬।	**খুলনা**	-	-	-
৩৩.	খুলনা	১	৩	-
৩৪.	সাতক্ষীরা	-	০	-
৩৫.	বাগেরহাট	-	০	-
১৭।	**যশোর**	-	-	-
৩৬.	যশোর	-	১	-
৩৭.	নড়াইল	-	০	-
৩৮.	মাগুরা	-	০	-
৩৯.	ঝিনাইদহ	-	০	-
১৮।	**কুষ্টিয়া**	-	-	-
৪০.	কুষ্টিয়া	-	০	-
৪১.	চুয়াডাংগা	-	০	-
৪২.	মেহেরপুর	-	০	-
১৯।	**বরিশাল**	-		-
৪৩.	বরিশাল	-	১	-
৪৪.	ঝালকাঠি	-	০	-
৪৫.	পিরোজপুর	-	০	-
৪৬.	ভোলা	-	০	-
২০।	**পটুয়াখালী**	-		-
৪৭.	পটুয়াখালী	-	০	-
৪৮.	বরগুনা	-	০	-
২১।	**রাজশাহী**	-		-
৪৯.	রাজশাহী	১	০	-
৫০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-	০	-
৫১.	নাটোর	-	০	-
৫২.	নওগাঁ	-	০	-
২২।	**পাবনা**	-		-
৫৩.	পাবনা	-	১	-
৫৪.	সিরাজগঞ্জ	-	০	-
২৩।	**বগুড়া**	-		২
৫৫.	বগুড়া সদর	-	২	-
৫৬.	জয়পুরহাট	-	৩	-
২৪।	**রংপুর**	-		২
৫৭.	রংপুর	-	২	-
৫৮.	নীলফামারী	-	০	-
৫৯.	কুড়িগ্রাম	-	০	-
৬০.	গাইবান্ধা	-	০	-
৬১.	লালমনিরহাট	-	০	-

ক্রঃনংঃ	উপ-অঞ্চল/ জেলার নাম	সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা	লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন
১	২	৩	৪	৫
২৫।	**দিনাজপুর**	-		-
৬২.	দিনাজপুর	-	১	-
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	-	০	-
৬৪.	পঞ্চগড়	-	০	-
	সর্বমোট:	**০৪**	**৬৮**	**২১**

পরিশিষ্ট - ৩০: লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উপ অঞ্চলের নাম	মন্তব্য
১।	হেলফ মেডিকেল ক্লিনিক লিঃ, রোড নং-৩/এফ, বাসা-২৪, সেক্টর-৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	০৭/৩/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	সাপোর্ট, মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্লট- ১০৭৪, শাহজাদপুর, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল।	২/৪/২০১৩ তারিখে পুনঃ তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	আশ্রয় মাদকাসক্তি পুনর্বাসন সংস্থা, রোড-৬, বাসা-৩, ব্লক-বি, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	১৪/৫/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	হোপ ড্রাগ এডিকশন এন্ড সাইকিয়াট্রি হাসপাতাল লিঃ, বাসা-৪১১, রোড নং-১৬, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	২২/৫/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	গোল্ডেন লাইফ, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বাড়ী-৩১, এভিনিউ-৫, ব্লক-বি, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	১৫/৭/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	রূপান্তর মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৮২২ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ব্লক-এ, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	৯/৯/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৭।	নিরাময়, ২৭/১/বি, শ্যামলী, মিরপুর রোড, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	২৩/১০/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	এ, এম, সি (এ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার), মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৩৬ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	১৩/১২/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	ফেয়ার লাইফ, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন নিবাস, বাড়ী-২, রোড-২২, সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা।	ঢাকা মেট্রোঃ উপ -অঞ্চল	৮/৪/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	সমাজ কল্যান ও উন্নয়ন সংস্থা(স্কাস), ১০২ ডিসি রোড,মনসুর ভিলা, বৌ বাজার, বাকলিয়া, চট্রগ্রাম।	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২১/১/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	অঙ্কুর মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বাসা-৯, লেইন-৬, ব্লক-আই, রোড-১, হালিশহর হাউজিং এষ্টেট, চট্রগ্রাম।	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩০/১/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১২।	স্বপ্ন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, কলেজ রোড, রংপুর।	রংপুর উপ - অঞ্চল	২/৪/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	ফিরে এসো, বাসা-৩, জামতলা মসজিদ রোড, কেরানীপাড়া, রংপুর।	রংপুর উপ - অঞ্চল	৯/৪/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উপ অঞ্চলের নাম	মন্তব্য
১৪।	নোঙর, কক্সবাজার।	কক্সবাজার উপ - অঞ্চল	১৭/৯/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫।	আলোর পথ, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, সুরুজ ভিলা, পবনারটেক, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১৭/৫/২০১২ তারিখের তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬।	আশার আলো, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, বেউথা, মানিকগঞ্জ।	ঢাকা উপ - অঞ্চল	২০/৯/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭।	মায়ের আলো, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ভগীরথপুর, মাধবদী, নরসিংদী।	ঢাকা উপ অঞ্চল	১৩/১২/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮।	সেবা, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, বাদুয়ারচর বাজার, নরসিংদী	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩০/১/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৯।	প্রভাত ফেরী সমাজ কল্যান সংস্থা, ১৩ বলাশপুর, নয়াপাড়া, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩০/১/২০১৩ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
২০।	আদর্শ, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, পশ্চিম গোদার পাড়া, বগুড়া।	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩/৪/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
২১।	নতুন সূর্যোদয়, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, পূর্ব পালশা, বগুড়া সদর, বগুড়া।	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৯/৯/২০১২ তারিখে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট -৩১ ২০১২ সনে বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	চিকিৎসার জন্য ভর্তি রোগীর সংখ্যা	মাদক ভিত্তিক আসক্তির সংখ্যা					
			হেরোইন	ফেন্সিডিল	গাঁজা	ইয়াবা	ইনজেকশন	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	জানুয়ারী	৩৭৮	৬১	৬৭	৫৩	৫৯	৭	১৩১
২।	ফেব্রুয়ারী	৩৪৭	৯৮	৬২	৫১	৫৭	৯	৭০
৩।	মার্চ	৩৭৬	১০৩	৬৭	৫০	৮০	৪	৭২
৪।	এপ্রিল	৪০৬	১২১	৭৫	৯১	৯৮	২	১৯
৫।	মে	৩৬২	১০৯	৬২	৭৫	৭৭	৪	৩৫
৬।	জুন	৩৭৪	৯৫	৬২	৯৫	৭১	১১	৪০
৭।	জুলাই	৩৮৫	১১৭	৪৯	৮৩	৯৪	১০	৩২
৮।	আগস্ট	৩৯৩	৯৬	৫০	৮৪	১১১	১২	৪০
৯।	সেপ্টেম্বর	৪০৪	১১৩	৫৯	১০৪	৮৫	১৬	২৭
১০।	অক্টোবর	৩৫৮	৯৯	৫৪	৬৩	১০০	৫	৩৭
১১।	নভেম্বর	৩৬৩	৯৩	৬১	৭৫	৯৪	৫	৩৫
১২।	ডিসেম্বর	৩৩৯	১০০	৬২	৭২	৮১	৬	১৮
		৪৪৮৫	১২০৫	৭৩০	৮৯৬	১০০৭	৯১	৫৫৬

সূত্র ঃ উপ-অঞ্চল হতে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট -৩২: ২০১২ সনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রম

১। কারাগার হাসপাতালসমূহে মাদকাসক্ত রোগীদের সেবা কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ১৫(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২৫ জুলাই, ১৯৯১ সালে কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতালকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। উক্ত ৩টি কেন্দ্রে ২০১২ সালে মোট ১০১১৩ জন কারাবন্দী মাদকাসক্তকে আন্তঃ ও বহিঃ বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১২ সনে যশোর, কুমিল্লা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য/পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	অন্তবিভাগ (পুরুষ)	অন্তবিভাগ (মহিলা)	বহিঃবিভাগ (পুরুষ)	বহিঃবিভাগ (মহিলা)	মোট সংখ্যা	নতুন	পুরাতন
১.	যশোর	৩৯২	০	১৩০	১	৫২৩	৩৯৪	১২৯
২.	রাজশাহী	৩৫২	০	৩৮১৬	০	৪১৬৮	১১১৯	৩০৪৯
৩.	কুমিল্লা	২২২১	৩	৩১৪২	৫৬	৫৪২২	৩৩৭১	২০৫১
		২৯৬৫	০৩	৭০৮৮	৫৭	১০১১৩	৪৮৮৪	৫২২৯

সূত্র ঃ উপ-অঞ্চল হতে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদন।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কেয়ার বাংলাদেশ, আইসিডিডিআর,বি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মেথাডনের মাধ্যমে অপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি-বাংলাদেশে সাফল্যজনক একটি পাইলট

বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি এর প্রাদুর্ভাব এখনও ০.১% এর নিচে, ঢাকার একটি এলাকা ব্যতীত সুঁই এর মাধ্যমে মাদকসেবীদের মাঝে যা ১% এর সামান্য উপরে[৯]। ইউএনএইডস এর ২০১২ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২১,৮০০-২৩,৮০০ জন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবী রয়েছে[১০]। যার উল্লেখযোগ্য অংশই ঢাকা শহরে যা প্রায় ৭,৪০০ জন। ১৯৯৮ সাল হতে বাংলাদেশে এই মাদক সেবীদের জন্য সুঁই সিরিঞ্জ প্রকল্প (NSP) চালু করে, বর্তমানে ২৬ টি জেলায় ৭০টি ড্রপ ইন সেন্টারের (DIC) মাধ্যমে আনুমানিক ১৪,০০০ জন মাদকসেবীকে সেবা দেয়া হচ্ছে[২]। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায় সুঁই সিরিজ্ঞ প্রকল্পের আওতাধীন সেবাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের NSP-ই সর্বাধিক এলাকায় সেবা দেয়[১১]। ৯ম জাতীয় সেরোলজিকাল সার্ভেইলেন্স, ২০১১ হতে দেখা যায় যে, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীরাই সর্বাধিক এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছে, তবে এর প্রাদুর্ভাব ৮ম রাউন্ডের ৭% হতে বর্তমানে ৫.৩% এ নেমে এসেছে[১২]। এ সম্পর্কিত প্রমাণাদি এ কথাই নির্দেশ করে যে, সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধে প্রারম্ভিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম সমূহই বাংলাদেশকে এ মহামারী থেকে সুরক্ষা করছে[১]। তাই এইচআইভি এর অধিকতর সংক্রমন প্রতিরোধ করার

[9] Azim, Tasnim, Khan, Sharful Islam, Nahar, Quamrun, Reza, Masud, Alam, Nazmul, Saifi, Rumana, et al. (2009). *20 Years of HIV in Bangladesh: Experiences and way forward*. Dhaka: World Bank & UNAIDS Bangladesh.

[10] UNAIDS (2012). Bangladesh Global AIDS Response Progress Report, 2012.

[11] Sharma, M., Oppenheimer, E., Saidel, T., Loo, V., & Garg, R. (2009). A situation update on HIV epidemics among people who inject drugs and national responses in South-East Asia Region. *AIDS, 23*(11), 1405.

[12] NASP (2011). *National HIV serological surveillance, 2011, Bangladesh.*

জন্য NSPএর সাথে সাথে অপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি (OST) সেবা প্রদান করা প্রয়োজন, কারণ এই দুইটি সেবা একত্রে এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস-সি প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমানিত হয়েছে[১৩]।

২০১০ সালের জুলাই কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে (CTC) অপিঅয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি অংশ হিসেবে মেথাডন নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয় যা মেথাডন মেইনটেনান্স ট্রিটমেন্ট বা MMT নামেও পরিচিত। ইউএনওডিসি ও এফএইচআই এর আর্থিক সহায়তায় এই পাইলট প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং জাতীয় AIDS/STD প্রকল্প (NASP) এর সাথে icddr,b পরিচালনা করছে। একই সাথে icddr,b মৌলভীবাজার ড্রপ-ইন সেন্টারে (DIC) MMT ক্লিনিক স্থাপনেও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে, যা OST পাইলট প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় MMT ক্লিনিক এবং এটি CTC এর MMT ক্লিনিকের একটি স্যাটেলাইট কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। মৌলভিবাজার DIC এর MMT ক্লিনিক যাত্রা শুরু করে ২৯ শে অক্টোবর, ২০১২ সালে এবং এটি সেভ দ্য চিলড্রেন পরিচালিত গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে কেয়ার বাংলাদেশ পরিচালনা করছে।

২৩ শে আগস্ট ২০১২ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে OST পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ৩০ শে অক্টোবর ২০১২ তারিখে পুরনো ঢাকার মৌলভিবাজার এর ক্লিনিকটির উদ্ধোধন।

সময়ে সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি এর বৈঠকে এ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রথমিকভাবে ১৫০ জন সুঁইএর মাধ্যমে মাদকসেবী যারা জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল ২০১২ এর মধ্যে এক বছর নিয়মিত তত্ত্বাবধানে ছিল, তাদের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ঃ-

- বছরান্তে রোগীকে ধরে রাখার হার ৮৪%।
- অধিকাংশই রোগীই (৯৭.৬%) ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নিচ্ছেনা।
- তাদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছে, যা পরিমাপ করা হয় WHO জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত স্কেল এর মাধ্যমে, যেমন ঃ শারিরীক স্বাস্থ্যের গড় মান ১১.২ হতে উন্নতি হয়ে ১৭.৪, মানসিক স্বাস্থের ৮.৭ হতে ১৭.৭, সামাজিক সম্পর্কসমূহ ৯.৬ হতে ১৫.৪ এবং পরিবেশগত ৯.৬ হতে ১৬.২ এ উন্নিত হয়েছে।
- মাদকসেবীদের মাঝে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ধরনের বিষন্নতা হ্রাস পাচ্ছে (৭১% হতে ২.৫%, P<0.001)
- পরিবারের সাথে একত্রে বসবাসের হার ৩৫.৫% হতে বেড়ে ৬০.৩% হয়েছে এবং
- অপরাধমূলক কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ততা পূর্বের তুলনায় কমেছে (৪০.৫% হতে নেমে ০.৮%, P<0.001)

[13] Gowing, L., Farrell, M.F., Bornemann, R., Sullivan, L.E., & Ali, R. (2011). Oral substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection. *Cochrane Database Syst Rev, 8*.

OSTঃ একটি সাফল্যের গল্পঃ

রহমান (ছদ্মনাম), ৩৫ বছর বয়সী বিবাহিত একজন মানুষ, দুই সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে পুরাতন ঢাকায় বাস করছেন। তিনি একটা ছোট প্লাস্টিক কারখানায় কলমের ক্যাপ তৈরি করে মাসে ১২ হাজার টাকা রোজগার করেন। আজ যদি আপনি তাকে দেখেন আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যে তাকে একসময় তার পরিবার ত্যাগ করেছিল এবং সে দীর্ঘ ১৫ মাস মাদকমুক্ত হবার চিকিৎসা নিয়েছেন। সে ১০ বছর ধরে হেরোইন জাত মাদকে নির্ভরশীল ছিল, যার ৭ বছরই কেটেছে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নিয়ে, কিন্তু সে কখনোই ঘুমের বড়ি খেয়ে নেশা করতো না।

রহমান মাদক নির্ভরশীলতা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিষন্ন ছিল। যদিও HIV/AIDS বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তবুও মাসে দু'চার বার সে অন্যের সাথে সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করত। তার নিজের কোন রোজগার ছিল না, মাদকের জন্য স্ত্রী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকেই সে টাকা নিত। একসময় তার পরিবার তাকে ত্যাগ করে যা তার বিষন্নতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তার কথায় "সবাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি আমার স্ত্রীও। মাদকসেবী ছাড়া অন্য কেউই আমার সাথে কথা বলত না।"

রহমান দুইবার ডিটক্সিফিকেশন নিয়ে মাদক ছাড়ার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয়নি। অবশেষে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে সে MMT পাইলট প্রকল্পে ভর্তি হয়। তাকে ৩৫মিঃ গ্রাম মেথাডন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয় এবং সে নিয়মিত ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষধ সেবন করতো। তার মূত্রে নমুনার পরীক্ষায় কখনোই অপিওয়েড বা ঘুমের বড়ির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে, ১৫ মাসের চিকিৎসায় রহমান সফলভাবে মেথাডন গ্রহণ করা বন্ধ করতে সামর্থ হয়। পরবর্তী ৬ মাস সে সাপ্তাহিক শারীরিক পরীক্ষা ও পরামর্শ নিতে ক্লিনিকে আসতো এবং বর্তমানে সে মাসে একবার আসছে। এখন সে সম্পূর্ণ ভাবে মাদকমুক্ত এবং তার মাদকের প্রতি আসক্তি বা মাদক না নেয়ার শরীরিক কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাই। তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব এখন তার মাঝে ভাল পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করেছে।

উপরোক্ত কেস থেকে এ ব্যাপারটিই প্রতিয়মান হয় যে, শুধুমাত্র মাদক থেকে দূরে থাকাই নয় বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও সে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। এখন পর্যন্ত মাদক নিরাময় সেবা বা হার্ম রিডাকশন কার্যক্রমের যেমন সুঁই সিরিঞ্জ প্রকল্পের আওতায় আসেনি তারাও এই প্রকল্প হতে চিকিৎসা নিচ্ছে। কাজেই OST পাইলট প্রকল্প এটাই ইঙ্গিত করে যে, যে সকল সুঁই এর মাধ্যমে মাদকসেবী প্রথাগত চিকিৎসায় মাদকমুক্ত হতে পারেনি, তাদের ক্ষেত্রে MMT অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও নথিভুক্ত সকল মাদকসেবীই মাদকমুক্ত নয়। তবে বেশিরভাগই মাদক থেকে দূরে আছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও অনেক বেড়েছে। কাজেই OST প্রকল্পটিকে পাইলট পর্যায় হতে সেবার পর্যায় নিয়ে যাওয়া এবং একই সাথে এর পরিবর্ধন ও নিবিড় পর্যবেক্ষন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে আরো অধিকসংখ্যক মাদকসেবী চিকিৎসা নেবার সুযোগ পাবে।

আপন (APON)

আপন (আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস) বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে পুরুষ, মহিলা ও পথশিশুকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা হয়। এখানে মাদকাসক্ত পথশিশুদের মানসিক বিকাশ সাধনে প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা, সঙ্গীত ও শিল্পকর্মের চর্চাসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে মোট ২৬৩ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ১৫৩ জন, মহিলা ২০ জন ও পথ শিশু ৯০ জন। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটিতে পথ শিশুদেরকে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি মাদকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসার লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুর মাজার রোডে Outreach drop in centre (ODIC) এর কার্যক্রম ২০১২ সাল হতে চালু করেছে। কার্যক্রমের কয়েকটি আলোকচিত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

২০১২ সনে আপন এর কিছু কার্যক্রমের ছবি

আমিক (ঢাকা আহছানিয়া মিশন)

২০১২ সালে ১ জুলাই হতে বয়স্ক মাদকাসক্তদের জন্য ঢাকস্থ লালমাটিয়ায় ২য় পর্যায়ে ড্রপ ইন সেন্টার (ওডিআইসি) চালু করে। উক্ত কেন্দ্র আধুনিক ঔষধের সাহায্যে মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা পরবর্তী রিলাপস হার কমানোর উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রে একজন মাদকাসক্তকে চিকিৎসা দেয়ার পূর্বে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে ও গ্রুপ কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মোটিভেট করা হয়। পাশাপাশি আসক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গাজীপুরে ৬ মাসের চিকিৎসা কার্যক্রমে রিলাপস কমানো ও পারিবারিক বন্ধন উন্নত করার জন্য সাইকো বিষয়ক ৩টি সেশনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ওডিআইসি সাইকো শিক্ষা সেশনের উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট, তার পরিবারের সদস্য ও রিকভারী মাদকাসক্তদের জন্য একটি পৃথক ম্যানুয়েল গাইড তৈরী করেছে।

ওডিআইসি এর সেবাসমূহ ঃ

- বেসলাইন সার্ভের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও চিহ্নিতকরণ;
- মাদক ব্যবহারকারী ও তার পরিবারের সদস্যদের মূল্যায়ন;
- পরিসেবা সমন্বয়ের মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়;

- মাদকাসক্ত ব্যক্তি, আসক্তিমুক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সাথে সাইকো শিক্ষা বিষয়ক সেশন আয়োজন করা।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সনাক্ত করা।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ করা।

ক্রিয়া (CREA)

"ক্রিয়া" মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ঢাকা, রাজশাহী ও চৌমুহনীতে অবস্থিত ৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সামাজিক শিক্ষণ মডিউলকে ব্যবহার করে ক্রিয়া মাদকের অপব্যবহার রোধ এবং মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছে। সব ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ক্লায়েন্টদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত কবতে ক্রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো - মাদকাসক্ত ব্যক্তির সমাজ থেকে শেখা খারাপ অভ্যাসগুলো সঠিক শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্হাপন করা। কারণ মাদকনির্ভরশীলতা সমাজ থেকে শেখা একটি বদভ্যাস।

ক্রিয়া'র ২০১২ সনের চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমে বিবরণ	সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা
১।	অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ সভা	৪১০
২।	ক্লায়েন্ট নিরীক্ষা ও ভর্তি	২৬৫
৩।	ডিটক্সিফিকেশন	২২৩
৪।	সাইকো-এডুকেশন	৮৯
৫।	ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং	২০০৫
৬।	পারিবারিক কাউন্সেলিং	২৭
৭।	ক্লায়েন্টদের ফলোআপ	১৮
৮।	আফটার কেয়ার	৩৭
৯।	অন্যান্য চিকিৎসা সেবায় রেফারেল	০৩

মুক্তি মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঃ

মুক্তি মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ১৯৮৮ সন হতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১২ সনে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি গণসচেতনতামুলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেছে। কেন্দ্রটির ২০১২ সনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

- কেন্দ্রটিতে ২০১২ সালে ২৩২ জন মাদকাসক্ত রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে এবং পূর্ব বছর হতে আগত ৩৭ জন রোগীসহ মোট ২৬৯ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। তারমধ্যে ২২৮ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদানপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- কেন্দ্রটিতে ২০১২ বহিঃ বিভাগে ১০৮৬ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬ জুন ২০১২ আন্তর্জাতিক মাদক দিবস উপলক্ষ্যে ১০ দিনের সেমিনারে ফ্রি রোগী দেখা হয়েছে ৫৬ জন।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা সভা করা হয়েছে।
- বর্ষব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) ঃ

অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) এর প্রতিষ্ঠাতা । ড. অরূপ রতন চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন হিতৈষী ব্যক্তি এবং জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য। মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধিত একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার পর থেকেই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এর বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। মানস ২০১২ সালে ঢাকা শহরের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে, রূপসী বাংলা হোটেল, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয়ে, বারডেম হাসপাতালে মাদকবিরোধী সভার আয়োজন করে। উক্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কাজ করার জন্য লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের কাজ করছে।

পরিশিষ্ট - ৩৩: বাংলাদেশে মাদকাসক্তি পেশাজীবীদের বেসিক লেভেল প্রশিক্ষণের জন্য কলম্বো প্লানের সহায়তা কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	প্রত্যাশিত কর্মকান্ড	আরম্ভ	সমাপ্তি	দায়িত্ব প্রাপ্ত
১	বাংলা অনুবাদ- কারিকুলাম -১	নভে,২০১২	মার্চ,২০১৩	ডাঃ আখতারুজ্জামান/ডাঃ লুৎফুল কবীর
	কারিকুলাম - ২	নভেম্বর,১২	২মে,১৩	ডাঃ মাহবুবর রহমান/মিঃ তরুন কান্তি গায়েন
২.	অর্থ সংস্থান- মডুউল- ৫.০ লক্ষ প্রশিক্ষণ- ১০০ জন- ১৫ লক্ষ টাকা ক)কলোম্বো প্লান; খ) ডিএনসিবি গ) সিএসআর ঘ) উন্নয়ন সহযোগী	মে,১৩	জুন,১৩	পরিচালক (প্রশাসন)
৩	মুদ্রণ, ৫.০ লক্ষ টাকা	জুলাই,১৩	অক্টো,১৩	ডাঃ আখতারুজ্জামান
৪	প্রশিক্ষণ, ৪ ব্যাচ, ১০০ জন ১৫ লক্ষ টাকা	জানু,১৪	ডিসে,১৪	ডাঃ সৈয়দ ইমামুল হোসেন, প্রধান কনসাল্টেন্ট, সিটিসি

কারিকুলাম-১ ও কারিকুলাম-২ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডুউলের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে ২০১২ , দ্বিতীয় সংশোধনী সমাপ্তির পথে। কারিকুলাম -১ ও ২ এর ৯টি মডুউল এর জন্য প্রয়োজীয় আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা) পাওয়া গেলে মুদ্রণের কাজ জুলাই, ২০১৩ শুরু করা যাবে। কলোম্বো প্লান সেক্রেটারিয়েট আংশিক খরচ বহন করতে পারে বাকী অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অথবা করপোরেট স্পন্সরের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উক্ত কর্মসুচীর আওতায় মোট ৮টি কারিকুলাম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডুউল বঙ্গানুবাদ করা হবে। যা আসক্তি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে।